পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 255 Wednesday, 14 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৫৫ সংখ্যা ❋ ২৯ শ্রাবণ ১৪৩১, বুধবার, ১৪ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আর পুলিশ নয়, আরজি কর-কাণ্ড তদন্তে সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখা করেছিলেন আরজি করে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে। তিনি সময় চেয়েছিলেন। রবিবার পর্যন্ত যদি রাজ্য পুলিশ কেস সলভ করতে না পারে তাহলে সিবিআই-কে এই কেস দিয়ে দেওয়া হবে। তবে রবিবারের আগেই বড় নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এ দিন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ আরজি করের কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আজ মামলাকারীর আইনজীবীরা বারবার সওয়াল করেন, যত সময় নষ্ট হবে তত প্রমাণ লোপাটের আশঙ্কা থাকবে। সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সিবিআইকে এই মামলার সব নথি হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি উল্লেখ করেছেন, 'রাইট নাও' অর্থাৎ অবিলম্বে সিবিআই এই তদন্ত শুরু করবে। বুধবার সকাল দশটার মধ্যে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হবে। এবং মামলার নথিপত্র আজই গোয়েন্দা আধিকারিকরা নিজেদের সংগ্রহ করবেন। এই মামলার নির্দেশ দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের একাধিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে পুলিশি গাফিলতি স্পষ্ট রয়েছে, প্রমাণ নষ্ট হতে পারে, সর্বপরি 'রেয়ার অব দ্যি রেয়ার' কেসের ক্ষেত্রে সিবিআই তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। এ দিন গোটা মামলাটিকে প্রধান বিচারপতি 'পিকুলিয়ার কেস' বলেন। এজলাসে তিনি বলেছেন, ''এটা যদি অন্য রকম ঘটনা হত তাহলে রিপোর্ট চাইতাম। তবে এটায় কোনও রিপোর্ট নয়।'' মামলা সোজাসুজি চলে গিয়েছে সিবিআই-এর হাতে। শুধু তাই নয়, নির্দেশের পরই প্রধান বিচারপতি সিবিআই আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''এক্ষুনি কেস ডায়রি নিয়ে নিন। এক্ষুনি তদন্ত শুরু করুন।'' আজ প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, সন্দীপ ঘোষ ছুটির আবেদন করলে অবিলম্বে তা গ্রহণ করতে হবে। এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না। পাশাপাশি আন্দোলনরত চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যেও বার্তা দিয়েছে কোর্ট। প্রধান বিচারপতি বলেছেন, ''আমরা সব চিকিৎসকদের মনের অবস্থা অনুভব করছি। তারপরও যারা সরকারি হাসপাতালে আসছেন তাদের বিষয় বিবেচনা করবেন। এজিটেশন কনসিডার করুন।'' এই প্রসঙ্গে আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী বলেন, ''কোর্ট তদন্তের বেশ কিছু অংশ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। পাঁচদিন হয়ে যাওয়ার পর তদন্তের বেশি কিছু অগ্রগতি নেই। কোর্ট সন্দীপ ঘোষের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছে। রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোকে ভর্ৎসনা করেছে। এই মামলার তদন্তে রাজ্য পুলিশ ফেল করেছে। তাই কোর্ট সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোর্টের নজরদারিতে হবে এই তদন্ত। আমি আদালতে বলেছি মুখ্যমন্ত্রী নিজেও সিবিআই তদন্তের কথা বলেছেন। তবে এজলাসে দেখা গেল ভিন্ন অবস্থান। তারা সিবিআই তদন্তের বিরুদ্ধে কথা বলছে। কৌস্তভ আরও বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার পরের দিন বললেন সিবিআই-এ আপত্তি নেই। তারপর বললেন সাতদিন চাইছি। আমরা বলেছিলাম এই সাতদিন কি প্রমাণ লোপাটের জন্য? কোর্ট সব শুনেছে।'' আর মঙ্গলবার হাইকোর্টের নির্দেশের কিছু ক্ষণের মধ্যেই টালা থানায় পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তের রিপোর্ট, সংগ্রহ করা সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশের হাত থেকে সিবিআইয়ের হাতে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

'এক্ষুনি কেস ডায়রি নিয়ে নিন', মমতার পুলিশের উপর কোনও ভরসাই রাখল না আদালত

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে গোয়েন্দা রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য! জারি হাই-অ্যালার্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্টঃ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশজুড়ে আত্মঘাতী হামলার ছক কষেছে জঙ্গিরা। এমনই চাঞ্চল্যকর গোয়েন্দা রিপোর্টের পরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে, দেশের বিভিন্ন ভিআইপিদের টার্গেট করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এই রিপোর্টে। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে, ভারতে হামলা চালাতে একাধিক জঙ্গি সংগঠনকে মদত দিচ্ছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। হামলার জন্য বিপুল আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে লস্কর-ই-তৈবা, টিআরএফ ও জইশ-ই-মহম্মদকে। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া, ডোডা, উধমপুর, পুঞ্চ ও রাজৌরিতে যে হামলা হয়েছে তাতে সতর্ক হয়ে উঠেছে দেশের নিরাপত্তা বিভাগ। এই মুহূর্তে একাধিক সশস্ত্র জঙ্গি ভারতে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ভিভিআইপিরাই মূলত তাদের টার্গেট। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এহেন গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসায় দেশজুড়ে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ভিপাআইপিদের পাশাপাশি ভিড় হয় এমন জায়গায় হামলা চালাতে পারে জঙ্গিরা। তাই কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান। স্বাধীনতা দিবসের দিন প্রধানমন্ত্রী-সহ দেশের অন্যান্য ভিভিআইপিরা দীর্ঘক্ষণ খোলা আকাশের নিচে থাকেন। ফলে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা দিল্লিকে। পাশাপাশি ওই বিশেষ দিনে উপত্যকাতেও হামলা চলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ড্রোনের মাধ্যমে পুঞ্চ ও জম্মুতে বিপুল পরিমাণ হাতিয়ার পাঠিয়েছে আইএসআই। পাশাপাশি বিভিন্ন আন্ডারওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে টাকা ও মারণাস্ত্র পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

অভিষেক-রুজিরাকে কলকাতাতেই ইডির তলব

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্টঃ দিল্লিতে নয়, তদন্তের প্রয়োজন হলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকতে হবে কলকাতাতেই। শীর্ষ আদালতের রায়ে সাময়িক হলেও স্বস্তি পেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বার বার তদন্তের নামে দিল্লিতে ডেকে 'হেনস্তার' প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক। অভিষেকের বক্তব্য ছিল, তথাকথিত যে দুর্নীতির তদন্তে তাঁকে তলব করা হচ্ছে, সেটার চারণভূমি পশ্চিমবঙ্গ। অভিষেক-রুজিরা দু'জনই কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। কলকাতায় ইডির পূর্ণাঙ্গ দপ্তর থাকলেও কেন তাঁদের দিল্লিতে ডাকা হবে? বাড়িতে ছোট ছোট দুই শিশু থাকা সত্ত্বেও কেন তাদের মাকে কলকাতার বদলে দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে ডাকা হচ্ছে? মঙ্গলবার এই মামলার শুনানির পর রায় সংরক্ষণ করে আপাতত অন্তর্বর্তী নির্দেশই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। সেক্ষেত্রে তদন্তের প্রয়োজনে আপাতত বন্দ্যোপাধ্যায় দম্পতিকে যদি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকদের তলব করতেই হয়, তবে দিল্লি নয়, করতে হবে কলকাতাতেই। বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতা হাই কোর্টের আগের নির্দেশ মতোই সাংসদ অভিষেক এবং তাঁর স্ত্রীকে প্রয়োজনে কলকাতাতেই কয়লা পাচার সংক্রান্ত মামলায় জেরা করতে পারবে ইডি। তাঁদের দিল্লিতে তলব করা যাবে না। সাময়িক হলেও এই সিদ্ধান্তকে অভিষেকের বড় জয় হিসাবে দেখা হচ্ছে। এদিনের শুনানিতে ইডির হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী জোহেব হোসেন। অভিষেকের আইনজীবী ছিলেন কপিল সিবল, রুজিরার তরফে ছিলেন অভিষেক মনু সিংভি। ছিলেন আরেক প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্কর আইয়ারও। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ দীর্ঘ শুনানির পর রায় সংরক্ষণ করেছে।

'কেন্দ্রের জন্যই আটকে উপজাতি স্বীকৃতি'

নবান্নে কুড়মি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ কুড়মিদের তফসিলি উপজাতি তালিকায় স্থান দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আন্তরিক রাজ্য সরকার। কিন্তু প্রক্রিয়া আটকে কেন্দ্রের জন্য। নবান্নে কুড়মি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর থেকে জাতিসত্তার দাবিতে জঙ্গলমহলে লাগাতার রেল ও সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছে আদিবাসী কুড়মি সমাজ। সেই ঘোষিত আন্দোলন কর্মসূচির প্রেক্ষিতে তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ নবান্নে কুড়মি সমাজের ২১ জন প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেন। মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকাও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তফসিলি উপজাতি তালিকায় স্থান দেওয়ার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করছে কুড়মিরা। বৈঠকে সে নিয়ে আলোচনা হয়। কুড়মি নেতাদের মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের তরফে সমস্ত তথ্য দেওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন, রাজ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র যা যা নথি চাইছে সবটাই দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের আগেও মুখ্যমন্ত্রী কুড়মি নেতাদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেন। তৃণমূলের লোকসভা ভোটের ইস্তাহারেও কুড়মিদের জনজাতি তালিকাভুক্তির বিষয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তের আশ্বাস দেওয়া হয়। রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিতে দোনামনা করছে। এর পাশাপাশি, কুড়মি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য রাজ্যের তরফে দেওয়া আর্থিক প্যাকেজ এবং স্কুল সিলেবাসে কুড়মি ভাষায় পঠনপাঠন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আজ কর্মবিরতি চিকিৎসকদের, বন্ধ থাকবে বেসরকারি চেম্বারও, আরজি করে খুনের প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ জয়েন্ট ফোরাম অফ ডক্টরস এবার রাজ্য জুড়ে কর্মবিরতির ডাক দিল। কেবলমাত্র সরকারি পরিষেবা নয়, বেসরকারি চেম্বারও বন্ধ রাখার ডাক দেওয়া হয়েছে। বুধবার ভোর ৪টে থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত কর্মবিরতির ডাক। খবর ২৪ ঘণ্টার প্রতিবেদন অনুসারে। মূলত সিবিআই আসার আগে সেমিনার রুম ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দাবি করেছিল এসএফআই, ডিওয়াইএফআই। এরপরই তারা সেমিনার হল কী অবস্থায় আছে তা দেখার চেষ্টা করেন। এনিয়ে ক্ষুব্ধ চিকিৎসকদের একাংশ। এদিকে এদিন বাম ছাত্র যুবদের এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে তুমুল শোরগোল পড়ে যায়। তাদের দাবি সিবিআই আসার আগে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, সংস্কারের নাম করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিকে এই খবর সামনে আসতেই বাম নেতৃত্ব উপরে গিয়ে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানান। এদিকে কেন এই সময় চেস্ট মেডিসিন বিভাগের সংস্কারের কাজ করা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। বাম নেতৃত্ব জানিয়েছেন, এতদিন ওদের জন্য রেস্ট রুম করা হল না। আর এখন সেখানে সংস্কারের নাম করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হচ্ছে। দায়িত্ব নিয়ে আমরা বিষয়টি রুখে দিয়েছি। এদিকে আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পরেই কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়েছে সিবিআই। সিবিআইয়ের টিম বিকালেই চলে যান টালা থানায়। কেস ডায়েরি নিতে হাইকোর্টে চলে যায় সিবিআইয়ের টিম। এরপরই কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের টিমের কাছ থেকে যাবতীয় তথ্য আদান প্রদানের ব্যাপারে তৎপর হয় সিবিআই। এদিকে আরজি করের এই ঘটনার জেরে গোটা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনের ঢেউ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এনিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে। জুনিয়র ও রেসিডেন্ট চিকিৎসকরা জানিয়ে দিয়েছেন যে তাদের আন্দোলন চলবে। তারা এই আন্দোলন থেকে সরছেন না। তবে তাঁরা জানিয়েছেন, কোনওভাবেই চিকিৎসা পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে না। যে কথা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। তাদের কাজে ফেরার জন্যও বিভিন্ন মহল থেকে আবেদন করা হচ্ছে। এসবের মধ্যেই জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা যান আরজিকরে। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। আইন মেনে যে তদন্ত চলছে তার উপর নজর রাখছে কমিশন। আরজি কর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছে মহিলা কমিশন। এসবের মধ্যেই সিবিআই এই ঘটনার তদন্তভার নেওয়ার জেরে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে আন্দোলনকারীরা। এদিন অভিনেত্রী অপর্ণা সেন দেখা করেন আরজি করের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে।

'সিভিক ভলান্টিয়ারদের মধ্যে যত নষ্টামির বীজ'

পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অপর্ণা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ দাবি উঠেছিল আগেই। শেষ পর্যন্ত সিবিআই তদন্তেই পড়ল সিলমোহর। তিলোত্তমা খুন-ধর্ষণে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবারই সিসিটিভি ফুটেজ-সহ সব তথ্য দিতে হবে সিবিআই আধিকারিকদের। দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। পুলিশ-হাসপাতালের ভূমিকায় তীব্র অসন্তুষ্ট আদালত। রাজ্য কেন অধ্যক্ষের ইস্তফা নেয়নি? স্পষ্ট নয়, ইতিমধ্যেই সেই পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। এদিকে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে শহরে বাড়ছে আন্দোলনের ঝাঁঝ। আন্দোলনকারীদের মাঝে দাঁড়িয়েই এবার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলে দিলেন অপর্ণা সেন। কেন শুরুতেই তিলোত্তমার মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে দাগানো হল সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এদিন অপর্ণা বলেন, ''সমস্ত নাগরিকদের দাবি, রাজ্য সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা নিন যাতে সমস্ত মেয়েরা সুরক্ষিত অবস্থায় কাজ করতে পারে। সিসিটিভি ক্যামেরা যথেষ্ট নেই কেন? তার দায় কে নেবে। সরকারকে এই দায় নিতে হবে। এটা আমাদের দাবি। কারণ সরকারি হাসপাতালেই এমনটা ঘটেছে। যে যে সরকারি জায়গায় মেয়েরা কাজ করছেন তাঁদের সুরক্ষার ব্যবস্থা যত দ্রুত সম্ভব করা হোক। অপরাধীকে খুঁজে বের করা হলে কঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি আমরা করছি।'' এখানেই না থেমে সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তিনি। তাঁদের ভূমিকা নিয়েও তুলেছেন গুচ্ছ গুচ্ছ প্রশ্ন। অপর্ণা বলছেন, ''সিভিক ভলান্টিয়াররা কারা? তাঁদের কেন ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। এই সিভিক ভলান্টিয়ারদের মধ্যে কিন্তু যত নষ্টামির বীজ লুকানো রয়েছে। এদের ঢোকা বন্ধ করা হোক।'' একই সঙ্গে তিনি মনে করছেন, পুলিশের জবাবদিহি করারও প্রয়োজন রয়েছে। কেন নির্যাতিতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে তখনই এটাকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে ঘোষণা করল? কিসের ভিত্তিতে এই ঘোষণা? কেন মৃতার পরিবারকে ফোন করে জানানো হল সে আত্মহত্যা করেছে? কার নির্দেশে এমনটা করেছে? তুলছেন প্রশ্ন। একইসঙ্গে পুলিশের অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দ্রুত ময়নাতদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বলছেন, ''কেন পুলিশ তড়িতড়ি এত ব্যস্ত হয়ে উঠল ময়নাতদন্ত করার জন্য? কেন যে হাসপাতালে এমন ঘটনা ঘটেছে সেখানেই কেন ময়নাতদন্ত হল? এই সব প্রশ্নের জবাব আমাদের চাই। আমাদের দাবি, পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত হোক। আমি শুধু ছাত্রদের বলছি আমার কণ্ঠ তোমাদের কণ্ঠের সঙ্গে মেলালাম।''

সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে রাজ্য, আগেভাগেই ক্যাভিয়েট দাখিল করতে চলেছেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ আর জি কর কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপটি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। কোর্ট মনিটারিং সিবিআই-এর নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে রাজ্য। তথ্য প্রমাণ লোপাটেরও চেষ্টা থাকতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকে সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করতে চলেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ''এর আগে বগটুই মামলা থেকে শুরু করে ওবিসি মামলা পর্যন্ত আমরা দেখেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে যায়। আমার এখন ফার্স্ট ডিউটি হবে, খুব তাড়াতাড়ি সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট করে দেওয়া।'' 'তিলোত্তমা' ধর্ষণ খুনে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন শুভেন্দু অধিকারী, কৌস্তভ বাগচীরা।

শুভেন্দু বলেন, ''কর্তারা ওই পরিবারকে প্রলোভন দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে বা অনেক কিছু দেওয়ার বিনিময়ে প্রকৃত নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে যাতে তদন্ত না হয়, আর প্রকৃত দোষীরা যাতে আড়াল হয়, তার চেষ্টা হয়েছিল। সেই কারণে পরিবার গতকাল আসেনি। আমি বিরোধী দলনেতা হিসাবে আর কৌস্তভ বাগচী-সহ কয়েকজন আমরা গিয়েছিলাম।'' শুভেন্দু জানান, তাঁরা আদালতে জানিয়েছিলেন তথ্য প্রমাণ নষ্ট করা হতে পারে। দ্রুত সিবিআই তদন্ত দেওয়া হোক। শুভেন্দুর কথায়, ''আমরা অনেক সময়ে সিবিআই তদন্তেও দেখেছি, মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী সিবিআই তদন্ত করতে পারেনি অনেকগুলো কেসে। সিবিআই যেহেতু একটি সাংবিধানিক বডি, আমি এই তদন্তের আসল মাথা পর্যন্ত যেতে চাই, শুধুমাত্র গণধর্ষণ যাঁরা করেছেন, তাঁরা নয়, গণধর্ষণ খন যাঁরা করেছেন, তাঁদের যাঁরা রক্ষক, তাঁদেরকেও যাতে শাস্তি দেওয়া হয়, সেই বিষয়টা আমার পিটিশনে ছিল।'' আর জি কর কাণ্ডে আগেই দুটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। মঙ্গলবার আদালতে যান তিলোত্তমার বাবা-মা। নির্যাতিতার পরিবারকে মামলায় প্রধান পার্টি করা হয়। তার আগে সোমবারই তিলোত্তমার বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই বিষয়টিকে কটাক্ষ করেই শুভেন্দু বলেন, ''গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো সহানুভূতি দেখাতে যাননি। তাহলে শুক্রবারই যেতেন, শনিবারই যেতেন। অ্যাকশন নিতে গেলে সন্দীপ ঘোষকে ওই দিনই সরাতে হত। ওইদিন বিনীত গোয়েলকে দিয়ে ইউডি কেস হত না। ওঁ গতকাল গিয়েছিলেন ম্যানেজ করতে। পরিবারকে আমি ধন্যবাদ জানাব। মিঠু মজুমদার, নির্মল ঘোষ, সৌগত রায়, পুলিশের অলোক রাজোরিয়া, বিনীত গোয়েল ঘিরে বসেছিল ওর পরিবারকে। যাতে পরিবার কোনওভাবে মুখ খুলতে না পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিবার এই কেসে পার্টি হয়েছে।'' শুভেন্দুর কথায়, ''কোর্ট মনিটারিং সিবিআই-এর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যাতে সিবিআই এই কেসে কোনও শিথীলতা দেখাতে না পারে, তার জন্য কোর্ট মনিটারিং করবে।'' প্রসঙ্গত, প্রধান বিচারপতিও এদিনই হাইকোর্টে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে এখনই কেস ডায়েরি নিয়ে নেয় সিবিআই।

আর জি কর কাণ্ডে রাজ্যকে নিশানা করলেন নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্টঃ আর জি কর কাণ্ডে এবার সরব বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। ঘটনার তীব্র নিন্দার পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে আক্রমণ শানালেন তিনি। স্বাগত জানালেন হাই কোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে। এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে যৌন হেনস্তা ও খুনের ঘটনায় তোলপাড় গোটা বাংলা। দেশজুড়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও তদন্তে মোটেই খুশি নয় কোনওপক্ষই। যার ফলে তদন্ত ভার তুলে দেওয়া হয়েছে সিবিআইয়ের হাতে। ঘটনার জেরে পদ থেকে সরতে হয়েছে অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। আদালতের নির্দেশ ছাড়া আপাতত অন্যত্রও নিয়োগ করা যাবে না তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে এবার চিকিৎসক খুন ইস্যুতে আসরে নামল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। মঙ্গলবার সন্ধেয় একটি এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। তাঁর কথায়, 'যা ঘটেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।' এর পরই রাজ্য সরকারকে নিশানা করেন তিনি। বলেন, 'বাংলায় মহিলাদের উপর অত্যাচার বাড়ছে।' রাজ্যের তরফে অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

'আরজি করের সেমিনার হল ভেঙে ফেলা হচ্ছে', অভিযোগ ঘিরে ধুন্ধুমার হাসপাতাল চত্বরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চার তলার সেমিনার হল এখন যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। সেই হলঘরে ধর্ষণ এবং খুন করা হয় এক জুনিয়র চিকিৎসককে। ঘটনাস্থল যেখানে, তার পাশেই একটি ঘর ভাঙতে উদ্যোগী হলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ! হঠাৎ কেন এই উদ্যোগ? প্রশ্ন উঠল হাসপাতালের অন্দরেই। জানা যাচ্ছে, ওই স্থানে একটি শৌচাগার তৈরি করা হবে। গত শুক্রবার সকালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চার তলার সেমিনার হল থেকে উদ্ধার হয় এক মহিলা জুনিয়র চিকিৎসকের দেহ। প্রথমে আত্মহত্যা বলা হলেও পরে উঠে আসে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ। এ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। তার মধ্যে হাসপাতালের সদ্যপ্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের মন্তব্য ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সোমবার সেই সেমিনার হলেরই পাশে একটি ঘর আচমকা ভাঙার কাজ শুরু করে দেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের একটি সূত্রে খবর, যে ঘরটি ভাঙা হচ্ছে, সেটি খুব একটা ব্যবহার হত না। কিন্তু, হঠাৎ 'সংস্কারের' কারণ কী? জানা যাচ্ছে, সন্দীপের নির্দেশেই ওই ঘর ভাঙার কাজ শুরু হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের কয়েক জন এবং কর্তৃপক্ষের একাংশ জানাচ্ছেন, আরজি করের 'চেস্ট মেডিসিন' বিভাগের সেমিনার হলের সামনে একটি ঘর ছিল। সেটাই ভাঙার কাজ শুরু হয় সোমবার। ওই কাজ চলছিল পুলিশের উপস্থিতিতে। যদিও সোমবারই ওই ঘর ভাঙার কাজ থমকে যায় জাতীয় মহিলা কমিশনের হস্তক্ষেপে। কারণ, আরজি কর কাণ্ডের প্রেক্ষিতে সোমবার হাসপাতালে গিয়েছিলেন কমিশনের কয়েক জন প্রতিনিধি। তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেওয়াল ভাঙা হচ্ছে দেখে সেই কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরজি কর মেডিক্যালের এক পদস্থ কর্তা এই 'উদ্যোগ' সম্পর্কে একটি সংবাদমাধ্যমে বলেন, ''গতকাল (সোমবার) থেকে ঘরটি ভাঙার কাজ শুরু হয়েছিল। হাসপাতালের অধ্যক্ষ (প্রাক্তন) সন্দীপ ঘোষের নির্দেশেই ওই কাজ হচ্ছিল শৌচাগার তৈরি হবে বলে।'' কিন্তু ধর্ষণ এবং খুন যেখানে হল, তার অল্প দূরত্বে একটি ঘর ভাঙার জন্য এখনই কেন তাড়াহুড়ো শুরু হল? সেই প্রশ্নই উঠছে। আন্দোলনকারী পড়ুয়া-চিকিৎসকদের অনেকেরই প্রশ্ন, এই কাজের ফলে তথ্যপ্রমাণ নষ্টের কি কোনও সম্ভাবনা থাকে না? এমন একটি কাজে তদন্তকারীরাই বা কেন বাধা দিলেন না? পরে অবশ্য ওই ঘর ভাঙা এবং সংস্কারের কাজ আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। আর এই অভিযোগেই মঙ্গলবার বেলা গড়াতে তেতে উঠল আরজিকর। বিক্ষোভকারীদের দাবি, আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পরেই তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য সেমিনার হলটাই ভেঙে ফেলার পথে কর্তৃপক্ষ। যদিও হাসপাতাল সূত্রে জানা যাচ্ছে, যে ঘরে ওই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘর ভাঙা হয়নি। যে ছবি দেখানো হচ্ছে তা সামনের ঘরের। বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন, ঘটনাস্থল যেখানে, হঠাৎ করেই তার পাশের একটি ঘর ভাঙার উদ্যোগ কেন নিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ! মঙ্গলবার সকাল থেকেই পড়ুয়াদের আন্দোলনে সরগরম ছিল আরজিকর হাসপাতাল চত্বর। বিকেলে বুদ্ধিজীবীদের মিছিল আসে আরজিকর হাসপাতাল চত্বরে। আচমকাই গুঞ্জন ছড়ায়, যে সেমিনার হলে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তরুণী চিকিৎসককে, সেই ঘরই ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এই সময়েই ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে হাসপাতালে ঢোকে। তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি বেঁধে যায় ছাত্রদের। তবে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ওই সেমিনার হল ভাঙার কোনও প্রশ্নই নেই। ভাঙা হচ্ছে পাশের ঘরটি। উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে আরজি কর-কাণ্ডের তদন্তভার কলকাতা পুলিশের হাত থেকে নিয়েছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইতিমধ্যে তদন্তপ্রক্রিয়া শুরুও করে দিয়েছে।

তিরঙ্গা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেঃ গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃ গত ৯ আগস্ট থেকে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে 'হর ঘর তিরঙ্গা যাত্রা, চলবে আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। এই তিরঙ্গা যাত্রাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। মঙ্গলবার সকালেই দিল্লির ভারত মন্ডপম থেকে শুরু হয় হর ঘর তিরঙ্গা বাইক র‍্যালি।এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, তিরঙ্গা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, তিরঙ্গা আমাদের দেশের গর্ব। তিরঙ্গা সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে। তিরঙ্গা ভারতের মান ও সম্মানের প্রতীক। আমরা অঙ্গীকার করেছি, সবসময় আমরা দেশের গর্ব বাড়াবোবিজেপি নেত্রী মিনাক্ষী লেখি বলেছেন, ,এটা বিজেপির বিষয় নয়, সবাইকে এক 'তিরঙ্গা'র অধীনে একত্রিত করাই লক্ষ্য। ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'এর রূপকল্প পূরণে 'তিরঙ্গা' হবে অনুপ্রেরণা। আমরা ভারতকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করব।

অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল, পঞ্জাব সীমান্তে বিএসএফএর গুলিতে মৃত্যু অনুপ্রবেশকারীর

অমৃতসর, ১৩ আগস্ট ঃ ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করলো সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পঞ্জাব সীমান্তে বিএসএফএর গুলিতে মৃত্যু হল এক পাক অনুপ্রবেশকারীর। মঙ্গলবার সকালে বিএসএফ জানিয়েছে, সোমবার মধ্যরাতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল এক পাক অনুপ্রবেশকারী।সতর্ক বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্তের কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি দেখতে পাওয়া মাত্রই গুলি চালান। পঞ্জাবের তরণ তারন জেলার ডাল গ্রাম সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ওই পাক অনুপ্রবেশকারীর। পরে ওই এলাকায় বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হয়।

ধলাইয়ে বেড়েছে চোরের দাপাদাপি ও বিভিন্ন অপরাধ! দায়ী নেশাশক্তি, দাবি সচেতন মহলের

ধলাই (ত্রিপুরা), ১৩ আগস্ট ঃ বিগত প্রায় এক দেড় দশক ধরে হঠাৎ করে গোটা ত্রিপুরার পাশাপাশি ধলাই জেলায় বেড়েছে চুরি, ছিনতাইয়ের মতো নানা ধরনের অপরাধ। এর জন্য নেশাশক্তিকে দায়ী করছে সচেতন মহল।ওই মহলের বক্তব্য, একটা সময় অরক্ষিত ভারতবাংলাদেশ সীমান্তকে ব্যবহার করে প্রতিবেশী দেশের ভারতবিরোধী চক্র দেদার চুরি, ডাকাতি, লুটপাট চালিয়েছে ত্রিপুরায়। সর্বস্বান্ত হয়েছেন মানুষ। কিন্তু বিগত প্রায় দেড় দশক ধরে সীমান্ত সুরক্ষিত হওয়ায় সেই সুযোগ নেই। এজন্য যুব সমাজের একাংশের মধ্যে নেশার প্রতি আসক্তি মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।সাম্প্রতিককালে চুরির যে সব ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, নগদ টাকা বা বিক্রি করলে নগদ টাকা পাওয়া সম্ভব এমন জিনিসের চুরি বেড়েছে। খালি বাড়িতে নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার, দোকান থেকে নগদ, এমনকি বাড়িঘরের বৈদ্যুতিক বাতি, সরকারি অফিস, স্কুলের কম্পিউটার প্রভৃতি চুরি হচ্ছে।সংগঠিত চুরি সামলাতে নাজেহাল হচ্ছে পুলিশ। পুলিশ যে সব ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে সেগুলিতে দেখা গেছে, মূলত এক শ্রেণির উচ্ছৃঙ্খল যুবক নিজেদের নেশা বা ড্রাগসের চাহিদা মেটানোর মতো টাকার জোগাড় করেছে। আর এটা করতে গিয়ে বেড়েছে চুরিছিনতাইয়ের মতো ঘটনা।।এ ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে সামাজিক সচেতনতা এবং পারিবারিক সদর্থক ভূমিয়ার প্রয়োজন বলে মনে করছে সচেতন মহল। প্রযজেন আসক্তদের মানসিক কাউন্সেলিং। অন্যথায় এই প্রবণতা আরও ভয়ংকর আর্থসামাজিক সংকট তৈরি করতে পারে, বাড়তে পারে গার্হস্থ্য হিংসাও।

হর ঘর তিরঙ্গা বিকশিত ভারতের প্রতি অঙ্গীকার প্রতিফলিত করেঃউপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃ হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে হর ঘর তিরঙ্গা বাইক র‍্যালির শুভসূচনা করলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির ভারত মন্ডপম থেকে হর ঘর তিরঙ্গা বাইক র‍্যালির শুভসূচনা করেছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, রাম মনোহর নাইডু, কিরেন রিজিজু ও মনসুখ মান্ডভিয়া। তিরঙ্গা নেড়ে হর ঘর তিরঙ্গা বাইক র‍্যালির শুভসূচনা করেছেন তাঁরা।এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন, হর ঘর তিরঙ্গা বিকশিত ভারতের প্রতি অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে। তিনি বলেছেন, হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'এর একটি অংশ। ২০২১ সালে ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে এটি শুরু হয়েছিল। এখন এটি একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, এখন কোটি কোটি মানুষ নিজেদের বাড়িতে তিরঙ্গা উত্তোলন করেন। 'হর ঘর তিরঙ্গা' আমাদের স্বাধীনতা, গর্ব এবং বিকশিত ভারতের প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে। কয়েক বছর আগে অর্থনীতির দিক থেকে ভারত বিশ্বের জন্য উদ্বেগের বিষয় ছিল। এখন আমরা দ্রুত তৃতীয় বিশ্ব সুপার পাওয়ার হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।অন্যদিকে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের লক্ষ্য দেশকে শক্তিশালী করা। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর কথায়, দেশের প্রতিটি প্রান্তে 'হর ঘর তিরঙ্গা'র বাতাবরণ তৈরি করে এখন মানুষ এই অভিযানে অংশ নিচ্ছেন। দেশকে জাগিয়ে তোলার জন্য 'হর ঘর তিরঙ্গা' যাত্রা শুরু হয়েছে এবং এটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে... এই আন্দোলন দেশকে শক্তিশালী করার জন্য।প্রসঙ্গত, হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার সকালে হর ঘর তিরঙ্গা বাইক র‍্যালির শুভসূচনা করেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। এদিন সকালে দিল্লির ভারত মন্ডপম থেকে হর ঘর তিরঙ্গা বাইক র‍্যালির শুভসূচনা করেছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, রাম মনোহর নাইডু, কিরেন রিজিজু ও মনসুখ মান্ডভিয়া। তিরঙ্গা নেড়ে হর ঘর তিরঙ্গা বাইক র‍্যালির শুভসূচনা করেছেন তাঁরা।

আর জি করের ঘটনায় অপরাধীদের যেভাবে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে তা দুঃখজনকঃসুধাংশু ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃ কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী। মঙ্গলবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুধাংশু ত্রিবেদী বলেছেন, কলকাতার ঘটনায় অপরাধীদের যেভাবে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা দুঃখজনক। যেভাবে (আর জি কর) অধ্যক্ষকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অন্য কোনও কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে পুনর্নিযুক্ত করা হয়েছে, তা বাংলা সরকারের সুরক্ষাই দেখায়।সুধাংশু ত্রিবেদী আরও বলেছেন, এটি বাংলা সরকারের করা তদন্ত নিয়ে সন্দেহের জন্ম দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রিন্সিপালের প্রতি সহানুভূতিশীল, টিএমসি সরকারের কাছে আমার সোজা প্রশ্ন হল, কেন এত দিন সময় দেওয়া হচ্ছে। এটা কি ম্যানিপুলেশনের জন্য? সন্দেশখালির ঘটনায় আমরা তা দেখেছি। তদন্ত কেন দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থার (সিবিআই) কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে না?

অবশেষে স্বস্তি পেলেন রামদেব ও আচার্য বালকৃষ্ণ, অবমাননার মামলা বন্ধ করলো সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃ বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের মামলায় যোগগুরু বাবা রামদেব এবং পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের এমডি আচার্য বালকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অবমাননার মামলা বন্ধ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত মঙ্গলবার বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য পতঞ্জলি লিমিটেডএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আচার্য বালকৃষ্ণ এবং সহপ্রতিষ্ঠাতা বাবা রামদেবের বিরুদ্ধে বিচারাধীন অবমাননার মামলা বন্ধ করে দিয়েছে।একইসঙ্গে শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তাঁরা যেন ভবিষ্যতে আদালতের সমস্ত আদেশ মেনে চলেন এবং অতীতের এই আচরণের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানউল্লাহর বেঞ্চ গত ১৪ মে রায়দান সংরক্ষিত রেখেছিল, অবশেষে মঙ্গলবার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। বিচারপতি কোহলি রায় ঘোষণা করে বলেছেন, নিজেদের অবমাননা থেকে মুক্ত করার জন্য যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে, তা বিবেচনা করেই মামলা বন্ধ করা হচ্ছে।

সর্বোচ্চ মহল থেকে বলা হয়েছিল কাউকে না বলতে, মীমাংসা করে নিতে, আদালতে বিকাশ

কলকাতা, ১৩ আগস্ট ঃপুলিশের তরফ থেকে ফোন করে জানানো হয়েছিলো যে সর্বোচ্চ মহল থেকে বলা হয়েছে, এই ঘটনার মীমাংসা করে নিতে এবং কাউকে না বলতে।আর জি করের চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যা মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার মৃত চিকিৎসকের পরিবারের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে এই সওয়াল করেন। তিনি বলেন, প্রথমে পরিবারকে বলা হয় যে আপনার মেয়ে অসুস্থ। পরে বলা হয়, সে আত্মহত্যা করেছে। পরিবারকে তিনঘন্টা বসিয়ে রাখার পর দেহ দেখতে দেওয়া হয়। আমরা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা জানিয়েছেন যে, এই ঘটনা একজনের দ্বারা ঘটানো সম্ভব নয়।মামলার তদন্তভার এখনই সিবিআই-কে দেওয়ার দাবি তোলে পরিবার। মামলাকারীর আইনজীবী প্রতীপ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, গত (সোমবার) সকালে প্রিন্সিপাল পদত্যাগ করেছেন, বিকালেই তাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এভাবেই তদন্ত হচ্ছে? এসব শুনে প্রধান বিচারপতি কার্যত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংস্কারে বরাদ্দ হল প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা

দুরন্তবার্তা,হাওড়াঃগরামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার আমতা ২ নং ব্লকের অন্তর্গত ভাটোরা গরাম হাওড়া জেলার ' দ্বীপাঞ্চল ' বলেই সর্বাধিক পরিচিত। এই গ্রামে বসবাসকারীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। এই গরামে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। কিন্তু পরিষেবা ঠিকমতো পাওয়া যেত না। এই গরামের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ছিল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে। বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা, এর ফলে তাদের সমস্যার কথা প্রশাসনিক দফতরে বারংবার গ্রামবাসীরা জানান। এলাকাবাসীদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমস্যা সমাধানে জন্য ভাটোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। ভাটোরার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা এবং বর্তমানে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রসঙ্গে আমতা বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল বলেন, ২০২১ সালের পর ভাটোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বহিঃ বিভাগ চালানোর জন্য ২ জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছিল। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিখরচায় রক্ত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা চিকিৎসা পরিষেবা সহ ১০ শয্যা বিশিষ্ট অন্তঃ বিভাগ চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের।ভাটোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য সরকারের বরাদ্দ ৩১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকায় বর্তমান ভবনটি সংস্কার করা হবে । এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রসঙ্গে এলাকার প্রবীণ মানুষেরা বলেন, রাজ্যে বাম সরকারের শাসনকালে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিল।চিকিৎসা পরিষেবা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিকাঠামো ঠিক ছিল না। স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বেহাল পরিস্থিতিতে ছিল।আমরা চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য বাম সরকারের শাসনকাল থেকেই আবেদন করে আসছিলাম। কিন্তু সুরাহা কিছুই হয়েছিল না। অসুস্থ রোগীদের কখনও দোলায় চাপিয়ে বা নদী পার হয়ে জয়পুর বি বি ধর গ্রামীণ হাসপাতাল,বাগনান হাসপাতাল, আমতা হাসপাতাল, উলুবেড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পাকা সেতু নির্মাণ হয়েছে । এবার ভাটোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের ৩১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হওয়ায় এলাকাবাসীরা খুশি।

বিহারের ঔরাঙ্গাবাদে খালে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই গাড়ি, মৃত্যু ৫ জনের

ঔরাঙ্গাবাদ, ১৩ আগস্ট ঃ বিহারের ঔরাঙ্গাবাদ জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৫ জনের। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার নিয়ন্ত্রণহীন একটি গাড়ি সোন খালে উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় গাড়ির চালকসহ ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দাউদনগরের চমন বিগহার কাছে।মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দাউদনগর থানা এলাকার দাউদনগরবরুন রোডে

চমন বিগহার কাছে একটি সুইফ্ট ডিজিয়ার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে যায়, গাড়িতে থাকা ৫ জন জলে ডুবে মারা গিয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঠিক কখন ঘটেছে, সে বিষয়ে জানা যায়নি। পুলিশ দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

২২ আগস্ট বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক কংগ্রেসের, উঠলো সেবি চেয়ারম্যানকে অপসারণের দাবি

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃআগামী ২২ আগস্ট বৃহত্তর আঃেদালনের ডাক দিল কংগ্রেস। সেবি চেয়ারম্যানকে অপসারণের দাবি তুললো কংগ্রেস। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, সমগ্র দেশে ২২ আগস্ট জাতীয় স্তরের একটি বিশাল আন্দোলন হবে। আমরা সেবি চেয়ারম্যানকে পদ থেকে অপসারণের দাবিতে প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অফিস ঘেরাও করব।মঙ্গলবারের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠক প্রসঙ্গে কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, আমরা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নেতৃত্বে এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক, ইনচার্জ এবং পিসিসি সভাপতিদের একটি বৈঠক ডেকেছি। আমরা এই মুহূর্তে দেশে ঘটে চলা সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারিগুলির মধ্যে একটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি হিন্ডেনবার্গের উদ্ঘাটন, আদানি এবং সেবি সম্পর্কিত কেলেঙ্কারি। আমরা সর্বসম্মতিক্রমে এই ইস্যুতে দেশব্যাপী আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, দু'টি দাবিতে, একটি হল আদানি মেগা কেলেঙ্কারির জেপিসি তদন্ত, যেখানে প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণভাবে জড়িত এবং যেখানে আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রণ এখন গুরুতরভাবে আপস করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সংখ্যালঘু নয়, মানুষ নাগরিক হিসেবে অধিকার চাইবেনঃমুহাম্মদ ইউনূস

ঢাকা, ১৩ আগস্ট ঃ নিজেদের সংখ্যালঘু হিসেবে নয়, বরং মানুষ হিসেবে, দেশের নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে সাংবিধানিক অধিকার চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বিভিন্ন হামলার ঘটনায় দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় তিনি এই আহ্বান জানান।ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এমন বাংলাদেশ আমরা করতে যাচ্ছি, যেখানে সবাই এক পরিবার। এটা হলো মূল জিনিস। এখানে পরিবারের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা, বিভেদ করার কোনও প্রশ্নই আসে না।

প্যারিস অলিম্পিকে ক্রিকেট নেই, ছিল ক্রিকেটের ছোঁয়া

প্যারিস, ১৩ আগস্ট ঃ এবারের প্যারিস অলিম্পিকে ক্রিকেট ছিল না। তবে অলিম্পিকে ক্রিকেট থাকবে ২০২৮ সাল থেকে। তবে প্যারিসে ক্রিকেট না থাকলেও ছিল পরোক্ষভাবে ক্রিকেটের ছোয়া। এমন কিছু অ্যাথলিট প্যারিসে এসেছিলেন যারা কেউ এক সময় ক্রিকেট খেলতেন, কেউ ক্রিকেট পরিবারের সদস্য, আর কেউবা প্রাক্তন ক্রিকেটারের সন্তান। এই সব অ্যাথলিটদের মধ্যে এবার প্যারিসে তিনজন জিতেছেন পদক।রাই বেঞ্জামিনঃরাই বেঞ্জামিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার উইনস্টন বেঞ্জামিনের ছেলে। পুরুষদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে সোনা জিতেছেন আমেরিকার রাই বেঞ্জামিন। ছিলেন ছেলেদের ৪স৪০০ মিটার রিলে সোনা জয়ী দলেও। টোকিও অলিম্পিকেও তিনি জিতেছিলেন একটি সোনা ও একটি রুপো।আরশাদ নাদিমঃঅলিম্পিক ইতিহাসে পাকিস্তানকে প্রথম ব্যক্তিগত বিভাগে সোনার পদক এনে দিয়েছেন এই জ্যাভেলিন থ্রোয়ার আরসাদ নাদিম। এই নাদিম-এর উপমহাদেশের অন্য অনেকের মতো খেলাধুলার শুরু ক্রিকেট দিয়ে। ছোটবেলায় ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবল এবং টেবিল টেনিসও খেলতেন নাদিম। এক পর্যায়ে তার পেশাদার ক্রিকেটার হওয়ার দিকেও ঝোঁক ছিল। তবে অ্যাথলিট কোচ রশিদ আহমেদ সাকির চোখে পড়ার পর জ্যাভেলিনেই মন দিতে হয় নাদিমকে।ব্রেন্ডন স্টার্কঃ অস্ট্রেলিযার মিচেল স্টার্কের ভাই ব্রেন্ডন স্টার্ক। অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার হাই জাম্পার দলের সদস্য ছিলেন। প্যারিসে অবশ্য ব্রেন্ডন কোনও পদক জিততে পারেননি। গ্রুপ বি-র কোয়ালিফাইং পর্ব শেষ করেছিলেন ষষ্ঠ হয়ে।রাজিন্দ্র ক্যাম্পবেলঃ অলিম্পিকে ছেলেদের শট পুটে ব্রোঞ্জ জিতেছেন জ্যামাইকার হয়ে রাজিন্দ্র ক্যাম্পবেল। রাজেন্দ্র বলেছেন, 'অ্যাথলিট ও ক্রিকেট দুটোই খেলতাম আমি।বাবা চেয়েছিলেন ক্রিকেটার হতে। তাই আমার নামে রাজিন্দ্র এসেছে বাবার পছন্দ থেকে।কারন উনি নব্বই দশকের ওয়েস্ট ইন্ডিজের লেগ স্পিনার রাজিন্দ্র ধনরাজের ভক্ত ছিলেন। সেখান থেকেই আমার নামে রাজিন্দ্র।' রাজিন্দ্র ধনরাজের কেরিয়ার মাত্র ৪ টেস্ট ও ৬ ওয়ানডেতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমি বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে পারিনি। স্কুলে পড়ার সময় ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি অ্যাটলেটিক্সে মনোযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রিকেট না গিয়ে অ্যাথলেটিক্সে চলে এলাম।

মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধঃরাজীব রঞ্জন সিং

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃমৎস্যজীবীদের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মৎস্য দফতরের মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা দিতে সমুদ্রে মাছ ধরার ভেসেলগুলিতে এক লক্ষ ট্রান্সপন্ডার বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মৎস্য দফতরের মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে মৎস্য ক্ষেত্রে মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহার নিয়ে এক জাতীয় সম্মেলনে বলেন, কোনও মৎস্যজীবী মাছ ধরার সময় সামুদ্রিক জলসীমা পেরিয়ে গেলে এই ট্রান্সপন্ডার সে ব্যাপারে সতর্ক করতে সাহায্য করবে।দেশের অর্থনীতিতে মৎস্য ক্ষেত্রের এক বড় ভূমিকা রয়েছে উল্লেখ করে মৎস্যমন্ত্রী বলেন, মৎস্যজীবীদের ব্যবসা বাড়াতে মহাকাশ প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের তিন কোটি মানুষ মৎস্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। সরকার তাদের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বাধীনতা দিবসের আগে সুরক্ষা নিয়ে তৎপর দিল্লি পুলিশ, কাশ্মীরেও কড়া নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃ স্বাধীনতা দিবসের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে রাজধানী দিল্লিতে। ভারত এই বছর নিজস্ব স্বাধীনতার ৭৮-তম বছর উদযাপন করবে। তার আগে মঙ্গলবার সকালে দিল্লির লালকেল্লায় দেখা গেল স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। দিল্লিতে নিরাপত্তাও আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে দক্ষিণ-পূর্ব এডিসিপি হর্ষ ইন্দোরা বলেছেন, আমাদের বাহিনী সর্বত্র মোতায়েন করা হয়েছে, আমরা লাইসেন্স ছাড়া পরিচালিত অবৈধ গেস্ট হাউস ও হোটেলগুলি সিল করে দিয়েছি। সীমান্তে চেকিং করা হচ্ছে এবং যানবাহনগুলিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেক করা হচ্ছে। সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি করা হচ্ছে।স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জম্মু ও কাশ্মীরেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। ৭৮-তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আগে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে জম্মুশ্রীনগর হাইওযেতে, গুরুত্বপূর্ণ এই হাইওয়েতে চলছে বিশেষ নজরদারি। উধমপুরের ডিএসপি প্রহ্লাদ কুমার বলেছেন, সিআরপিএফ, সিআইএসএফ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী তৎপর রয়েছে। আমরা জম্মুশ্রীনগর জাতীয় সড়কে যাতায়াতকারী বিভিন্ন যানবাহন চেক করছি। আমরা সবাইকে পরামর্শ দিচ্ছি, সন্দেহজনক কিছু দেখলে পুলিশকে জানান।

আর জি কর কাণ্ডে দেশজুড়ে ডাক্তারদের বিক্ষোভ জারি, মুম্বই ও দিল্লি সহ নানা প্রান্তে প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃকলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে দেশের চিকিৎসক মহল। দোষীদের শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবারও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদবিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন ডাক্তাররা। আর জি করকাণ্ডের আঁচ পৌঁছে গিয়েছে মুম্বই, দিল্লি, লখনউসহ দেশের বিভিন্ন শহরে।উল্লেখ্য, আর জি কর কাণ্ডে ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ১৩ আগস্ট থেকে দেশব্যাপী ওপিডি পরিষেবা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালের ডাক্তার ও মেডিকেল পড়ুয়ারা অবস্থান বিক্ষোভ বসেন। পাটনা এইমসএর ডাক্তারাও এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এইমস দিল্লির চিকিৎসকরাও বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

দিল্লির আরএমএল হাসপাতালের ওপিডি ব্লকে রোগীদের ভিড়, ভোগান্তি চরমে

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃ কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার আঁচ পৌঁছে গিয়েছে দিল্লিতেও। বিক্ষোভঅবস্থানে বসেছেন ডাক্তাররা। আর জি করকাণ্ডের প্রতিবাদে ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ১৩ আগস্ট থেকে দেশব্যাপী ওপিডি পরিষেবা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। এর প্রভাব দেখা গেল দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে।মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালের ওপিডি ব্লকের বাইরে রোগীদের বিশাল ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। পরিষেবা না পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। আরএমএল হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষমাণ রোগীর এক আত্মীয় বলেছেন, সকাল ৮টা থেকে এখানে অপেক্ষা করছি। বর্তমানে রুমে একজনই চিকিৎসক আছেন। ভিড়ের কারণে আমাদের দেরি হচ্ছে। আমি আমার মায়ের চিকিৎসার জন্য এখানে এসেছি।

ভারত আত্মবিশ্বাসী, আমেরিকায় নির্বাচনে যিনিই জিতবেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পারবেঃজয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃআমেরিকায় আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যিনিই জিতবেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পারবে ভারত। জোর দিয়ে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। আসন্ন আমেরিকা নির্বাচন এবং ভারত কীভাবে নতুন প্রশাসনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত সে সম্পর্কে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, আমেরিকান ব্যবস্থা নিজেদের জনাদেশ দেবে, আমাদের আস্থা আছে, যেই আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হোক না কেন, তাঁর সঙ্গে আমরা কাজ করতে সক্ষম হব।ভারতআমেরিকা সম্পর্কের বিবর্তন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে মঙ্গলবার এক আলোচনাসভায় বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, এইচ১বি ভারতআমেরিকা সম্পর্ক গঠনে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের মতোই কাজ করেছে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জকা

২৮ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ১৩ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৯ শ্রাবন, চান্দ্রঃ৯ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৯ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২২ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৯ হাবান, আসামঃ২৮ শাওন, মুসলিমঃ ৭সফর১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ১৫ঃ৩৬ এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ০৬ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১২ঃ৩১ঃ০১(১৩) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ১৩(১৩)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃনবমী (রিক্তা) সকাল ঘ ০৫ঃ২৪ঃ৪৮ দং ০২১৫০ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅনুরাধা সকাল ঘ ০৮ঃ ৪২ঃ৪৭ দং ৮৩৬৪৭.৫ পর্যন্ত পরে জ্যেষ্ঠাকরণঃবালব বিকাল ঘ ০৫ঃ ০১ঃ২৪ দং ২৯২৪১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃব্রহ্ম বিকাল ঘ ০২ঃ ১৮ঃ১৯ দং ২২৩৬৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্রঅমৃতযোগঃদিন ০৭ঃ৪৯ঃ৪৯ থেকে- ১০ঃ২৩ঃ৫৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ০২ থেকে- ০২ঃ৪০ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৩২ঃ০৯ থেকে- ০৫ঃ১৪ঃ৫৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ ০৬ঃ১৬ থেকে- ০৬ঃ৫০ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ০৪ঃ৪৭ থেকে- ১১ঃ ১৮ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩২ঃ৩৩ থেকে - ০৩ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ১২ঃ৫৮ঃ০২ থেকে - ০১৪৯ঃ২৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ১২ঃ০৩ঃ১৮ থেকে- ১২ঃ৪৭ঃ৫৬ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৬ঃ৫২ঃ০১ থেকে - ০৮ঃ২৮ঃ২০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৭ঃ১৮ থেকে -০২ঃ৫৩ঃ৩৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৭ঃ ২৯ঃ৫৭ থেকে - ০৮ঃ৫৩ঃ৩৮ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৩২৬৪৯২৮ (৯) ৪ পদচন্দ্রঃ ৭১৩৩৬৫৮ (১৭) ৪ পদমঙ্গলঃ ১১৯২৬২৮ (৪) ৩ পদবুধঃ ৩২৫২৯২০ (৯) ৩ পদবৃহস্পতিঃ ১২৩১৩১৯ (৪) ৪ পদশুক্রঃ ৪১৬২০৫৪ (১১) ১ পদশনিঃ ১০২০৩৬২৬ (২৫) ১ পদরাহুঃ ১১১৭০১২ (২৭) ১ পদকেতুঃ ৫১৭০১২ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রি।লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৫ঃ ২৭ঃ৫৫ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৭ঃ৩৯ঃ১৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৯ঃ৪৯ঃ২৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১২ঃ০৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০২ঃ১৯ঃ২১ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৪ঃ২৪ঃ৪০ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৬ঃ১১ঃ৩৩ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৭ঃ৪৪ঃ ৫৮ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ০৯ঃ১৬ঃ ০০ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১০ঃ ৫৬ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্রি ১২ঃ৫৪ঃ৫৮ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৮ঃ১৬ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৩ শতকরা এবং ৭৯ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১০ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ১১ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১২মিনিট ।

রাশিফল

মেষ রাশিঃ নতুন গৃহ বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য সুযোগ এলেও নিকট আত্মীয়ের কলকাঠিতে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বৃষ রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে গোলযোগের জন্য সংস্থা পরিবর্তন করতে হতে পারে। নিজের ও পরিবারের বিলাসিতার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের

মিথুন রাশিঃফলে সঞ্চয়ে কোপ পড়তে পারে। সন্তানের বিবাহ নিয়ে কিছু সমস্যা থাকলেও আগামী দিনে তা কেটে যাবে।।

কর্কট রাশি ঃস্ত্রীর তিক্ত কথাবার্তার জন্য পরিবারে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সিংহ রাশিঃকোনও কাজ করার আগে অবশ্যই ভাবনা-চিন্তা করে নেবেন। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের আর্থিক লাভ।

কন্যা রাশিঃচাকরিজীবীদের পদোন্নতির যোগ লক্ষ্য করা যায়।

তুলারাশিঃ পেশাগত দিক ভালোই যাবে। আয় ভালো হবে, ব্যয় কম হওয়ার ফলে সঞ্চয়ের যোগ লক্ষ্য করা যায়।

বৃশ্চিক রাশিঃ আপনাকে শুভাশুভ ফল প্রদান করবে।

ধনু রাশিঃ শিক্ষার্থীদের নিজের উদাসীনতার জন্য ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।

মকর রাশিঃ সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে। আর্থিক উন্নতি হবেই।

কুম্ভ রাশি ঃ শ্বশুর-শাশুড়ির মধ্যে একজনের শারীরিক অসুস্থতার জন্য অর্থ ব্যয় হতে পারে।।

মীন রাশিঃ বিবাহের যোগ হতে পারে। সংসারে শান্তি আসবে আজ থেকে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন মহাপরিচালক, রেলওয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট ঃ ডাঃ মান সিং, মহাপরিচালক, রেলওয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা, রেলওয়ে বোর্ড আজ (১২.০৮.২০২৪) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সেন্ট্রাল হাসপাতাল, গার্ডেন রিচ পরিদর্শন করেছেন এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় হাসপাতালগুলির কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করেছেন। শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, মহাব্যবস্থাপক, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ড. এম. রবীন্দ্রন, প্রধান নির্বাহী পরিচালক (স্বাস্থ্য), রেলওয়ে বোর্ড, ডাঃ অঞ্জনা মালহোত্রা, প্রধান চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর, বিভাগগুলির প্রধান প্রধান এবং অন্যান্য সিনিয়র ডাক্তাররা উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় হাসপাতালে মহাপরিচালকের পরিদর্শন। শ্রী সিং সেন্ট্রাল হসপিটাল গার্ডেন রিচ-এ একটি নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (এনআইসিইউ) উদ্বোধন করেছেন যা অসুস্থ বা প্রিটার্ম বাচ্চাদের সার্বক্ষণিক সবত্তিম যত্ন প্রদান করবে। তিনি সেন্ট্রাল হাসপাতালের বিভিন্ন ক্লিনিক ও ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন এবং হাসপাতালের অবকাঠামো ও চিকিৎসা সুবিধা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি চিকিৎসা পরিষেবা এবং পরিকাঠামোর বিষয়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

বনগাঁ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে কর্মবিরতি, দোষীদের শাস্তির দাবি

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ (উত্তর ২৪ পরগনা), ১৩ আগস্ট ঃ কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় বিক্ষোভে ফুঁসছে দেশের স্বাস্থ্য মহল। চিকিৎসক, নার্স-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের খুনের ঘটনার প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসকরা কর্মবিরতি পালন করেছেন। মঙ্গলবার সকাল ১১ থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত, এক ঘণ্টার কর্মবিরতি হয়। ওই হাসপাতালের চিকিৎসকদের দাবি, প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে। তাঁরা দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন। চিকিৎসক, নার্স-সহ অন্যান্যরা কর্মবিরতি পালন করেন। তাঁদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, এই লড়াই শুধু চিকিৎসকদের নয়, সমস্ত মানুষের লড়াই, সুষ্ঠভাবে বাঁচার লড়াই।

উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে ৯ জনকে মদ্যপ যুবক আটক

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ১৩ আগস্ট ঃ চিকিৎসকদের যদি কোনও নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে রোগীদের কী হবে, সেই প্রশ্নও উঠছে। রোগীর পরিবারের নামে হাসপাতালে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কারা যাতায়াত করছেন, তাদের ওপর নজরদারিই বা কতটা চলছে? এই সব প্রশ্নের মাঝেই ফের সামনে এল আরও এক সরকারি হাসপাতালের ছবি। হাসপাতালের গেটের ভিতরেই মদ্যপ অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বেশ কয়েকজন। উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল চত্বর থেকে ৯ জনকে আটক করল পুলিশ। এই ঘটনার পর উত্তরপাড়া রাজবাড়ী হাসপতাল চত্বরে নিরাপত্তা বাড়ানো হল। রোগীর পরিবার,চিকিসক,নার্স,স্বাস্থ্য কর্মী এবং সাধারণ মানুষের জন্য বসানো হল পুলিশ পিকেটিং। বেশ কিছু দিন আগেই হাসপাতালে চারিদিকের পাঁচিল ভেঙে গেলেও এখনও তা মেরামত করা হয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীযদের দাবি, ওই ভাঙা পাঁচিল দিয়েই বহিরাগতরা ঢুকছে হাসপাতাল চত্বরে। হাসপাতাল চত্বর জুড়ে চলছে অবৈধ পার্কিং-এর ব্যবসা। এই বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রোগীদের পরিজনদের দাবি, হাসপাতাল চত্বরে নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি হাসপতালের সার্বিক পরিবেশের উন্নতি করা হোক। হাসপাতালে অবাঞ্ছিতদের ঘোরাঘুরি নিয়ন্ত্রণ করা হোক। পুলিশকর্মীরা অবশ্য আশ্বস্ত করছেন রোগীদের। তাঁরা বলছেন, রাতে পাহারায় থাকছে পুলিশ। কোনও অসুবিধা হলে এগিয়ে আসবেন পুলিশকর্মীরা।

ত্রিপুরাকে সার্বিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১৩ আগস্ট ঃ ত্রিপুরাকে সার্বিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ নেওয়ার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। মঙ্গলবার আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তিরঙ্গা র‍্যা লির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে রাজ্যে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদী ২০২২ সালে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও গত বছর সফলভাবে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। রাজ্যবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধের ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে এবছরও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী পতাকা নেড়ে এই শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন। শোভাযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা ছা।াও আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা তপন কুমার দাস, ক্রী।। দফতরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ প্রমুখ অংশ নেন। তিরঙ্গা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, পুলিশ কর্মী সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক ও

চরম সমস্যার মধ্যে দিন কাটিয়ে ওড়িশা থেকে ট্রেনে ফিরলেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া , ১৩ আগস্ট ঃ কর্মসূত্রে ওড়িশা যাওয়া এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা গত কয়েকদিন ধরেই সেখানে চরম সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ওড়িশার কয়েকটি জেলায় কাজে গিয়ে এরা 'হামলা'র মুখে পড়েছেন। সমস্যায় পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে নিজে উদ্যোগ নিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। কথা বলেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের অবিলম্বে এরাজ্যে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। অনেকেই ফিরে আসছেন বাংলায়। মঙ্গলবারও দুপুরে ওড়িশা থেকে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা অনেকে ফিরেছেন। শ্রমিকরা ওড়িশায় তাঁদের জীবিকাস্থল থেকে রাজ্যে ফিরে আসছেন। সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে এদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। এদিন হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বাসে তাঁদের শিয়ালদহে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয় প্রশাসনের তরফ থেকে। এদিন জনৈক পরিযায়ী শ্রমিক সুন্দরম শেখ বলেন, কেউ ফেরিওয়ালার, কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ করতে আমরা ওড়িশায় গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের রাস্তাঘাটে ধরে মারা হচ্ছে। আমাদের আধার কার্ড দেখা হচ্ছে। আমাদের বলা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশী। এখানে থাকা যাবে না। রাতে ঘরে ঢুকে মারছে। ৬টার মধ্যে ওড়িশা ছাড়তে হবে নাহলে ফেরা হবে না বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ২০০ জনের বেশি শ্রমিক এখানে চলে এসেছে। আরও অনেকেই ওখানে রয়েছে। কামারুল ইসলাম নামের আরেক পরিযায়ী শ্রমিক বলেন, আমি গ্রামে ফিরে যাওয়ার সময় ওড়িশার লোকেরা জিজ্ঞাসা করে কোথাকার বাসিন্দা। বাংলার বলাতে আধার কার্ড দেখাতে বলে। আমি আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড দেখালে তাঁরা বলে এই সবগুলোই নকল। পুলিশ সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য বলেছে। কিছু হলে পুলিশ কোনও নিরাপত্তা দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

৫.৫৬ লাখেরও বেশি যাত্রী 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট ঃ 'মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ' তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সাথে আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে! এখন পর্যন্ত ৫.৫৬ লক্ষেরও বেশি অ্যান্ড্রয়েড এবং ১২৩০০ টিরও বেশি আইওএস ব্যবহারকারী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস দ্বারা তৈরি এই অ্যাপটি শুরু থেকেই ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়। এই অ্যাপটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা কিউ আর কোড ভিত্তিক টিকিট যেকোনও সময়.থেকে বুক করতে সক্ষম করেছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি ০৫.০৩.২০২২ তারিখে অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে এবং ২২.০৩.২০২৪ তারিখে আইওএস প্ল্যাটফর্মে চালু করা হয়েছিল। ০৯.০৮.২০২৪ পর্যন্ত, ৫.৫৬ লক্ষেরও বেশি অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী গুগুল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন এবং ১২৩০০ টিরও বেশি আইওএস ব্যবহারকারী অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। এই পরিসংখ্যানগুলি মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই অ্যাপটির গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে। এটি সম্পর্কে আরও যাত্রীদের সচেতন করার জন্য, উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে এই অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্রগুলি দেখানো হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে এবং বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহার করার পদ্ধতি দেখাতে সহায়তা করছেন। উল্লেখ্য যে প্রায় ৪২ মেট্রো যাত্রী এখন মেট্রোতে লেনদেনের ডিজিটাল মোড ব্যবহার করছেন। হাওড়া ময়দান, হাওড়া, মহাকরণ, দক্ষিণেশ্বর, মহানায়ক উত্তম কুমার, রবীন্দ্র সদন, কালীঘাটের যাত্রীরা এই অর্থপ্রদানের জন্য বেছে নিচ্ছেন।

চুঁচুড়ায় জুতো হাতে তৃণমূলের মহিলা কাউন্সিলর

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ১৪৩ আগস্ট ঃ জুতো হাতে তৃণমূলের মহিলা কাউন্সিলর ' সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সেই ছবি। দুর্গা পুজোর মিটিংয়ে দু'পক্ষের গন্ডোগোল। তাতেই তৃণমূলের কাউন্সিলের এই রূপ ধরা পড়ে। একটি ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায় হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর রীতা দত্ত হাতে জুতোকে তেড়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। ঘটনাটি হুগলির চুঁচুড়ার ৫ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। জানা গিয়েছে, হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার ৫ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থল ওলাইচণ্ডীতলা এলাকায় দুর্গা পুজোর মিটিংয়ে ধুন্ধুমার হয়। চুঁচুড়ার ওলাইচণ্ডী মন্দিরের পাশে রয়েছে অজয় সঙ্ঘ ক্লাব। ক্লাবের পাশেই ওলাইচণ্ডীর মন্দির এবং মাঠ। সেই মাঠে হয় দুর্গা পুজো। ওলাইচণ্ডীর মন্দিরে নিত্যদিন পুজোর পাশাপাশি দোলের পরের শনিবার বার্ষিক পুজো এবং মেলা বসে। ট্রাস্টি বোর্ড মন্দিরটি পরিচালনা করে। দুর্গাপুজোর আয়োজন করে অন্য কমিটি। ক্লাব দুর্গা পুজো করে। আবার ক্লাবের সদস্যরাই ট্রাস্টি ও পুজো কমিটিতে রয়েছেন।ওলাইচণ্ডী মন্দির ট্রাস্টি থেকে ৫০ হাজার টাকা দুর্গাপুজো কমিটিকে দেয় প্রতিমা কেনার জন্য। সেই টাকা কেন দেওয়া হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কাউন্সিলর রীতার স্বামী স্বপন দত্ত। কাউন্সিলরের দাবি, মন্দিরের উন্নতিকল্পে সাধারণ মানুষের দানের টাকা দুর্গাপুজো কমিটিকে কেন দেওয়া হবে, আমার স্বামী ও ছেলে এই প্রশ্ন তুলতেই মারতে উদ্যত হয় কমিটির লোকজন। তাই আমি সেখানে গিয়ে জুতো দেখিয়েছি। একই লোকজন দুর্গা পুজো ও ওলাইচণ্ডী পুজোয় আছে। তারা কোন হিসাব দেয় না। তিনি জানান, পাড়ার লোককেও মন্দিরে মানসিক পুজো দিতে গেলে দশ হাজার টাকা দিতে হয়। ভোগ দেওয়া হয় না, অথচ টাকা নিয়ে বিক্রি হয়। এসবের প্রতিবাদ করায় ক্লাবের সদস্যরা কাউন্সিলরের স্বামীর উপর চড়াও হয়। আবার থানায় যায়। পুজো কমিটির সদস্যদের দাবি, দুর্গাপুজো কমিটির ছেলেরাই মন্দিরের সব কাজে ছুটে যান। মেলায় অনেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন।একই ব্যক্তি মন্দির ও পুজো কমিটির সদস্য তবে কমিটি আলাদা। কাউন্সিলরের স্বামী স্বপন দত্ত পুজো কমিটিতে ঢুকতে চান, আর তাতেই মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

চুঁচুড়ায় সরকারি হাসপাতালে বিষধর কালাচ ঘুরছে, ত্রস্ত রোগীরা

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া, ১৩ আগস্ট ঃ হাসপাতালের বেডে রোগীরা। হঠাৎই হইচই বাইরে। জানা গেল, সরকারি হাসপাতালে বিষধর কালাচ ঘুরছে। ত্রস্ত রোগীরা। উদ্ধার হল দু'টি সাপও। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালের ঘটনা। হাসপাতালের মেল সার্জিক্যাল শৌচালয় থেকে বেরিয়ে আসে বিষধর কালাচ সাপও। এক রোগী দেখতে পান প্রায় সাড়ে ৩ ফুট একটি সাপ ঘোরাঘুরি করছে। তক্ষণা কর্তব্যরত নার্সরা খবর দেন ওয়ার্ড মাস্টারকে। ঘটনার খবর পৌঁছয়.হাসপাতাল সুপারের কাছেও। হাসপাতাল থেকে ডাকা হয.পশুপ্রেমী চন্দন ক্লেমেন্ট সিংকে। তিনি এসেই একটি কালাচ ও একটি জলঢোঁড়া সাপ উদ্ধার করেন। কিছুদিন আগেই চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে এসেছিলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুলেছিলেন, হাসপাতালচত্বর কেন এত নোংরা? বলেছিলেন, পরেরবার এসে যেন দেখেন হাসপাতালের চেহারা পাল্টে গিয়েছে। হাসপাতালে যেন কুকুর, ছাগল না ঘুরে বেড়ায়। অথচ সেই হাসপাতালেই এদিন দু'খানা সাপ উদ্ধার। চন্দন ক্লেমেন্ট সিং বলেন, কালাচ সাপ কামড়ালে বোঝা যায় না। কামড়ের চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু অন্যতম বিষধর সাপ এটি। তিনি সাবধানও করেন কর্তৃপক্ষকে। কখন যে মানুষের গায়ে উঠে যায়, ধরাই যায় না। হাসপাতালে এভাবে সাপ ঘুরে বেড়ানোয় আতঙ্কিত রোগীরা।

চিকিৎসক পড়ুয়াদের জন্য চালু হেল্পলাইনে রোগীভর্তির ফোন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট ঃ চিকিৎসক পড়ুয়াদের জন্য চালু করা হেল্পলাইন নম্বরে রোগী ভর্তির আর্জি জানিয়ে একের পর এক ফোন আসছে। অবাঞ্ছিত ফোন কল সামলাতে কার্যত হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশকে। আর জি কর কাণ্ডের পর চিকিৎসক পড়ুয়াদের সহযোগিতার জন্য হেল্পলাইন চালু করার কথা জানিয়েছিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল। তদন্তে সহযোগিতা করতে, কোনও তথ্য জানাতে বা এই তদন্ত নিয়ে চিকিৎসক পড়ুয়াদের কোনও প্রশ্ন-কৌতূহল থাকলে ১৮০০৩৪৫৫৬৭৮ এই নম্বরে ফোন করতে পারবেন। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, চিকিৎসকদের নয়, বরং বহিরাগতদের ফোন ঢুকছে প্রচুর। রোগী বা তাঁর পরিবার হাসপাতালে ভর্তির আর্জি নিয়ে ফোন করছে। এদিকে, আর জি কর কাণ্ডে তদন্ত নিয়ে নাগরিক-ক্ষোভ প্রশমনে সমাজমাধ্যমকেই বেছে নিল কলকাতা পুলিশ। এদিন কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজ থেকে লম্বা একটি পোস্ট করা হয়। পোস্টে বলা হয়েছে, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে যে চিকিৎসক তরুণীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে, এই কঠিন

সময়ে আমরা সর্বান্ত ঃকরণে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে আছি। এই ঘটনায় মানুষের ক্ষোভ, শোক, রাগ অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই ক্ষোভ-শোক-ক্রোধের নতমস্তক শরিক আমরাও। এই যন্ত্রণা বর্ণনাতীত। উল্লেখ করা হয়, তদন্ত চলছে আন্তরিক সততা এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে। এই নারকীয় ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ-সহ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমরা একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও কেউ ঘটনায় জড়িত ছিল কি না, তদন্ত চলছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে। মৃতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, এবং তদন্তের প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁদের জানাচ্ছি।

ইউনিসেফ ডায়াবেটিক রোগের চিকিৎসায় রাজ্যকে অনুকরন করতে চায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক স্তরে শিশুদের রোগের চিকিৎসায় কাজ করা সংগঠন ইউনিসেফ ডায়াবেটিক রোগের চিকিৎসায় রাজ্যকে অনুকরন করতে চায় বলে জানিয়েছে। সংস্থার এক উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধি দল আজ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করে। বেশ কিছুক্ষন তাদের মধ্যে কথা হয়। পরে মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে জানান শিশুদের অসংক্রামক রোগের চিকিৎসায় তার রাজ্যকে সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রাজ্যের কাজে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

চিকিৎসকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করার আবেদন জানালেন স্বাস্থ্য সচিব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট ঃ সাধারণ রোগীদের কথা মাথায় রেখে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করার আবেদন জানালেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। আজ সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা সচল রাখার ব্যাপারে তিনি আবেদন জানান। একই সঙ্গে আরজি কর কান্ডের কড়া নিন্দা করে স্বাস্থ্যসচিব যাবেন চিকিৎসকদের মর্যাদাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে ড আরজিকর প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্য সচিব বলেন, ওই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ধরনের ঘটনা কোনও হাসপাতালে যাতে আর না ঘটে, সে বিষয়টি সরকার নিশ্চিত করবে। এর পাশাপাশি, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখাটাও সরকারের কর্তব্য। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রতিদিন প্রায় ২ লক্ষ ওপিডি হয়, ১ লক্ষের বেশি টেলি মেডিসিন পরিষেবা দেওয়া হয়। প্রতিদিন ১২ থেকে ১৫ হাজার মানুষ হাসপাতালে ইন্ডোর বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে থাকেন। কিন্তু ডাক্তারদের কর্ম বিরতির জেরে সেই পরিষেবা ভেঙে পড়েছে। সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেকারণে সরকারি হাসপাতালে দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য কর্মবিরতি প্রত্যাহার করার ব্যাপারে আবেদন জানানো হচ্ছে। যদিও, আরজি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বদলি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সেই বিষয়টি তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন।

১ লা সেপ্টেম্বর থেকে সুন্দরবনে বেড়াতে যাওয়ার খরচ বাড়াতে চলেছে বন দফতর

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৩ আগস্ট ঃ ১ লা সেপ্টেম্বর থেকে বাড়তে চলেছে সু ন্দরবন বেড়ানোর খরচ।এবার থেকে সু ন্দরবনে ঘুরতে গেলে পকেট থেকে খসাতে হবে বেশ কিছু অতিরিক্ত টাকা। ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির কাছে অন্যতম পর্যটনের ডেস্টিনেশন হল সু ন্দরবন। ঘন ম্যানগ্রোভ ও রয়েল বেঙ্গল এর টানে প্রতিবছর কয়েক হাজার পর্যটক ঘুরতে আসে এই সু ন্দরবনে। এবার সু ন্দরবনের প্রবেশ মূল্যের খরচ বাড়াতে চলেছে বনদপ্তর। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে,এতদিন সু ন্দরবনে পর্যটকদের প্রবেশ মূল্য ছিল ১২০ টাকা। তা ৬০ টাকা বাড়িয়ে ১৮০ টাকা করা হবে। অন্যদিকে, সু ন্দরবন টাইগার রিজার্ভ এলাকায় ভ্রমণ করতে গেলে আগের থেকে আরও বেশি প্রবেশ মূল্য দিতে হবে পর্যটক এবং বোট মালিকদের। এর জন্য ১ হাজার টাকা দিতে হবে পর্যটক দেরএছাড়া, নৌকা, লঞ্চের রেজিস্ট্রেশনের ফি আগে দেড় হাজার টাকা ছিল। তা বাড়িয়ে আড়াই হাজার টাকা করাহচ্ছে। তাছাড়া, গাইড দের প্রতিদিন বাবদ ভাড়া ৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০ টাকা করা হচ্ছে। যদিও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পড়ুয়াদের জন্য প্রয়োজনে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা থাকবে।আবার বন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে ২৫ শতাংশ টাকা ছাড় দেওয়া হতে পারে পড়ুয়াদের।

বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। উল্লেখযোগ্য, সুন্দরবনে প্রবেশ ফি বাড়ানো হতে পারে বলে বিভিন্ন মহলে জল্পনা চলছিল। এ নিয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসে বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকরা বৈঠক করেন।সেখানে জঙ্গল রক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ের সংরক্ষণ সংক্রান্ত খরচ বৃদ্ধি নিয়েআলোচনা হয়। এরপরে প্রবেশ মূল্য বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। যদিও বোট মালিকদের দাবি, প্রথমে বৈঠকে অনেক বেশি টাকা বাড়ানো হয়েছিল। তবে প্রতিবাদ করার পরে সেই টাকার পরিমাণ কমানো হয়েছে। উল্লেখ্য,আট বছর পর সু ঃদরবনে পর্যটকদের জন্য ফি বৃদ্ধি করা হল। এর আগে ২০১৬ সালে এই ফি বাড়ানো হয়ে ছিল।এই অবস্থায় সু ন্দরবনে ভ্রমণের প্যাকেজের খরচও কিছুটা বাড়বে। কতটা বাড়ানো হবে তা বিভিন্ন পর্যটন সংগঠন এবং হোটেল মালিকরা আলোচনা করে ঠিক করবেন বলে জানা গিয়েছে। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর মাস থেকে চালু হতে চলেছে নয়া প্রবেশ মূল্যের তালিকা। প্রবেশ মূল্য যাই হোক না কেন ঘন ম্যানগ্রোভ এবং রয়েল বেঙ্গল এর দর্শন করতে রাজ্য তো বটেই দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক এখন ভিড় জমিয়েছে সু ন্দরবনে।আর তাই নতুন ফি বৃদ্ধি নিয়ে তাই মাথাব্যাথা নেই।

SWASTIK PLYWOOD LIMITED
Regd. Office: "SHYAM TOWERS", 03-319,DH6/11,STREET NO.319, ACTION AREA-ID,KOLKATA, NEW TOWN-700156
CIN : L20291WB1985PLC038657

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30TH 2024 (Rs. in Lakh

Sl No	Particulars	Quarter ended 30.06.2024 Unaudited	Quarter ended 30.06.2023 Unaudited	Quarter ended 31.03.2024 Audited
1	Total Income from Operations (net)	6.98	7.92	25.63
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax ,Exceptional and /or Extraordinary Item)	4.74	6.65	19.08
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.74	6.65	19.08
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary ItemS)	0.33	6.65	17.66
5	Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	0.33	6.65	17.66
6	Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet as on 31.03.2024)			218.96
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation)	Basic-0.14 Dliuted-0.14	Basic-2.77 Basic-2.77	Basic-7.36 Basic-7.36

Note :
The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter ended 30 June, 2024 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

For **SWASTIK PLYWOOD LIMITED**
sd/-**Magan Lal Patel**
WTD & CFO
DIN : 00529999

Place : Kolkata
Date : 13.08.2024

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড
১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ফোনঃ২২৩০৯০৯৫,
ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫ ই-মেইলঃ allianceudyog@gmail.com
সিআইএনঃ এল৭০১০০ডব্লুবি১৮৯৫পিএলসি০০১০২১

সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি
৩০শে জুন, ২০২৪ হাজার টাকায়

	বিশেষ	৩ মাস শেষ ৩০.০৬.২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষ ৩০.০৬.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষ ৩১.০৩.২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষ ৩১.০৩.২৪ (নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	৫৫১৩.৪০	৪৩৮৫.৪০	৫৫২৫.৮২	১৮৬৮২.০২
২	নিট লাভ(ক্ষতি)সময়ের জন্য(করের আগে,ব্যতিক্রমীও অসাধারণআইটেম)	৫৮৯৬.০০	৩৭২১.০০	১১৯৫২.৭৬	৩২৭০৬.৭৬
৩	নিট মুনাফা(ক্ষতি)করের আগে সময়ের জন্য(অসাধারণ ও অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৫৮৯৬.০০	৩৭২১.০০	১১৯৫২.৭৬	৩২৭০৬.৭৬
৪	নিট মুনাফা(লোকসান)করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ আইটেম ও অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৫৮৯৬.০০	৩৭২১.০০	৬৩০৫.৯৩	২৭০৪৯.৬৭
৫	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় করের পরে)ও অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	২২৭৭২.৪৭	২৪৬২৮.৬৭	(৩৩০৭.২১)	৯২০৮২.৯২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬০০০	৬০০০	৬০০০	৬০০০
৭	পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদ দিয়ে রিজার্ভ	৬২৭৯৬৩.০৮	৫২৭১৫০.৬৬	৬২৭৯৬৩.০৮	৩২৭৯৬৩.০৮
৮	Z1-প্রতিটির শেয়ার প্রতি আয় (চলমানও বন্ধ অপারেশনের জন্য) (ক) মৌলিক	৯,৮৩	৬.২০	১০.৫১	৪৫.০৮
	(খ) পাতলা	৯,৮৩	৬.২০	১০.৫১	৪৫.০৮

নোট ঃ
(ক) উপরেরটি সেবি(তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সহ ত্রৈমাসিক স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল ক্ষেত্রের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস পাওয়া যায় কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.csindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.allianceudyog.co.in)।

বোর্ডের আদেশে
সাক্ষর -অরুণ কুমার লোহিয়া
পরিচালক
ডিন ঃ০০৬১৩১১৪

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩.০৮.২০২৩

লি অ্যান্ড নি সফট্ওয়্যারস্ (এক্সপোর্টস্) লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৭০১০২ডব্লুবি১৯৮৮পিএলসি০৪৫৫৮৭
রেজি. অফিসঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ইমেল আইডিঃ info@lnsel.com, ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com, ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪ ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং একত্রিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি ৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া কোয়ার্টারের জন্য
(সমস্ত মূল্য লাখে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র				একত্রিত			
	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি
	৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	৩০.০৬.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	৩০.০৬.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)								
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	২৩৮.৪৬	২৪৫.৬৯	২০৬.১৬	৯১০.৮৮	২৫৯.৭৯	২৬৬.৯৯	২২৮.৫২	১০২৯.১৮
(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	১০.২৭	১৪.০৯	৬.৬৬	৪৮.৮৬	৮.২৬	(১.৮১)	৫.৮৬	৬৫.১১
নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১০.২৭	১৪.০৯	৬.৬৬	৪৮.৮৬	৮.২৬	(১.৮১)	৫.৮৬	৬৫.১১
নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৬.৯৩	(১.৩০)	৬.৬৬	৩৩.৫৫	৪.৯২	(১৭.২৩)	৫.৮৬	৪৯.৮০
সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত মুনাফা / (ক্ষতি) সময়ের	১৬.০১	(২.৩৬)	১৪.৯৫	৪৬.২২	১৯.৪১	(১৯.২৪)	২৩.১২	৮৯.৩৭
জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন								
রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে	-	-	-	(১০৪.৭৯)	-	-	-	৭৮.৭৭
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য)								
মৌলিক (টাকা)	০.০১	০.০০	০.০১	০.০৬	০.০১	(০.০৩)	০.০১	০.০৯
মিশ্রিত (টাকা)	০.০১	০.০০	০.০১	০.০৬	০.০১	(০.০৩)	০.০১	০.০৯

মন্তব্যঃ
১. উপরেরটি ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস স্টকের সাথে ফাইল করা আর্থিক ফলাফল সেবি(লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে এক্সচেঞ্জগুলি,৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.lnselnet.
২. বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট সময়ের পরিসংখ্যানগুলিকে পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
সাক্ষর -মহেশ গুপ্ত
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক)
ডিন নং ০১৬০৬৬৪৭

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪,০৮, ২০২৪

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৫৫ সংখ্যা, বুধবার, ২৯ শ্রাবণ, ১৪৩১

স্বামী বিবেকানন্দের নারায়ণ

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে 'নারায়ণ' নামে ডাকতেন। হিন্দু স্কুলের পড়াশুনা শেষ ক'রে তিনি ২২ বছর বয়সেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স বিভাগের সেই কর্মজীবনের সূত্রেই একসময় তিনি পৌঁছে যান তাঁর ধর্মজীবনের চরমতম লক্ষ্যে। বাল্যকাল থেকেই ধর্মকর্মে মতি ছিল তাঁর। সাধুসঙ্গের তীব্র বাসনা তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াত এখানে-সেখানে। তীর্থযাত্রায় যাবেন বলে একবার অফিসে একমাসের ছুটির আবেদন করেন। সেটি মঞ্জুর হওয়ার আগেই অফিসে একজন সহকর্মীর সাথে বাড়ি পালিয়ে হৃষিকেশ ধামেও পৌঁছান। পরিণামে তাঁর চাকরি চলে যাওয়ার উপক্রম হয়। অবশেষে মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যানের বদান্যতায় সে যাত্রা চাকুরিটি রক্ষা পায়। জনৈক সহকর্মী তাঁকে তাঁর সাধুসংসর্গের আকুলতা দেখে সদুপদেশ দেন, যদি সাধু দেখতে চাও তো রাসমণির কালীবাটীতে পরমহংসকে দেখে এসো। কথাটা তাঁর মনে ধরল। একদিন পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল দেখে তাই আহিরীটোলা থেকে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর ঘাটে এসে নামলেন। সেটা সম্ভবত ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের এক অপরাহ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাসঘরেই তাঁর দর্শন পেলেন। তবে সেদিন দু'জনের যে ক'টি কথা হলো, তাদের মধ্যে প্রেমভক্তি বা ত্যাগবৈরাগ্যের প্রসঙ্গ ছিল না। পরমাত্মীয়ের মতো কেবল তাঁর সাংসারিক খবরই নিলেন আর মিছরি-প্রসাদই খাওয়ালেন ঠাকুর। তিনি শ্রী চুনীলাল বসু। বলরাম বসুর যে বাড়িটির পরিচিতি হয় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের আঁতুড়ঘর হিসাবে, তারই একেবারে পশ্চিমের বাড়িটিই ছিল চুনীলালের ভদ্রাসন। ঠাকুর স্বয়ং তাঁর এই বাড়িটিকে আপন পদধূলিধন্য করেছেন। বলরামবাবুকে ঠাকুরই নির্দেশ দেন, ইনি তোমার পাশেই থাকেন; তুমি যখন আসবে, একে নিয়ে এসো। এভাবে ঠাকুরকে কেন্দ্র ক'রে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। ঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শনের আগেই আপন কুলগুরুর কাছে চুনীলালের দীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। আমিষ ত্যাগ ক'রে সাত্ত্বিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। কঠিন যোগাভ্যাসের কারণে হাঁপানি রোগেও আক্রান্ত হন। ঠাকুর তাঁকে ঐ দুরবস্থায় দেখে বলেন, তোমাদের ওসব কেন? তোমরা গৃহী মানুষ, ওসব যোগটোগ তোমাদের জন্য নয়। ঈশ্বরে ভক্তিবিশ্বাস থাকলেই হলো...। শেষে ঠাকুরেরই পরামর্শে গোপাল ব্রহ্মচারীর কাছে তিনমাত্রা ওষুধ সেবনে রোগমুক্তির পর ঠাকুরের অবতারত্ব বিষয়ে চুনীলালের পূর্ণ আস্থা জন্মায়। দরিদ্র চুনীলালের ইচ্ছা থাকলেও গুরুসেবায় অর্থব্যয় করতে পারেন না দেখে, কৃপাময় ঠাকুর তাঁর কাছ থেকে একটি কাঁচের গ্লাস চেয়ে নেন। ভক্তের মর্যাদা বাড়াতে বলেন যে, ধাতুপাত্রে তাঁর জলপান সম্ভব হয় না! আবার ভাবগ্রাহী জনার্দন ঠাকুর 'প্রণবমন্ত্র উচ্চারণে অনধিকারী' চুনীলালকে মনোকষ্ট থেকে বাঁচিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, ভগবানের যে কোনও একটি নাম উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট। প্রণবের আবশ্যকতা নাই। গৃহী ভক্ত চুনীলাল সম্পর্কে ঠাকুরের অতি উচ্চ ধারণা ছিল।

কেদারখণ্ডের অধিপতি

কেদারখণ্ডের অধিপতি কেদারনাথ। কেদারনাথ মন্দিরের উৎপত্তি দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাওয়া যায়। দাবি করা হয় যে মালওয়ার ভোজই প্রথম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। অন্যরা বিশ্বাস করেন যে মহাভারতের পরে পাণ্ডবরা যখন হিমালয়ে মহাভারতের সময় সংঘটিত সমস্ত যুদ্ধের পাপের জন্য ভগবান শিবের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন তখন এটি তৈরি করেছিলেন। ভগবান শিব যুদ্ধের পাপ ক্ষমা করতে পারেননি এবং পাণ্ডবদের সাথে দেখা এড়াতে তিনি কেদারনাথ মন্দিরের স্থানে অভয়ারণ্য তৈরী করেন। পাণ্ডবরা যখন তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন, তখন ভগবান শিব তার নন্দী অবতারে (ষাঁড়) ছিলেন এবং রেখে তার কুঁজ রেখে মাটিতে পড়েছিলেন। কুঁজ এখন সদাশিব রূপে পূজিত হয়। জানা যায় আদি শঙ্করাচার্য ৩২ বছর বয়সে মন্দিরের কাছে মোক্ষ (মহাসমাধি) চেয়েছিলেন। কেদারনাথের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় স্কন্দ পুরাণে (৭ম-৮ম শতাব্দী) গঙ্গা নদীর উৎপত্তির বর্ণনায়। পুরাণ ইঙ্গিত দেয় যে কেদারনাথ সেই স্থান যেখানে শিব তার ম্যাট করা চুল থেকে গঙ্গার পবিত্র স্রোতকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কেদারনাথ মন্দির হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। এটি ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের গাড়োয়াল হিমালয় পর্বতশ্রেণীতে অবস্থিত কেদারনাথ শহরে মন্দাকিনী নদীর তীরে স্থাপিত একটি শিব মন্দির। এখানকার তীব্র শীতের জন্য মন্দিরটি কেবল এপ্রিল মাসের শেষ থেকে কার্তিক পূর্ণিমা অবধি খোলা থাকে। শীতকালে কেদারনাথ মন্দিরের মূর্তিগুলিকে ছয় মাসের জন্য উখিমঠে নিয়ে গিয়ে পূজা করা হয়। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল কেদারখণ্ড; তাই এখানে শিবকে কেদারনাথ (অর্থাৎ, কেদারখণ্ডের অধিপতি) নামে পূজা করা হয়। মন্দিরটি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-নবম শতাব্দীর তামিল নায়নার সন্তদের দ্বারা পাডল পেত্রা স্তলম বা মহাদেবের ২৭৫টি অতি পবিত্র শিবক্ষেত্র হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। পুরাণে বর্ণিত আছে, মহাভারত যুদ্ধের পর পাণ্ডবরা যখন শিবের আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষায় তখন ষাঁড়ের বেশে শিব ভীমকে দর্শন দেন। না বুঝে ভীম ষাঁড় বেশধারী শিবকে ধরার জন্য তার গদার সাহায্যে সেই ষাঁড়কে আঘাত করেন। আঘাত হওয়ার পর সেই ষাঁড়ের দেহ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে মাটির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কারও কারও মতে এই ষাঁড়ের পশ্চাৎ অংশ রূপেই কেদারনাথ মন্দিরে ভগবান শিব স্থাপিত আছেন। মনে করা হয় ভগবানের এই রূপদর্শনের ফলেই পাণ্ডবদের পাপ মুক্তি ঘটে। ভগবান শিব সেই সময় পাণ্ডবদের বলেছিলেন তিনি ত্রিকোণ আকৃতি রূপেই ভক্তদের কাছে বিরাজমান থাকবেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

পিতা মাতাই হচ্ছে প্রকৃত ঈশ্বর। তারাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের জন্য তুমি পৃথিবীর আলো দেখতে পাচ্ছো। সারা জীবন ধরে সাধনা করতে হবে। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হবে। তবেই ঈশ্বরিক শক্তির অধিকারী হতে পারবে। তবেই তুমি বলবান হতে পারবে। জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। বিদ্যাকে গ্রহণ করে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ভক্তিভাব থাকলে তবেই ভগবান তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। তোমার সঙ্গে সব সময়ে থাকবেন। তিনি রক্ষা করবেন। মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। দেব দেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে হবে।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

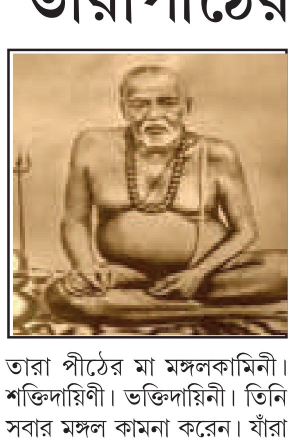

তারা পীঠের মা মঙ্গলকামিনী। শক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়িনী। তিনি সবার মঙ্গল কামনা করেন। যাঁরা তার কাছে তাদেরও মঙ্গল কামনা করে থাকেন মা। তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন। তাঁর সাক্ষাৎ সর্বত্র পাওয়া যায়। কাউকে তিনি সরিয়ে দেন না। সবার মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে। সবার মনে ঈশ্বরের স্থান রয়েছে। যিনি সৎ কাজ করেন তিনি সৎ কর্মফল লাভ করেন। অসৎ পথ পরিত্যাগ করো। তাহলে মনটা পবিত্র হতে থাকে। সত্য কথা বলেন মনের শক্তি বৃদ্ধি লাভ করবে। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, যেখানে অসত্য পরাস্ত হবে। জগৎ সৎ পথে পরিচালিত হবে। তন্ত্র সাধনা হচ্ছে মনেরএবং শারীরিক শক্তিকে জাগরিত করা। মানসিক শক্তি জাগরিত করতে পারলে অসৎকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে, সৎ কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। তারাপীঠের মা সকলের মঙ্গল চান।

ভারতের প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ 'আরজি কর মেডিকেল কলেজ', লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষদের চিকিৎসার পরিসেবা দান করা

বিশেষ প্রতিবেদক

ঘটনাটি ১৮৭৯ সালের। তখনও পুলিশ কিন্তু শব্দ বাজি পোড়ানোর দায়ে ছেলেদের গ্রেফতার করতো। বাজি পোড়াানো কালে কারোর বিরক্তির কারণ হয়ে দেখা দিলে পুলিশ এসে যারা বাজি পোড়াচ্ছে তাদেরকে প্রথমে ভালোভাবে আগে বারণ করে যেত। তারপরে বারণ না শুনলে পুলিশ এসে গ্রেফতার করতে শুরু করতো। সেই রকম একটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলেন বিধ্যাত চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর। কালী পুজোর দিন। পাঁচিলে তুবড়ি রেখে বাজি পোড়ানো শুরু হয়েছিল। বিখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাদাস করের বাড়ির ছেলেরা আর কিছু প্রতিবেশীরা মিলে তুবড়ি পোড়াতে শুরু করে। পুলিশের এল বাজি পোড়ানো নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হল। তার ফলে পুলিশ একটি জ্বলন্ত তুবড়ি ফেলে দিয়েছিল লাঠি দিয়ে। আর তাতেই গোলমাল শুরু হয়ে গেল। রাধাগোবিন্দ তখন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তিনি তখন বাড়ি ফিরছিলেন। এদিকে পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। গ্রেফতার করা হল রাধাগোবিন্দ করকে। তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আসল দোষীরা পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে। পুলিশ তখন এত ক্ষিপ্ত ছিল যে রাধা গোবিন্দের কোনও কথায় কান দিতে রাজি ছিল না। তাঁকে আদালতে তোলা হলে ম্যাজিস্ট্রেট ১৫ দিনের বিনাশ্রমে কারাদণ্ড দিলেন। তার ফলে রাধাগোবিন্দকে জেল খাটতে হয়েছিল। রাধাগোবিন্দ কর প্রখাত চিকিৎসক দুর্গাদাস করের প্রথম পুত্র। তাঁর জীবনটা শুরু হল পুলিশের হাতে সাজা পেয়ে। তাঁর জন্ম ২৩ আগস্ট ১৮৫২ কিংবা ৫৩ সালে সাঁতরাগাছিতে। প্রপিতামহ রামমোহন নীলকুঠির মালিক। পিতামহ ভৈরবচন্দ্র কর ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। আর তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাদাস কর। পিতার লেখা বিখ্যাত বই-এর নাম 'ভৈষজ রত্নাবলী'। এই বই পড়ে বহু আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করতো। এমন ধনী এবং প্রথিতযশা পরিবারের প্রথম পুত্র রাধাগোবিন্দ কর হেয়ার স্কুলের পাঠ শেষ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু ডাক্তারি পড়াতে তাঁর মন ছিল না। মেজভাই নাটক করে বেড়াতেন। সেই নাটক দলে তিনি যোগ দিলেন। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের রচিত 'লীলাবতী' নাটকে সারদাসুন্দরীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করলেন। এর ফলে তাঁর ডাক্তারি পড়াতে বিঘ্ন হতে শুরু করলো। এক বছরেই অনিয়মিত ক্লাস করার পর তিনি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে আবার চিকিৎসা জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। দুটি ঘটনা রাধা গোবিন্দের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল। প্রথমত তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু। তারপরে বিনা কারণে কারাদণ্ড ভোগ। কারাগার থেকে বের হয়ে এসে তিনি জনসেবার আত্মনিয়োগ করবেন বলে সিদ্ধান্তগ্রহণ করলেন। ১৮৮০-৮১ সলে তিনি আবার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। তিন বছরের ডাক্তারি পড়া শেষ করে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন আরও চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষা অর্জন করতে। তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন ডাক্তার আশুতোষ মিত্র। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় ডিগ্রি নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন। বিলেত থেকে তিনি শ্যামবাজারের বাড়িতে বসে চিকিৎসা করতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন সার্জন এবং ফিজিশিয়ান। বাড়িতেই অপারেশন করতেন। চিকিৎসা জগতে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিল। কেউ বিষ পান করলে তাঁর ডাক পড়তো। ১৮৯৭ সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারি দেখা দিল। আতঙ্কে মানুষ তখন কলকাতা ছেড়ে পালাতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ব্রিটিশ সরকারের মাথায় হাত। ডাক্তার করের পরামর্শে ছোটলাট স্যার জন উডবার্ন নির্দেশ জারি করলেন ঘরের পাশে ছোট নিভৃতবাস করে সেখানে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রাধগোবিন্দ। হাসপাতালে রোগীদের স্থান দিতে পারছে ন। যার ফলে নিভৃত বাস তৈরি করে রাধাগোবিন্দ চিকিৎসা করতে শুরু করলেন। নিজের পসার বন্ধ করে দিয়ে প্লেগের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করে দিলেন চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর। এদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। তার কোম্পানির কোনও ওষুধ বাজারে কেউ কিনতে রাজি হচ্ছে না। তার ফলে বেঙ্গল কেমিকালের দেশিয় ওষুধ বিক্রি হচ্ছে না। সবাই দেশি ওষুধের চেয়ে বিদেশি ওষুধের ওপরে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। তার ফলে বাজারে আর বেঙ্গল কেমিক্যালের স্বদেশি ওষুধ পড়ে থাকছে। এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানি সেই সময়ে উঠে যাওয়ার উপক্রম। সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বেঙ্গল কেমিক্যালকে রক্ষা করা হল। যারা সেই সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যালকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাধাগোবিন্দ কর, ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারী, ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু সহ আরও অনেকে। তাঁদের প্রেসক্রিপশনে বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষুধ বিক্রি বৃদ্ধি হতে শুরু করে। একটি স্বদেশি কোম্পানিকে এইভাবে টিকিয়ে রাখা ব্যবস্থা করেছিলেন ইঁনারা।

১৮৬৬ সালে একটি যুগান্তকারী সভা হয়েছিল বৈঠকখানা বাজারের একটি ঘরে। রাধাগোবিন্দ সেই সভা ডেকেছিলেন। সভায় সভাপতি ছিলেন ডাক্তার এম এম বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়ে নয় জন খ্যাতনামা চিকিৎসক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে জাতীয় স্বার্থে বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। ১৮৮৬ সালে শুরু হল আয়ুর্বেদ স্কুল এবং ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল। প্রথম বৈঠক হয়েছিল বৈঠকখানায়। তারপরে দ্বিতীয় বৈঠক হয়েছিল বহুবাজারে। একটি স্কুল পরিচালনা সমিতি তৈরি করা হল। পরের বছর অ্যালোপাথি চিকিৎসা বিভাগ আলাদা করে খোলা হয়। পরিচালন সমিতির সম্পাদক হয়েছিলেন রাধাগোবিন্দ কর। বাংলা ভাষায় ডাক্তারি পড়ানো হতো। ১৮৮৯-৯০ সাল থেকে ক্লিনিক্যাল ক্লাস নেওয়া হতো মেয়ো হাসপাতালে এবং চাঁদনি হাসপাতালে। আউটডোরে প্রচুর রোগী আসতে শুরু করলো। রোগীদের ভরসা দিতে শুরু করলেন চিকিৎসকেরা। শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল ১৮৮৯-৯০ সালে। বিখ্যাত চিকিৎসকেরা বিনা বেতনে ছাত্রদের পড়াতে শুরু করে দিলেন। সেই বছর ছাত্র সংখ্যা এসে দাঁড়াল প্রায় ২৫০ জন। অনেক গরীব ছাত্ররা বিনা বেতনে চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ার সুযোগ পেতে থাকে। রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আপার সার্কুলার রোডে একটি ১৪ বেডের একটি ছোট হাসপাতাল চালু করা হল। সেই হাসপাতাল পরে ১৯৮৯ সলে ১২ বিঘা জমি ক্রয় করে বেলগাছিয়াতে উঠে যায়। প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টরের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষ্যে সংগ্রহ করা তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুর করা হল এবং আরও কয়েকজন চিকিৎসক তহবিল গড়তে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্যার যতীন্দ্রমোহন সেন এবং ডাক্তার লালমাধব মুখোপাধ্যায়। বাংলার ছোটলাট স্যার উডবার্ন এই হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হাসপাতালের নামকরণ করা হল - আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল। ১৯০৪ সালে এই হাসপাতালের সঙ্গে 'কলেজ অফ ফিজিশিয়ান আণ্ড সার্জেন্স অব বেঙ্গল' যুক্ত হয়ে যায়। এই বেসরকারি হাসপাতাল 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৯ সালে দোতলা বাড়ি তৈরি করে হাসপাতালের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১০০ জন রোগী ভর্তি হতে পারতো তখন। ১৯১১ সালে মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন বিল চালু হওয়ার ফলে বেলগাছিয়া কলেজকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসার প্রস্তাব দেওয়া হল তাতে সরকারি আর্থিক সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে। সরকার সেই সময়ে বহু শর্ত দিয়েছিল। সেই সব শর্তকে পূরণ করতে অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু করে। বহু চিকিৎসক এ বাপারে এগিয়ে আসতে শুরু করেন। ১৯১৬ সালে ৫ জুলাই লর্ড কারমাইকেল বেলগাছিয়া হাসপাতলের উদ্বোধন করে ছিলেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল বেলগাছিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৪৮ সালে ২ মার্চ মেডিক্যাল এডুকেশন সোসাইটি অব বেঙ্গল কলেজের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করেন 'আরজি কর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল'। ১৮৮৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেডিকেল কলেজে সেক্রেটারির পদ সামলেছেন রাধাগোবিন্দ কর। এই প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে তাঁকে অনেকেই উৎসাহ দেননি। এমনকী বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্যন্ত বলেছিলেন একটি বেসরকারি হাসপাতাল পরিচালনা করা খুবই কঠিন কাজ। সরকারি সাহায্য অতি অবশ্যই প্রয়োজন। একটি প্রাথমিক স্কুল গড়া এবং একটি হাসপাতাল তৈরি করা মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। স্কুল গড়তে যা খরচ হয় তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি চাকা খরচ হয় একটি হাসপাতাল তৈরি করতে। সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা খুবই দরকার। বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করেছিলেন সরকারি সাহায্য ছাড়া বেসরকারি হাসপাতাল তৈরি করে চালনো একেবারে অসম্ভব। তার ওপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক সময়ে কলিকাতার 'মেডিকেল কলেজে'র পরীক্ষক ছিলেন। মেডিকেল কলেজের ওপরে বিদ্যাসাগরের বেশ খানিকটা দুর্বলতা ছিল। বিদ্যাসাগর মনে করতেন যে বেসরকারি হাসপাতাল তৈরি করে অর্থের অভাবে তা দুর্বল হয়ে পড়বে। স্যার ভূপেন্দ্রনাথ বসু সেই সময়ে সরকারের কাছ থেকে এই হাসপাতালের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন। লর্ড কারমাইকেল, স্যার পার্ড লিউকিস এবং স্যার শঙ্কর নায়ার প্রতিষ্ঠানের সরকারি স্বীকৃতি ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। রাধাগোবিন্দ মাতৃভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াতে শুরু করেন তাঁর লিখিত বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - 'ভিষগবন্ধু', 'সংক্ষিপ্ত শরীর তত্ত্ব', 'রোগী পরিচর্চা', 'ভিষগ সুহৃদ', 'প্লেগ সম্পর্কিত বই'। পিতার লিখিত 'ভেষজ রত্নাবলী' ২৭ খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রসরাজ অমৃতলাল বসু সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী পরলোকগমন করলে স্ত্রীর ৭৫,০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেছিলেন কারমাইকেল হাসপাতালকে। ওই টাকায় বাবা দুর্গাদাসের নামে একটি আউটডোর চালু করেন। ১৯১৮ সালে ১৯ ডিসেম্বর তিনি স্প্যানিশ ফ্লুতে পরলোক গমন করেন। আরজি কর হাসপাতালের আগেকার পুরানো বিল্ডিং আর নেই। তবে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি রয়েছে হাসপাতালকে সামনের দিকে এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগায়।

কলকাতা জুড়ে বহু উন্নতমানের হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল সাধারণ মানুষকে উন্নতমানের চিকিৎসা পাইয়ে দেওয়ার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। আজকে সেই সব মহৎ উদ্দেশ্য দ্রুত কোথায় যেন হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। তার কারণ খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল। মন হয় জাতীয়তা বোধটা বাঙালিরা ক্রমশ হারিয়ে ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। যে জাতীয়তাবোধকে আঁকড়ে ধরে রেখে একদিন বাঙালিরা জাগতে শুরু করে দিয়েছিল আজকে সেই জাতীয়তাবোধের কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া একেবারে মুশকিল। ন্যায় এখন পরাস্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। অন্যায় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সর্বত্র। সারা বিশ্বের বর্তমান অবস্থা একই। শান্তিপ্রিয় ভারতের মানুষেরা এর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। ভারতের নাগরিকেরা এখন দিশেহারা হয়ে পড়তে শুরু করেছে। এক ধরনের নীতিহীন দিশাহারা রাজনীতি সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রাস করে নেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সৃষ্টিশীলতা ক্রমশ কমতে থাকছে। বাংলায় যে সৃষ্টিশীল মানসিকতার বিস্তার হতে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তার মূলে ছিল জাতীয়তাবোধ। সেই জাতীয়াতাবোধের অভাব সকলেই অনুভব করতে পারছেন। তাই আজকে বাংলার দিকে দিকে প্রবল অন্যায়ের প্লাবন। তার কবলে পড়ে গিয়েছে বাঙালিরা। এর হাত থেকে করে রেহাই পাবে? অন্ধকার জগত থেকে আলোর জগতে আসার আয়োজন শুরু করলে না পারলে বাংলার বদনাম। সেই কাজ দ্রত করা চাই।

গ্রামবাংলার বাউল শিল্পী গোষ্ঠগোপাল

মধুসূদন দে

গোষ্ঠ গোপাল দাস ১৯৪৮ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বগুলায় জন্ম নেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত বাঙালী লোকসঙ্গীত শিল্পী ও বাউল সম্রাট।। শহর দেয়নি ঠাঁই, গ্রাম বাংলা কিন্তু আজও বুকে আঁকড়ে রেখেছে গোষ্ঠ গোপাল দাসকে।

শহর ছাড়িয়ে গ্রামবাংলায় পা রাখলেই শুরু হয়ে যায় তাঁর সাম্রাজ্য। গ্রামবাংলায় তাঁর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সেখানে তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম। বিশ্বাস না হলে, কোনও এক গভীর রাতে গ্রামবাংলার যেকোনও স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, খেয়াঘাট বা গঞ্জের বাজারে চলে যান। কোনও না কোনও রাত জাগা দোকান থেকে নিশ্চিত ভাবে আপনার কানে ভেসে আসবে,চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কী, ঘুমায়ো না আর বেহুলা জাইগা থাকো রে, ও নাগর কইয়া যাও, কোন বা দেশে যাও, আমার পরান কান্দে কিংবা সেই মানুষটির গাওয়া কোনও না কোনও গান।

ক্রমশ আপনাকে সম্মোহিত করতে থাকবে, সোঁদা মাটির গন্ধ মাখা গানগুলি। আপনি অনুভব করবেন, গ্রামবাংলার মেঠো পরিবেশের সঙ্গে মানুষটির গেয়ে যাওয়া গানগুলির একাত্মতা। ঠিক এই কারণেই, প্রায় পাঁচ দশক ধরে তাঁর প্রাণ কাঁদানো গানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও মফঃস্বলগুলিকে সম্মোহিত করে রেখেছেন কিংবদন্তি লোকশিল্পী গোষ্ঠ গোপাল দাস। যাঁর গানের ছত্রে ছত্রে কেবলই জীবনযন্ত্রণা ও বিষাদ। তাই বুঝি তিনি স্পর্শ করতে পেরেছেন গ্রামবাংলার হৃদয়।

আবার অনেকের মতে,অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার কোনও এক অখ্যাত গ্রামে, ১৯৪৮ সালের ৮ জানুয়ারি জন্ম নিয়েছিলেন গোষ্ঠগোপাল। বাবা দীনবন্ধু দাস ও মা হরিদাসীও ছিলেন বাউল সম্প্রদায়ের। দিনাজপুর থেকে দীনবন্ধু চলে এসেছিলেন হুগলির লক্ষ্মণপুর গ্রামে। সেখানেই কেটেছিল গোষ্ঠগোপালের শৈশব। দীনবন্ধু তাঁর ছেলেকে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে শিখিয়েছিলেন বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, জারি ও মারফতি গান। মেঠো পথে বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময়, গলা ছেড়ে গান গাইতেন কিশোর গোষ্ঠগোপাল। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ পেরিয়ে যেত মাঠের পর মাঠ। ধান বোনা বন্ধ করে, তন্ময় হয়ে তাঁর গান শুনতেন কৃষকের দল।

মানুষের রক্তমাংসের শরীরের যে চেতনা সদা জাগ্রত থাকে, সেটি হল আত্মা। বাউলেরা সারা জীবন ধরে সেই আত্মার খোঁজে পাগলপারা হয়ে ঘুরে ফেরেন পথে পথে। গোষ্ঠগোপালও ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই যুবক হওয়ার পর রহস্যের মোড়কে মোড়া বাউল গানেই সঁপে দিয়েছিলেন নিজেকে। ইতিমধ্যে জীবনে এসে গিয়েছিলেন গীতাদেবী। কিন্তু সংসারে তখন প্রবল দারিদ্র। বাধ্য হয়ে গোষ্ঠ গোপাল গান গাইতেন পথে ঘাটে, ট্রেনে, স্টেশনে ও বাস স্ট্যান্ডে। কখনও একা। কখনও মাজন বা জড়িবুটি বিক্রেতাদের সঙ্গ নিয়ে।

মধুর সন্ধানে সুগন্ধী ফুলের দিকে যেমন ছুটে আসে মৌমাছির দল। ঠিক তেমন ভাবেই তাঁর সুরেলা কণ্ঠ চুম্বকের মত টেনে আনত পথচারী মানুষদের। গোষ্ঠগোপাল গেয়ে যেতেন গান। দেদার বিক্রি হত মাজন কিংবা জড়িবুটি দিয়ে বানানো ওষুধ। সামান্য কিছু টাকা নিয়ে, রাতের অন্ধকারে মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরতেন ক্লান্ত অবসন্ন গোষ্ঠগোপাল। সেই সামান্য টাকা দিয়ে কোনও মতে সংসার চালাতেন গীতা দেবী।

নিদারুণ দারিদ্র সত্ত্বেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল গ্রামবাংলার হাটে মাঠে বাটে। তাঁর জড়তাহীন উচ্চারণ, অনায়াসে তার-সপ্তকে খেলা করা কণ্ঠ ক্রমশ সম্মোহিত করতে শুরু করেছিল মানুষকে। হাজার মানুষের ভিড়ে শিষ্যকে খুঁজে নিয়েছিলেন 'বাউল গুরু' সুবল দাস। বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটি দেশে যিনি বাউল গান পরিবেশন করেছিলেন। যাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন গৌরক্ষ্যাপা, পবন দাস বাউল, নিমাইচাঁদ বাউল ও পরবর্তীকালে কার্তিক দাস বাউল। সেই সুবল দাস বাউল নদীয়ার আড়ংঘাটায় একটি অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছিলেন গোষ্ঠগোপালকে। প্রথম আবির্ভাবেই শ্রোতাদের মন জয় করে নিয়েছিলেন গোষ্ঠগোপাল। বাংলা চিনেছিল বাউল সঙ্গীতের আকাশে সদ্য জেগে ওঠা এক ধ্রুবতারাকে।

গোষ্ঠগোপালের গান নেশা ধরিয়েছিল নেপাল দাস বাউলের মনে। তিনি গোষ্ঠগোপালকে নিয়ে এসেছিলেন নদীয়ার বগুলায়। পশ্চিমপাড়ার ধানহাটায় স্থায়ীভাবে ঘর বেঁধেছিলেন স্বভাবে বোহেমিয়ান গোষ্ঠগোপাল। তাঁর ধানহাটার কুটির হয়ে উঠেছিল ক্ষ্যাপা বাউলদের আখড়া। এরপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি গোষ্ঠগোপালকে। হাতে খমক, কপালে রসকলি, খোঁপা করে বাঁধা চুল, সুঠাম সুদর্শন গেরুয়াধারী গোষ্ঠগোপালের গানের নেশায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল গ্রামবাংলা। সেই সময় গ্রামবাংলার এমন কোনও জায়গা ছিল না, যেখানে পা পড়েনি গোষ্ঠগোপালের।

শহরে তেমন বিক্রি হত না। কিন্তু গ্রাম গঞ্জ, মফঃস্বল ও শহরতলির ক্যাসেটের দোকানগুলি থেকে ক্রিস্টমাসের কেকের মত বিক্রি হতে শুরু করেছিল ক্যাসেটগুলি। খুচরো বিক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেয়ে উঠেছিল কোম্পানিগুলি। প্রায় উল্কাগতিতেই গ্রামবাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন গোষ্ঠগোপাল। তাঁর গাওয়া ক্ষ্যাট্যাংরা তবু কাটন যায়। গানটি শোনেননি, এমন মানুষ সেই সময় গ্রাম বাংলায় ছিলেন না।

গ্রামবাংলার মানুষের মনে দোলা লাগাতে শুরু করেছিল গোষ্ঠ গোপালের গাওয়া,গুরু না ভজি মুই, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, ঘুমায়ো না আর বেহুলা, হায় রে এমন জ্বালা, ইঁদুর মারার কল রয়েছে, পাখি যখন দেবে উড়াল,দম ফুরালে যাবো মিশে, ওরে হাড় মোর জ্বলিয়া গেল, আর যাব না রথের মেলাতে, আমার বউ আমার কথা শোনে না, জয় শিব শঙ্কর পরম ঈশ্বর, কেহ আমায় দিল ব্যাথা, আমার বন্ধু রইল কোনবা দেশে,পরাণ বন্ধু রে, পিরীত হল ভাঙ ধুতুরার ফুল, আমার বাউল ঘরে জনম যেন হয় গো বারে বার সহ অজস্র কালজয়ী গান।

সেই যুগে এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন গোষ্ঠগোপাল, তিনি মঞ্চে গান গাওয়ার পর গান গাইতে সাহস পেতেন না তখনকার দিনের প্রথিতযশা শিল্পীরাও। গোষ্ঠগোপাল নাইটের ভিড় সামলাতে নামাতে হত পুলিশ। খ্যাতির মধ্যগগনে তখন গোষ্ঠগোপাল।

সম্পাদক সমীপেষু

কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যিক মনে হয় কসরত করে হওয়া যায় না। কুস্তিগির হওয়া যেতে পারে।- এ কথা বলেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় নিজেই। কলেজবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে লেখালিখির আড্ডা জুড়তেন তিনি। কিন্তু লিখতেই হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। যেমন কী লেখা হবে, তা নিয়েও ছিল না কোনও বিধিনিষেধ। আসলে সাহিত্যিক হয়ে ওঠার কোনও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য যে ছিল না তাঁর। ছিল কেবল দেখার চোখ। ঠিকমতো জ্ঞান হওয়ার আগেই মাকে হারানো বালকের নিঃসঙ্গ চোখ কেবল সঙ্গ খুঁজে ফিরত চারপাশে। আকাশ, গাছ, মাঠ, পাখি, গঙ্গা, নির্জন মন্দিরে দীর্ঘ শিবলিঙ্গ, খোলা জানলায় সুন্দর মুখ, ঘাটের সিঁড়ি কিংবা নৌকার মাঝি- এই সব কিছুই হয়ে উঠত একেক মুহূর্তের সঙ্গী। আর সেই দেখা জীবনের কথাই লিখতে চেয়েছিলেন সঞ্জীব।

তবে সে লেখা তো খেয়ালখুশির লেখা। যাদের সঙ্গে মিলে লেখা বয়ে চলেছিল, জীবনের পথে চলতে চলতে একসময় দেখা গেল, বন্ধুদের সেই সাহিত্যচক্র মিলিয়ে গিয়েছে। সঞ্জীব নিজেই বলেছেন, পড়ে থাকলুম আমি আর আমার গঙ্গা আর ইতিহাসের পদচিহ্ন। সবই তো হল, লেখার কী হল? হতেই হবে, এমন তো কোনও কথা নেই। লিখবে তো মন। সেই মন আরও খানিক জর্জরিত হোক। ব্লটিং পেপারের মতো আরও আরও দুঃখ-সুখ শুষে নিক জীবনপাত্র থেকে।দ এই দুঃখসুখের খেলাতেই বোধহয় একসময় মন সরে গিয়েছিল রোজকার জীবনযাপন থেকেই। ছাত্রজীবন শেষ করে শিক্ষকতা করতে গেলেন দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে। ততদিনে সঙ্গ খুঁজে নিয়েছেন রামকৃষ্ণদেব, মা সারদা আর স্বামী বিবেকানন্দের জগতে। ঠিক এক বছরের মাথায় সন্ন্যাসী হবেন, এই উদ্দেশ্য নিয়েই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন যুবক সঞ্জীব। কিন্তু জীবন যে তাঁর জন্য অন্য কিছুই লিখে রেখেছিল। তাই বাবার অসুস্থতার খবরে ফিরে আসতে হল চেনা সংসারেই।

এই সময়েই প্রস্তাব এল লেখার। পাড়ার এক দাদা সিনে সাপ্তাহিক খুলেছেন, তিনিই স্নেহের অনুজকে ধরলেন সাহায্যের জন্য। সেই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প। তখন দেওঘরের চাকরি ছেড়ে কলকাতার এক বিখ্যাত রাসায়নিক সংস্থায় চাকরি নিয়েছেন তিনি। অপ্রত্যাশিত ভাবে লেখাটির প্রশংসা এল উর্ধ্বতন আধিকারিকের কাছ থেকে। কাজের লম্বা টেবিলে বুনসেন বার্নার আর রাসায়নিক নিয়ে যুদ্ধ চলছে, এমন সময় সেই আধিকারিক এসে পাশে দাঁড়ালেন। কানে কানে বললেন, 'তোমার হবে। লেখা ছেড়ো না।' পিঠে একটা হাত রাখলেন, আশীর্বাদের মতো। পরবর্তী জীবনে সঞ্জীব বলেছেন, সেই হাতটিই বুঝি তাঁকে সাহিত্যের পথে যাত্রা করতে ঠেলে দিয়েছিল।

অবশ্য এ চাকরিও বদলে গেল সময়ের সঙ্গে। কিন্তু নতুন চাকরি দেখার সুযোগ খুলে দিল চোখের সামনে। কিন্তু সে কোন দেখা! ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য শহর থেকে শহরে ছোটাছুটি করছেন, এদিকে নকশাল আন্দোলনের আঁচে পুড়ছে দিনকাল। ক্রমশ লেখার মধ্যে ঢুকে পড়লেন সঞ্জীব। তাঁর 'শ্বেতপাথরের টেবিল' পড়ে স্বয়ং আবু সয়ীদ আইয়ুব ও গৌরী আইয়ুব চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এই লেখক আর যদি কিছু না লেখেন তা হলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম থাকবে।' এককালের সন্ন্যাসী হতে চাওয়া সেই মানুষটি রাজনীতি নিয়ে লিখেছেন 'কলকাতা আছে কলকাতাতেই'। এই লেখার জন্যেই খুনের হুমকি পর্যন্ত এসেছে বারবার। কিন্তু লেখার ছাড়েননি।

আরজিকর কাণ্ডে প্রতিবাদে উত্তাল উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ, ব্যাহত পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার, ১৩ আগস্ট ঃ আন্দোলনরত মেডিক্যাল ছাত্র ছাত্রীদের পাসে এম এস ভি পি, শীঘ্রই সমস্যার সমাধান সূত্র বার করার চেষ্টা, ব্যাহত হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাজ্যের অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কালো ব্যাজ ধারণ করে কর্মবিরতি পালন শুরু করে জুনিয়র ডাক্তার সহ মেডিক্যাল পড়ুয়ারা। বেলা বাড়তেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোগীদের ভিড় বাড়তে থাকলেও পরিষেবা বন্ধ থাকায় একপ্রকার হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যান বহু মানুষ। এমন অবস্থায় দুপুরে আন্দোলনকারীদের মাঝে উপস্থিত হন জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ও ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ কল্যাণ খাঁ। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রথমে আমরা সবাই মানুষ। যে আন্দোলন চলছে তাকে সমর্থন জানিয়েই বলছি, আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা চিকিৎসক, সেই কারনে পরিষেবা যাতে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয় সেটাই আমাদের লক্ষ্য, কারন মানুষের জন্য আমরা কাজ করি সবাই, আশা করছি দ্রুত একটা সমাধানের পথ বেড়িয়ে আসবে। কলকাতার আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসক তথা স্নাতক বিভাগের ছাত্রীকে নৃশংস ভাবে ধর্ষণ ও খুন করার ঘটনার প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই উত্তাল দেশ সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলা, মহকুমা থেকে মেডিক্যাল কলেজগুলো। এবারের সেই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ালো রাজ্যে সরকারের কর্মচারীদের কো অর্ডিনেশন কমিটি। মঙ্গলবার ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য সমস্ত আন্দোলনকারীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে জেলার সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মী, মেডিক্যাল পড়ুয়াদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করার দাবী জানায়। এই প্রসঙ্গে সংগঠণের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক মনোজিত দাস জানান, যে ধরনের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে মৌমিতা দেবনাথকে এর পেছনে যে বা যারা রয়েছে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দেবার দাবী জানাচ্ছি আমরা সংগঠন গত ভাবে। সেই ব্যাপারেই স্বারক লিপি প্রদান করে মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক কে অবগত করা হলো আজকে। অন্যদিকে, কোচবিহারে আরজিকর হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহযোগিতায় কোচবিহার জেলা নার্সেস এসোসিয়েশন। মঙ্গলবার কোচবিহার মেডিকেল কলেজের সামনে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের দাবি অতি দ্রুত এই ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। একই সঙ্গে সকল নারীর সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।

বিশেষ ময়না কাঠ পুজোর মধ্য দিয়ে সূচনা হলো রাজ আমলের বড় দেবীর পূজা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৩ আগস্ট ঃ শ্রাবণের শুক্লা অষ্টমী তে বিশেষ ময়না কাঠ পুজোর মধ্য দিয়ে সূচনা হলো কোচবিহারের রাজ আমলের বড় দেবীর পূজা। কোচবিহারে ডাঙ্গরাই মন্দিরে আজ এই বিশেষ ময়না কাঠ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে কোচবিহারের মহারাজা নর নারায়ণের আমলের এই পুজোর সূচনা হয়। কথিত রয়েছে মহারাজা নর নারায়ণ স্বপ্নে বড় দেবীকে দেখতে পান। দেবীর স্বপ্নাদেশ মেনে শুরু হয় পূজা। তখন থেকেই কোচবিহারের দেবী বাড়িতে হয়ে আসছে বড় দেবীর পুজো। বর্তমানে রাজা নেই । নেই রাজার রাজত্ব কিন্তু আজও শ্রদ্ধার সাথে পূজিত হয় বড় দেবী। এক সময় এই বড় দেবীর পুজো তে নরবলি প্রথা ছিল। কিন্তু বর্তমানে নর বলি না হলেও এখনো বিশেষ গুপ্ত পূজায় বড় দেবীকে নর রক্ত দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। শ্রাবণের শুক্লা অষ্টমী থেকে এই বড় দেবীর পূজার সূচনা হয়। কোচবিহারের ভাঙ্গরাই মন্দিরে যুগছেদন এর মধ্য দিয়ে এই পুজোর সূচনা হয়। একটি ময়না গাছ কেটে সেটিকে মন্দিরে নিয়ে এসে সেই ময়না কাঠটিকে মহাস্নান করানো হয় একই সঙ্গে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। এই ময়না কাঠ দিয়েই তৈরি হয় বড় দেবীর প্রতিমার মেরুদন্ড। ভাঙ্গরাই মন্দিরে এই বিশেষ পুজোর পর সন্ধ্যায় সেই ময়না কাঠ নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে। সেখানে একমাস ধরে চলে বিশেষ পুজা।

বগটুই হত্যাকাণ্ডে শুনানি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ আগস্ট ঃ বগটুই গণহত্যা কান্ডের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হলো বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে। প্রায় ২ বছর ৪ মাস পর এই মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করা হলো। সোমবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতের দ্রুত নিষ্পত্তি সম্পন্ন আদালতের জেলা অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের এজলাসে এই সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। এদিনের সাক্ষ্য গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী পার্থ তপশ্রী। সাক্ষ্য দিলেন মিহিলাল সেখ, বানীরুল সেখ ও শেখলাল সেখ। ২০২২ সালের ২১ মার্চ তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান ভাদু সেখকে গুলি করে ও বোমা মেরে খুন করা হয়। তারপর সেই রাতেই অশান্ত হয়ে ওঠে বগটুই গ্রাম। কুপিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে গণহত্যা করা হয়। মৃত্যু হয় ন'জন মহিলা সহ দশ জন। কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে সিবিআই। এই ঘটনায় দুই নাবালক সহ ২৬ জনকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। মামলা চলাকালীন দুই নাবালক জামিন পায়। এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত লালন সেখের মৃত্যু হয় সিবিআই এর অস্থায়ী ক্যাম্পে। আজ ২৩ জন অভিযুক্তকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতের বিচারকের সামনে হাজির করার কথা থাকলেও আজ আনারুল হোসেন সহ মোট ১৪ জন অভিযুক্ত আদালতে হাজির ছিলেন।

পাহাড়ের বৃষ্টিতে শঙ্কিত ডুয়ার্স

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ আগস্ট ঃ তিস্তায় লাল সতর্কতা অব্যাহত। গতকাল রাতভর বৃষ্টির পর মঙ্গলবার সকাল থেকে থেকে মেঘলা আকাশ, জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি। পাশাপাশি পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টি। এদিন সকাল ৬.৩০ নাগাদ জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে তিস্তায় লাল সতর্কতা অব্যাহত রয়েছে। মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা জারি রয়েছে। পাশাপাশি তিস্তার দোমহনীতে অসংরক্ষিত এলাকায় জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতা।

ARIES AGRO LIMITED

The Company wishes to market its 100% Water Soluble Mixture of Fertilizers in the State of WEST BENGAL as per the following details.

Sr. No	Generic Name	Brand Name	Contents of the Products
1.	100% Water Soluble Mixture of Fertilizers NPK (0:12:45)	K-Phonic	• Moisture % by weight, maximum : 0.5% • Water soluble Phosphorus as P_2O_5% by weight : 12.00% • Water soluble Potassium as K_2O% by weight : 45.00% • Other contents % by weight max • Total Chloride : 1.5% • Matter insoluble in water : 0.5%
2.	100 % Water Soluble mixture of Fertilizers HD NPK (11:52:0)	HD NPK (11:52:0) + Zinc	• Moisture % by weight, maximum : 0.5% • Water soluble Phosphorus as P_2O_5% by weight : 52.00% • Water soluble Nitrogen as N % by weight : 11.0% • Zinc as Zn content % by weight : 1.0% • Other contents % by weight max • Total Chloride : 1.5% • Matter insoluble in water : 0.5%
3.	100% Water Soluble Mixture of Fertilizers	Majorsol Soyabean & Pulses Special	• Water soluble Phosphates as P_2O_5 : 12.0% • Water soluble Potassium as K_2O : 18.0% • Chelated Calcium as Ca-EDTA : 2.0% • Magnesium as Mg : 2.0% • Boron as B : 0.2% • Copper as Cu : 1.0% • Manganese as Mn : 1.0% • Zinc as Zn : 2.5% • Sulphate Sulphur as S : 8.0%

The aforementioned 100% Water Soluble Fertilizers are strictly in accordance with the Notification No. S.O.2900 (E) dated 24.10.2015, duly amended vide Notification No. S.O.4120 (E) dated 30.12.2017, issued by Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, New Delhi (India).

Date : 14.08.2024

Manufactured & Marketed By:
M/s. Aries Agro Limited
Post .& Vill Abdalpur, Near Wireless Math
P. S. Madhyamgram Dist. 24 Paranganas North, Kolkata 700155 (W.B)

Panchra Gram Panchayat
Panchra, Purba Bardhaman

Tender Reference/ e-NIT No.:- 216/PGP, Dt. 12/08/2024, 1 No of schemes are hereby invited. Last date for submission of bid is on 21/08/2024 upto 02.00 PM. For further details visit the website https://wbtenders.gov.in/

সংশোধনী নং. ২

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৪-এর অধীনে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং. ২৩-এপি-II-২০২৪-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে পড়ুনঃ টেন্ডার বন্ধ হবে ঃ- ১৯-০৮-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘন্টার পরিবর্তে ৩০-০৮-২০২৪-এর ১৫.০০ ঘন্টা, টেন্ডার খুলবে ঃ- ১৯-০৮-২০২৪-এর ১৫.০০ ঘন্টার পরিবর্তে ৩০-০৮-২০২৪-এর ১৫.০০ ঘন্টা। টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

SAGRAI GRAM PANCHAYAT
(Khandaghosh Panchayat Samity)
Burdwan
Burdwan, PIN: 713424
NIeT No. WB/Khandaghosh/SGP/eNIT-07(2024-25)

Inviting Electronic Tender are invited by the "Prodhan, Sagrai Gram Panchayat Khandaghosh Panchayat Samity for One work (construction of concrete covered drain with vertical filter chamber). Last date of submission of Bid (online) 20/08/2024 up to 18.00 Hrs. Date of Opening of Bid(online) 22/08/2024 at 12:00 Hrs. For details please visit Website http:/ wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Sagrai Gram Panchayat

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/MED/SNIT - 07/2024-25 [Sl. No.-1 to 4]

Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of 4 (One) Nos. work. Last date & time of application for Tender Form on 20.08.2024 up to 13.00 Hours. Details may be seen at the website : **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Mahananda Embankment Division
Green Park, Malda

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENTDER NOTICE
SNIT No.- EE/MID/SNIT-12/2024-25

The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **17.08.2024** & Time upto **12.00 PM** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**

Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

বৈদ্যুতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্ষুদ্র মেরামত

টেন্ডার সংখ্যা. ইএল-জিএইচ-৯৬১ অফ ২০২৪-২৫ তারিখঃ ০৭-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** গুয়াহাটিতে-ইউবিজেড পাম্প হাউস সহিত এসএসই/আইসি/পি/গুয়াহাটির অধীনে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বৈদ্যুতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্ষুদ্র মেরামত। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৪৬,৮৬,০৫৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,২৩,৪০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৮-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই, গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-TENDER NOTICE
Memo No: 224/JJ-IGP/2024 Date: 12/08/2024
NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-I/NIT(e)-04/2024-25

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra 1 No GP under Para Panchayat Samity through a single stage two part e-procurement system (Part I Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website https:wbtenders.gov.in/. 1. Date and Time of Download/Sale: from 13/08/2024 6:30 pm to 23/08/2024 1:30 pm. 2. Date and time of Bid Submission: from 13/08/2024 6:30pm to 23/08/2024 01:30 pm. 3. Date and time of Bid Opening: 26/08/2024 at 01:30 PM. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Pradhan
Jabarrah-Jhapra 1 no Gram Panchayat
Para Panchayat Samity
Vill + PO- Jhapra, Dist – Purulia

নিপন কমার্শিয়াল কোম্পানী লিমিটেড

CIN : L29193WB1983PLC035760

রেজি. অফিসঃ ১৯ / ২০, ত্রিনাথ বিল্ডিং, জিসি-১৯ নাটায়ন্তলা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৯
ই-মেলঃ **delhi.mercury@gmailcom,**, যোগাযোগ নং.- ০১১-৪১৬৪০৬০৭

৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৩ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত
১।	আয়				
	কারবার থেকে আয়	--	--	--	--
	অন্যান্য কারবার থেকে আয়	--	১১.৫১	২.৪৫	২৫.৩৩
	মোট আয়	--	১১.৫১	২.৪৫	২৫.৩৩
২।	খরচ				
	ক উপকরণ খরচ	--	--	--	--
	খ. ক্রয় স্টক ইন ট্রেড্র	--	--	--	--
	গ.সমাপ্ত পণ্যের ইনভেন্টরিতে পরিবর্তন, কাজ চলছে এবং স্টক-ইন-বাণিজ্য	--	--	--	--
	ঘ. আবগারি শুল্ক	--	--	--	--
	ঙ. কর্মচারী খরচ	৩.৪৪	৩.৫৩	৩.০৬	১২.৫৫
	চ. অবচয় এবং পরিশোধের ব্যয়	০.১১	০.৫৫	০.৩৮	১.৭০
	ছ. শক্তি এবং জ্বালানী খরচ	--	০.০৯	০.০৫	০.১৪
	জ. অন্যান্য খরচ	৪.৩১	১.৮২	০.৮৬	৭.৬৪
	মোট খরচ	৭.৮৭	৫.৯৯	৪.৩৫	২২.০৩
৩।	লাভ / (ক্ষতি) অন্যান্য আয়ের আগে, অর্থখরচ এবং ব্যতিক্রমী আইটেম (১ -২)	(৭.৮৭)	৫.৫২	(১.৯০)	৩.৩০
৪।	অন্যান্য আয়	--	--	--	--
৫।	লাভ / (ক্ষতি) সাধারণ থেকে আর্থিক খরচ এবং ব্যতিক্রমী আইটেম (৩+৪)	(৭.৮৭)	৫.৫২	(১.৯০)	৩.৩০
৬।	ফিনান্স খরচ	০.০৪	০.১৬	০.১৫	০.৪৮
৭।	সাধারণ থেকে লাভ/ (ক্ষতি)ফিনান্স খরচের পরে কিন্তু ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে কার্যক্রম (৫+৬)	(৭.৯১)	৫.৩৬	(২.০৫)	২.৮২
৮।	ব্যতিক্রমী আইটেম	-	-	-	-
৯।	সাধারণ থেকে লাভ/ (ক্ষতি)ট্যাক্সের আগে কার্যক্রম (৭+৮)	(৭.৯১)	৫.৩৬	(২.০৫)	২.৮২
১০।	ট্যাক্স খরচ				
	বিলম্বিত কর	--	০.৭৫	--	০.৭৫
	ইনকাম কর	--	১.৩২	--	১.৩২
১১।	নিট লাভ / (ক্ষতি)করের পর সাধারণ কার্যক্রম থেকে (৯+১০)	(৭.৯১)	৭.৪৩	(২.০৫)	৪.৮৯
১২।	অ-নিয়ন্ত্রক সুদ সহ অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের নিট)	--	৫.৮৮	--	৫.৮৮
১৩।	মেয়াদের জন্য মোট ব্যাপক আয় (১১+১২)	(৭.৯১)	১৩.৩১	(২.০৫)	১০.৭৭
১৪।	অসাধারণ আইটেম	--	--	--	--
১৫।	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (১৩+১৪)	(৭.৯১)	১৩.৩১	(২.০৫)	১০.৭৬
১৬।	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে, সংখ্যালঘু সুদ এবং লাভের ভাগ সহযোগীদের (ক্ষতি) (১৫+১৬+১৭)*	(৭.৯১)	১৩.৩১	(২.০৫)	১০.৭৬
১৭।	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির মূল্য ১০ /- টাকা)	২৪.৯০	২৪.৯০	২৪.৯০	২৪.৯০
১৮।	শেয়ার প্রতি আয়				
	মূল	(০.৩২)	০.৩০	(০.০৮)	০.২০
	মিশ্র	(০.৩২)	০.৩০	(০.০৮)	০.২০

দ্রষ্টব্যঃ
উপরে SEBI (LODR), ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস।
এই আর্থিক ফলাফলগুলির সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ (গুলি) www.cse-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ -india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.devholdingsltd.in -এ পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন বিবেচিত হয়েছে সেখানে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

তারিখ ঃ ১৩।৮।২০২৪

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে
স্বা /-
সদাশিবন পোলাকান্দাথিল জনার্ধনন
(সব সময়ের পরিচালক)
DIN : 02804106

RDB RASAYANS LIMITED

CIN-L36999WB1995PLC074860
Regd. Office: Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, R.No- 09 Kolkata-700001,
Ph No (033) 44500500, Fax No 91-33-2242 0588
E-mail: info@rdbindia.com, Website: www.rdbgroup.in

৩০শে জুন ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস

(টাকা লক্ষে)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০শে জুন ২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১শে মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০শে জুন ২০২৩ অনিরীক্ষিত	বার্ষিক সমাপ্তি ৩১শে মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	৬,৬৮৪.৮৮	৩,১০৮.৪১	২,৯৪৭.৫২	১২,০৩৭.৮১
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর এবং / অথবা আগে ব্যতিক্রমী আইটেম)	৯৯৯.৮০	৭৫৪.৯৭	৮৮৯.৩৭	৩,২২৫.১৭
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে)	৯৯৯.৮০	৭৫৪.৯৭	৮৮৯.৩৭	৩,২২৫.১৭
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরবর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে)	৭৩২.৫৩	৫৭০.১১	৬৬৫.৪০	২,৪২৩.১২
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সমন্বিত সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৭৩২.৫৩	৫৬১.৯৬	৬৬৫.৪০	২,৪১৪.৯৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি শেয়ার)	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮
৭.	রিজার্ভ (আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)				১৬,৮৭৬.৭৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)				
	মৌলিক	৪.১৪	৩.২২	৩.৭৬	১৩.৬৮
	মিশ্রিত	৪.১৪	৩.২২	৩.৭৬	১৩.৬৮

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্তটি ত্রৈমাসিক আন-অডিট-এর বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস এসইবিআই (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা আর্থিক ফলাফল। ত্রৈমাসিকবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com এবং এ পাওয়া যায়। কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbgroup.in-এ
২. উপরোক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৩ই আগস্ট, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

আরডিবি রসায়নস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শান্তি লাল বৈদ
ডিআইএনঃ ০০০৫৬৭৭৬

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩.০৮.২০২৪

Office of the Pradhan
JHARALTAGRAM-II GRAM PANCHAYAT

Notice e-tender are hereby invited from the Pradhan, Jharaltagram-II Gram Panchayat under Dhupguri Block for the vide e-NIT-004/JHARALTAGRAM-II GP/2024-25 Vide Memo No-239/Jhar- II/2024 Dated-09/08/2024 & e- NIT-003(2 nd Call)/JHARALTAGRAM-II GP/2024-25 Vide Memo No- 241/Jhar-II/2024 Dated-09/08/2024 Last date of bid submission 19/08/2024 up to 18.00 hrs. All details may be had from this office notice board and in website http://wbtenders.gov.in

Sd/- Sona Bala Roy
Pradhan
Jharaltagram-II GP

দেব হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN : L67120WB1982PLC032354

রেজি. অফিসঃ ১৯ / ২০, ত্রিনাথ বিল্ডিং, জিসি-১৯ নাটায়ন্তলা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৯

৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৩ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত
১।	আয়				
	কারবার থেকে আয়	--	--	--	--
	অন্যান্য কারবার থেকে আয়	--	৬.২১	০.৮৬	১৮.৪৯
	মোট আয়	--	৬.২১	০.৮৬	১৮.৪৯
২।	খরচ				
	ক উপকরণ খরচ	--	--	--	--
	খ. ক্রয় স্টক ইন ট্রেড্র	--	--	--	--
	গ.সমাপ্ত পণ্যের ইনভেন্টরিতে পরিবর্তন, কাজ চলছে এবং স্টক-ইন-বাণিজ্য	--	--	--	--
	ঘ. আবগারি শুল্ক	--	--	--	--
	ঙ. কর্মচারী খরচ	১.১৪	১.০৫	১.৪১	৫.৩৪
	চ. অবচয় এবং পরিশোধের ব্যয়	০.০১	০.০২	০.০২	০.০৯
	ছ. শক্তি এবং জ্বালানী খরচ	--	০.০৯	০.০৫	০.১৪
	জ. অন্যান্য খরচ	২.২৪	৩.০৫	০.৬২	৬.৬৭
	মোট খরচ	৩.৩৯	৪.২১	২.১০	১২.২৪
৩।	লাভ / (ক্ষতি) অন্যান্য আয়ের আগে, অর্থখরচ এবং ব্যতিক্রমী আইটেম (১ -২)	(৩.৩৯)	২.০০	(১.২৪)	৬.২৫
৪।	অন্যান্য আয়	--	--	--	--
৫।	লাভ / (ক্ষতি) সাধারণ থেকে আর্থিক খরচ এবং ব্যতিক্রমী আইটেম (৩+৪)	(৩.৩৯)	২.০০	(১.২৪)	৬.২৫
৬।	ফিনান্স খরচ	০.০০	০.০৬	০.৪৮	০.৫৪
৭।	সাধারণ থেকে লাভ/ (ক্ষতি)ফিনান্স খরচের পরে কিন্তু ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে কার্যক্রম (৫+৬)	(৩.৩৯)	১.৯৪	(১.৭২)	৫.৭১
৮।	ব্যতিক্রমী আইটেম	-	-	-	-
৯।	সাধারণ থেকে লাভ/ (ক্ষতি)ট্যাক্সের আগে কার্যক্রম (৭+৮)	(৩.৩৯)	১.৯৪	(১.৭২)	৫.৭১
১০।	ট্যাক্স খরচ				
	বিলম্বিত কর	--	(০.১২)	--	(০.১২)
	ইনকাম কর	--	০.৮৮	--	০.৮৮
১১।	নিট লাভ / (ক্ষতি)করের পর সাধারণ কার্যক্রম থেকে (৯+১০)	(৩.৩৯)	২.৭০	(১.৭২)	৬.৪৭
১২।	অ-নিয়ন্ত্রক সুদ সহ অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের নিট)	--	(৩.৩৩)	--	(৩.৩৩)
১৩।	মেয়াদের জন্য মোট ব্যাপক আয় (১১+১২)	(৩.৩৯)	(০.৬৩)	(১.৭২)	৩.১৪
১৪।	অসাধারণ আইটেম	--	--	--	--
১৫।	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (১৩+১৪)	(৩.৩৯)	(০.৬৩)	(১.৭২)	৩.১৪
১৬।	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে, সংখ্যালঘু সুদ এবং লাভের ভাগ সহযোগীদের (ক্ষতি) (১৫+১৬+১৭)*	(৩.৩৯)	(০.৬৩)	(১.৭২)	৩.১৪
১৭।	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির মূল্য ১০ /- টাকা)	২.৪০	২.৪০	২.৪০	২.৪০
১৮।	শেয়ার প্রতি আয়				
	মূল	(১.৪১)	১.১৩	(০.৭২)	২.৭০
	মিশ্র	(১.৪১)	১.১৩	(০.৭২)	২.৭০

দ্রষ্টব্যঃ
উপরে SEBI (LODR), ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। এই আর্থিক ফলাফলগুলির সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ (গুলি) www.cse-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ -india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.devholdingsltd.in -এ পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন বিবেচিত হয়েছে সেখানে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

তারিখ ঃ ১৩।৮।২০২৪

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে
স্বা /-আশীষ কীর্তনিনা
(সব সময়ের পরিচালক)
DIN: 01910967

Corrigendum

This is to inform you that the advertisement of Malda Irrigation Division published on 13.08.2024, please SNIT No. as EE/MID/SNIT-11/2024-25 instead of EE/MID/SNIT-10/2024-25. Other details will remain unchanged.

Patashpur- II Panchayat Samiti
Purba Medinipur

e- Tender Notice

The undersigned is inviting E-Tender for 8 (Eight) nos scheme fund of BEUP 2024-25 and BEUP 2023-24 fund vide NIeT no 04/WB/PURBA MDN/PTP-2/EO/e-NIT/2024-25 Dated 13.08.2024 . Intending bidders may visit e-procurement portal www.wbtenders.gov.in or office notice board of the undersigned for details of the tenders.

Sd/-
Executive Officer ,
Patashpur II Panchayat Samiti

রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের মেরামত এবং নবীকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. কেআইআর/ইএনজিজি./৩৩ অফ ২০২৪ তারিখঃ ০৮-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা. ১ কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিউ জলপাইগুড়িতে-এসএসই/ডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ির অধীনে রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের মেরামত এবং নবীকরণ। **টেন্ডার রাশিঃ** ৪৫,৭৮,১১১.৭৫ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৯১,৬০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৬-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ০৬-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৬-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অফিসার্স ক্লাব এবং অফিসার কলোনির মেরামত এবং নবীকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. এলএমজি/ইএনজিজি/১৩০ অফ ২০২৪ তারিখঃ ০৯-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** লামডিঙে- এডিইএন/II/লামডিঙের অধিনে অফিসার্স ক্লাব এবং অফিসার কলোনী, লামডিঙে মেরামত এবং নবীকরণ। **টেন্ডার রাশিঃ** ৪,৬৪,০৬,৫৮৬.৬৭ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৮২,০০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ০৫-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৪-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

OFFICE OF THE
DUILA GRAM PANCHAYET
P.O. - Duila . P.S. - Sankrail , Dist - Howrah
Tender
Nit No:-11/DGP/15 th `CFC 24-25 dated 14/08/2024

Prodhan Duila Gram Panchayet invites Online tender related to devolopment work at Duila Gram Panchayat area. Last date & time limit of application to participate in tender 14/08/2024 upto 10:00 a.m Last date & time limit for receipt of tender upto 21/08/2024 10:00 a.m. For details visit office notice board and also www.wbtender.gov.in

SD/-
SRABANI BAG
Pradhan Duila Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (ARSM SQ, BPS)/WS, KMC** invites e-tender on-line in two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/WS/ARSM/32/2024-25
Name of the work : **Replacement of spares for HT Switch Gear No. - 3 at Auckland Sq.BPS**. Estimated Amount : **Rs. 2,32,499.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **24.08.2024** up to **2 p.m**. For detail information please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer, Water Supply(West), KMC** invites e-Tender for the following work :
NIT No. : KMC/WS/W79-02/T-30/24-25
Name of work : **Repairing of leakage on existing 900 MM dia filtered water reserve main on Helen Keller Sarani near Majherhat Station in Ward-79**. Estimated Amount : **Rs. 2,67,768.00**. Earnest Money: **Rs. 5,400.00**. Period of Completion: **5 Days**. Last date of receipt/opening of Tender (Online): **29.08.2024** at **11 a.m**. / **31.08.2024** at **11 a.m**. The bid forms and other details are available from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works:
1. NIT No. : KMC/ASPH/GG/SM-02/24-25 (1st call) Name of works : **Restoration of damaged road at R. R Plot Housing Society in Ward No.-108, Br-XII under Road's Mechanical Department**. Estimate Amount (Incl. CESS): **Rs. 4,98,481.54**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **21 Days**. Last date and time of submission of bid: **24.08.2024** up to **11 a.m**. Bid opening date for technical purpose: **27.08.2024** at **11 a.m**.
2. NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-06R/2024-25 Name of work : **Supply & fitting of vibrating screen, gear box, coupling etc & other allied works for Batch mix plant under Asphultum Goragacha**. Estimated Cost: **Quotation**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **07 Days**. Last date and time of submission of bid: **31.08.2024** at **1 p.m**. Bid opening date for technical proposals: **02.09.2024** at **1.30 p.m**.
3. NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-09/2024-25 Name of work : **Manufacturing and installation of Elevator top wheel, pneumatic cylinder with attachment and other allied work of Batch Mix Plant under Asphaltum Goragacha**. Estimated Cost: **Quotation**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00**. Period of Completion: **07 Days**. Last date and time of submission of bid: **31.08.2024** at **1 p.m**. Bid opening date for technical proposal: **02.09.2024** at **2 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **14.08.2024** after **11 a.m.** (for sl.no. 1) / **22.08.2024** at **5 p.m.** (for sl.no. 2) and **21.08.2024** at **5 p.m.** (for sl.no. 3) from the website: **https://wbtenders.gov.in** (for sl.no. 1 to 3).

The **Ex. Engr. (Jai Hind Jal Prakalpa)/Water Supply, KMC** invites e-tender online in two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/WS/JHJP/26/2024-2025 Name of the work : **Supply and laying of drinking water GI pipeline for plant internal use at Jai Hind Jal Prakalpa**. Estimated Amount : **Rs. 2,94,201.98**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **14 Days**.
2. NIT No. : KMC/WS/JHJP/27/2024-2025 Name of the work : **Removal of sludge around the periphery of PST at Jai Hind Jal Prakalpa**. Estimated Amount : **Rs. 2,89,729.12**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **14 Days**.
3. NIT No. : KMC/WS/JHJP/29/2024-2025 Name of the work : **Reconditioning of raw water pump house roof at Jai Hind Jal Prakalpa**. Estimated Amount : **Rs. 2,61,676.05**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00**. Period of Completion: **14 Days**.
4. NIT No. : KMC/WS/JHJP/30/2024-2025 Name of the work : **Replacement of gearbox for 600 MM dia butterfly valves installed at Jai Hind Jal Prakalpa**. Estimated Amount : **Rs. 2,64,616.97**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00**. Period of Completion: **14 Days**.
5. NIT No. : KMC/WS/JHJP/31/2024-2025 Name of the work : **Improvement of indoor lighting illumination at Machine Room & Process Control House 1 and 2 of Jai Hind Jal Prakalpa**. Estimated Amount : **Rs. 2,29,808.33**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **14 Days**.
6. NIT No. : KMC/WS/JHJP/34/2024-2025 Name of the work : **Restoration of damaged road surface beside Process Control House-2 at Jai Hind Jal Prakalpa**. Estimated Amount : **Rs. 2,93,961.75**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **14 Days**.
7. NIT No. : KMC/WS/JHJP/36/2024-2025 Name of the work : **Improvement of illumination around pump house, Sub Station Building & ESR-1 & 2 at Patuli BPS**. Estimated Amount : **Rs. 2,86,252.18**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **14 Days**.
8. NIT No. : KMC/WS/JHJP/38/2024-2025 Name of the work : **Supply, installation & commissioning of split type AC Machine at HT Panel Room of Anandapur BPS**. Estimated Amount : **Rs. 2,54,464.45**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00**. Period of Completion: **14 Days**. Last date and time of submission of bid: **28.08.2024** at **1 p.m.** (for sl.no. 1 to 8). For detailed information please visit website: **https://wbtenders.gov.in** (for sl.no. 1 to 8).

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : S&D/SOUTH/XI/112/BW/24-25/009
Name of work : **Renovation of boundary wall of Rattala lifting station in Ward No.-112 under Borough-XI**. Estimated Cost : **Rs. 1,82,335.22**. Earnest Money: **Rs. 3,700.00**. Period of Completion: **25 Days**. Last date and time of submission of bid: **24.08.2024** at **1 p.m.** Bid submission start date (online): **16.08.2024** at **2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.08.2024** at **2 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/304 (1st call) Name of work : **Washing and painting of kerb stone with road side guard railing at Bidhan Sarani from the junction of Beadon Street to the junction of M. G. Road under Br-IV**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,74,099.04**. Earnest Money: **Rs. 9,550.00**. Period of Completion: **90 Days**.
2. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/242 (1st call) Name of work : **Washing and painting of kerb including guard railing at Vivekananda Road from Rabindra Sarani Crossing(Ganesh Talkies More) to Shantinathtala Crossing under Br-IV**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,84,034.71**. Earnest Money: **Rs. 9,750.00**. Period of Completion: **90 Days**.
3. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/241 (1st call) Name of work : **Washing & painting of guard railing including kerb at Rammohan Sarani under Br-IV**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 1,86,857.11**. Earnest Money: **Rs. 3,800.00**. Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of bid: **28.08.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 3).
4. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/321 (1st call) Name of work : **Urgent repairing of road surface disturbed by W/S & Drainage Deptt. at Manicktala Main Road, Beliaghata Main Road & surrounding area under Br-III**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,89,901.06**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **60 Days**.
5. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/187 (1st call) Name of work : **Repairing of road surface disturbed by W/S and S&D Deptt. at Korabardhan Road near Junction of Mirza Ghalib Street and Nelie Sengupta Sarani in Ward-46 under Br-VI**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 1,85,618.53**. Earnest Money: **Rs. 3,800.00**. Period of Completion: **30 Days**.
6. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/219 (1st call) Name of work : **Repairing of damaged road surface at Bagmari Road and Beliaghata Main Road in different place under Br-III**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,86,964.77**. Earnest Money: **Rs. 9,750.00**. Period of Completion: **120 Days**.
7. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/255 (1st call) Name of work : **Washing and painting of guard railing including kerb at C. R. Avenue from B.B. Gangully Street to Zakaria Street under Br-V**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,97,498.73**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.
8. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/254 (1st call) Name of work : **Washing and painting of guard railing including kerb at C. R. Avenue from Madan Chatterjee Lane to Zakaria Street under Br-V**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,95,550.44**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
9. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/308 (1st call) Name of work : **Repairing of road at different places of A.J.C. Bose Road, B.B. Chatterjee Road and C.N. Roy Road under Br-VII**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,96,495.11**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.
10. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/284 (1st call) Name of work : **Repairing of road at different places of Atul Sur Road, G.K. Road and Christopher Road under Br-VII**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,92,707.16**. Earnest Money: **Rs. 9,900.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **29.08.2024** at **12 noon** (for sl. no. 4 to 10). The bid forms and other details are available on and from **17.08.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 8) and **16.08.2024** at **12 noon** (for sl. no. 9 & 10) from the website: **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 10).

The **Ex. Engr. (E)/TPDD, KMC** invites e-Tender through online for the following work :
NIT No. : KMC/D.G.(TPDD)/E/109/2024-25
Name of work : **Ancillary electrical works for Main LT Panel and dismantling of abandoned panel of Star Theatre**. Estimated Cost : **Rs. 3,94,399.00**. Earnest Money: **Rs. 7,900.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of tender: **30.08.2024** at **2 p.m**. Date and time of pre-bid meeting: **20.08.2024** at **2 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **17.08.2024** at **12 noon** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/WS/JOKA/05/2024-25 Published in this Newspaper on **02.08.2024 (Key No. 334/24-25)** of **Water Supply/Br-XVI Department** (Sl.No. 3) Last date of submission of bid will be read as **24.08.2024** at **5 p.m.** instead of 23.08.2024 at 5 p.m. The bid forms and other details are available on and from will be read as **14.08.2024** at **5 p.m.** instead of 10.08.2024 at 5 p.m. website https://wbtenders.gov.in

NIT No. : LTG/Z2/DOG POUND/1/24-25 Published in this Newspaper on **02.08.2024 (Key No. 332/24-25)** of **Lighting/Z-II Department** (Sl.No. 1) The earnest money will be read as **Rs. 4,500.00** instead of Rs. 2,500.00.

404/24-25

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

আয়নার মতো স্বচ্ছ ত্বক পেতে চাল ধোয়া জলেই ধুয়ে নিন

চাল ধোয়া জলেই লুকিয়ে আয়নার মতো স্বচ্ছ ত্বকের চাবিকাঠি। চাল ধোয়া জলের গুণ জানলে চমকে যাবেন! জেনে নিন কি করবেন। ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে গোলাপ জলের সঙ্গে চাল ভেজানো জল ব্যবহার করাই যায়। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে, মুখ পরিষ্কার করে টোনার হিসেবেও স্প্রে করে নেওয়া যায় চাল ধোয়া জল। ত্বকের পক্ষে উপকারী প্রয়োজনীয় নানা ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের গুণে ভরপুর চালের জল। যা দিয়ে ত্বকের যত্ন নেন চিন, জাপান এবং কোরিয়ার মানুষেরা।টোনার হিসেবেও দারুণ এই চাল ধোয়া জল। কীভাবে করবেন? একটি বাটিতে কিছু পরিমাণ চাল ভিজিয়ে সারা রাত রেখে দিন। তারপর সেই জল স্প্রে বোতলে ভরে রাতে শুতে যাওয়ার আগে ভালো করে স্প্রে করে দিন সারা মুখে এবং গলায়। দেখবেন ত্বক একেবারে ঝকঝকে থাকবে।

আরেকটি উপায়ও রয়েছে। বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরে প্রথমেই ক্লিনজার দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এরপর চাল ধোয়া জল মুখে স্প্রে করুন। দেখবেন ত্বকে বলিরেখা পড়বে না। শুধু জেল্লাদার ত্বকই নয়, শরীরের মেদ কমাতেই দারুণ সাহায্য করে চাল ধোয়া জল। কখনও চাল ধোয়া জল নিয়মিত খেলে হজম হবে ভালো হবে, মেদও ঝরবে তাড়াতাড়ি। তাহলে আজ থেকে বাড়িতে শুরু করে দিন রাইস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট। দিনরাত ব্যস্ততা। রোদে, বৃষ্টিতে সিনেমার শুটিং। বিশ্রাম খুবই কমই জোটে। এসবের মাঝেও টলি সুন্দরীদের ঝকঝকে ত্বক কিন্তু ঈর্ষণীয়! কীভাবে যত্নে রাখেন এমন রূপ? গোপন রহস্য ফাঁস করলেন নুসরত নিজেই। সুস্থ ত্বক পেতে অবশ্যই প্রয়োজন সঠিক খাবার খাওয়া। ফুড হ্যাবিট যদি ঠিক হয়, তাহলে ত্বক সতেজ থাকবে। এই জন্যই প্রচুর জল খাওয়া প্রয়োজন। ফল, সবজি খাওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও দরকার সঠিক ঘুম।ত্বক ভালো রাখার জন্য একটা বেসিক নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। তা হল, ক্লিনিং, টোনিং এবং ময়েশ্চারাইজিং। আর হ্যাঁ, ত্বককে ভালো রাখতে সানস্ক্রিন কিন্তু মাস্ট। আর চুলের ব্যাপারে মাসে অন্তত একবার হেয়ার স্পা করাই। মুখ পরিস্কার করতে সাবান নৈব নৈব চ! বরং ফেসওয়াশ কিংবা বেসন দিয়ে নিয়মিত ত্বক পরিস্কার করুন। আর তার পরেই রয়েছে ফেস সিরাম বা ফেসপ্যাক। তাছাড়া চকচকে ত্বক পেতে হলে প্রচুর শাকসবজি, জল খেতে হবে। আর রাতে অবশ্যই মেকআপ রিমুভ করতে হবে। পাশাপাশি পজিটিভি চিন্তাভাবনা খুব জরুরী। রাতে পর্যাপ্ত ঘুমও। আর চাবুক ফিগার কীভাবে পাবেন?

পুজোয় প্রথম পছন্দ তাঁতই!

শাড়ির দুনিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন এনেছে হ্যান্ডলুম। আগেকার দিনে তাঁতে বোনা মড়মড়ে শাড়ি মা-ঠাকুমারা স্বচ্ছন্দ্যে পরে ফেললেও আজকের দুনিয়া ঘর-বাহির সামলানো বঙ্গললনাদের কিছুটা সমস্যাই হয়। তাঁদের জন্যই হালকা সুতির হ্যান্ডলুম শাড়ি দারুণ স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। তাই বলে তাঁতের শাড়ির কদর কিছু কমেনি। বিশেষত পুজো এলে এখনও একটা তাঁতের শাড়ি কেনা বহু নারীরই মাস্ট! আর পছন্দসই শাড়ি বেছে নিতে প্রতিবারের মতো এবারও বিপুল শাড়ি সম্ভার নিয়ে এসেছে তন্তুজ। এবছর পুজোর আগে কালনার তাঁতের হাট থেকে ২০ লক্ষ টাকার শাড়ি কিনল রাজ্যের এই সংস্থা। কালনার ধাত্রীগ্রামে বসেছিল তাঁতের হাট। তাঁতিরা সরাসরি সেখানে নিজেদের তৈরি শাড়ি বিক্রির সুযোগ পান। এদিন ‘ তাঁত বস্ত্র সংগ্রহ শিবির’-এ গিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তন্তুজর স্পেশাল অফিসার স্বপন দেবনাথ, তন্তুজর চিফ মার্কেটিং অফিসার শিঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়, কালনা মহকুমা হ্যান্ডলুম অফিসার রণজি মাইতি। এখান থেকেই মোট ২০ লক্ষ টাকার শাড়ি কেনা হয়েছে তন্তুজের তরফে। হ্যান্ডলুম অফিসার রণজি মাইতি বলেন, পুজোর আগে জেলায় এই শিবির প্রথম হল। ২৫ লক্ষাধিক টাকার শাড়ি কেনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। এদিন ১০৫ জন তাঁতির কাছ থেকে ২৪৫৬ পিস শাড়ি কেনা হয়েছে মোট ১৯ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯৯০ টাকায়। আগামী শনিবার পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুরে এই ক্যাম্প করে সরাসরি তাঁতিদের কাছ থেকে শা।ি কেনা হবে বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাঁতিদের আর্থিক উন্নয়নের কথা ভেবে ও তাঁতশিল্পকে আরও চাঙ্গা করতে সরকার উন্নয়নমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। তারই একটা, প্রতি বছর দুর্গাপুজোর কয়েকমাস আগে থেকে জেলায়-জেলায় তাঁতিদের কাছ থেকে তন্তুজ শাড়ি কেনার কাজ শুরু করেছে। গুণগত মান ও উন্নত ডিজাইনের জামদানি, টাঙ্গাইলের মতো শাড়ি তাঁতিদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে কেনার পর সেগুলি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা তন্তুজের শোরুমগুলি থেকে তা বিক্রি করা হয়।

চার জোড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৩ আগস্টঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য, চার জোড়া সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৬৭১০৫৬৭২ (গুয়াহাটি-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-গুয়াহাটি) ও ০৫৯১৯ ০৫৯২০ (নিউ তিনসুকিয়া-ভগত কী কোঠী-নিউ তিনসুকিয়া)-এর পরিষেবা উভয় দিক থেকে একটি করে ট্রিপের জন্য এবং ট্রেন নং. ০৫৭৩৪০৫৭৩৩

(কাটিহার-অমৃতসর-কাটিহার) ও ০২৫২৫০২৫২৬ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা)-এর পরিষেবা উভয় দিক থেকে চারটি করে ট্রিপের জন্য অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। স্পেশাল ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময়, গঠন ও স্টপেজ সহ চলাচল করবে। সেই অনুসারে, ট্রেন নং. ০৫৬৭১ (গুয়াহাটি-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২১ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ বুধবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফের যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৭২ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-গুয়াহাটি) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ শুক্রবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ট্রেন নং. ০৫৯১৯ (নিউ তিনসুকিয়া-ভগত কী কোঠী) সাপ্তাহিক স্পেশাল ১৯ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ সোমবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফের যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৯২০ (ভগত কী কোঠী-নিউ তিনসুকিয়া) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ শুক্রবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেন নং. ০৫৭৩৪ (কাটিহার-অমৃতসর) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২২ আগস্ট থেকে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফের যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৭৩৩ (অমৃতসর-কাটিহার) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২৪ আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেন নং. ০২৫২৫ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) সাপ্তাহিক স্পেশাল ১৬ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফের যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০২৫২৬ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা) সাপ্তাহিক স্পেশাল ১৮ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেন পরিষেবাগুলির মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে সেই রুটে অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীদের উপকৃত করবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

রেল পুলিশের অভিযানে হেরোইন সহ গ্রেফতার ১

বঙাইগাঁও (অসম), ১৩ আগস্ট ঃ বঙাইগাঁওয়ে গভরনমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) এক অভিযান চালিয়ে হেরোইন সহ গ্রেফতার করেছে বিহারের বাসিন্দা জনৈক রবীন চৌধুরীকে। রবীনের হেফাজত থেকে ৭২ গ্রাম নিষিদ্ধ হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে জিআরপি। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ মঙ্গলবার রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস রেলওয়ে স্টেশনে আসে। ওই ট্রেনে অভিযান চালিয়ে ৭২ গ্রাম হেরোইন সহ রবীন চৌধুরীকে জিআরপি গ্রেফতার করেছে। বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে জিআরপি থানার ওসি এ খবর দিয়ে জানান, সন্দেহের বশে রবীন চৌধুরীর লটবহরে তালাশি চালিয়ে ছয়টি সাবান কেস থেকে হেরোইনগুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

Name Change

I ROSHAN ABDULLA BHAI VITHODAWALA,S/O ABDULLABHAI VITHORAWALA,R/O 36D/2,TOPSIA ROAD,TILJALA,KOLKATA-700039,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROSHAN ABDULLABHAI VITHORAWALA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 09/08/2024,THAT ROSHAN ABDULLA BHAI VITHODAWALA AND ROSHAN ABDULLABHAI VITHORAWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I FEMIDA ROSHAN VITHODAWALA,D/O ALI HUSSAIN BHAI,R/O 36D/2,TOPSIA ROAD, 2ND FLOOR, KOLKATA-700039, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FEMIDA VITHODAWALA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024,THAT FEMIDA ROSHAN VITHODAWALA AND FEMIDA VITHODAWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, HAKIMUDDIN PARMAR,SON OF SAIFUDDIN FAKHRUDDIN PARMAR, RESIDING AT 85A MUZZAFAR AHMED STREET,PARK STREET, KOLKATA -700016,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN HAKIMUDDIN S PARMAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024.THAT HAKIMUDDIN PARMAR AND HAKIMUDDIN S PARMAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I JULON CHOWDHURY(OLD NAME),S/O LATE SASANKA CHOWDHURY, R/O APANPALLY, NABAPALLY BOYES SCHOOL ROAD, PS-BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700126, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JULAN CHOWDHURY (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/08/2024.THAT JULON CHOWDHURY AND JULAN CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, NITISH KUMAR BISWAS, S/O KSHITISH CHANDRA BISWAS, RESIDING AT TABABERIA, PO-BERABERIA AMDANGA, NORTH 24 PARGANAS,PIN:700121,WEST BENGAL,INDIA.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NITISH BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024.THAT NITISH KUMAR BISWAS AND NITISH BISWAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, JAYANTI CHOWDHURY DAS(OLD NAME),WIFE OF DEBASHIS DAS, RESIDING AT 101,MOTILAL NEHURU ROAD,LAKE, KOLKATA - 700029,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYANTI DAS(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024.THAT JAYANTI CHOWDHURY DAS AND JAYANTI DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I AUROSRI BURMAN ROY, W/O SAMRAT MALLICK, R/O FLAT NO 3A, ANANDADHARA APT, 348/110, N. S .C. BOSE ROAD, PS NETAJI NAGAR, PO NAKTALA, KOLKATA - 700047, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AUROSRI MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024, THAT AUROSRI MALLICK AND AUROSRI BURMAN ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, RATNA SARKAR,WIFE OF HARIDAS SARKAR, RESIDING AT VILL-BIJOYPUR,PO-NILGANJ BAZAR,PS-AMDANGA, NORTH 24 PARGANAS - 700121, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RATNA RANI SARKAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 07/08/2024.THAT RATNA SARKAR AND RATNA RANI SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I HARSHA RAMESH DOSHI W/O RAMESH MASHUKLAL DOSHI, R/O SWAPNALOK BUILDING 17D, RAMESH MITRA ROAD, BHAWANIPORE, KOLKATA -700025, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HARSHA DOSHI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024, THAT HARSHA RAMESH DOSHI AND HARSHA DOSHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Chitta Ranjan Dey (old name), S/O- Anil De resident at H.NO.980/719, Sanjoal, PO+PS – Kharagpur Town, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721301, West Bengal, INDIA, have changed my name (shall henceforth be known as) Chittaranjan Dey (new name) S/O- Anil De vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kharagpur on 02/08/2024. Chittaranjan Dey (new name) and Chitta Ranjan Dey (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Gargi Mukherjee Biswas (old name) W/O Saumya Sankar Biswas, residing at C/36, Gosthotala New Scheme, Garia, Dist-South 24 Pgs, Pin-700084, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Gargi Mukherjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/08/2024. Gargi Mukherjee (new name) and Gargi Mukherjee Biswas (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Akhtar Ali & Sk Akhtar (old name) S/O Sk Kasem Ali, residing at Alampur, Madrasha, Maheshtala, P.O.- Garden Reach, P.S.- Rabindra Nagar, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 700024, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Akhtar Ali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/08/2024. Sk Akhtar Ali (new name) and Akhtar Ali & Sk Akhtar (old name) all are same identical person.

Name Change

I, Sohail Rahman Molla (old name) S/O Sarfoddin Rahaman Molla, residing at Z-4/74, Molla Para Lane, P.O.- Badartala, Kolkata-700044, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sohail Rahaman Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/08/2024. Sohail Rahaman Molla (new name) and Sohail Rahman Molla (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Narayan Chandra Mallik (old name) S/O Gobardharn Mallick, residing at Mahanandapara, Gobindapur, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743251, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Narayan Mallik (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/08/2024. Narayan Mallik (new name) and Narayan Chandra Mallik (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sarfuddin Rahman Molla, Sarfuddin Rahaman Molla & Sarafoddin Rahaman Molla (old name) S/O Habibur Rahman Molla, residing at Z-4/74, Molla Para Lane, P.O.- Badartala, Kolkata-700044, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sarfoddin Rahaman Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/08/2024. Sarfoddin Rahaman Molla (new name) and Sarfuddin Rahman Molla, Sarfuddin Rahaman Molla & Sarafoddin Rahaman Molla (old name) all are same identical person.

Name Change

I, Mostara (old name) W/O Rafik Molla, residing at B-116, Makalhati Badamtala, P.O.- Bidhangaria, P.S.- Rabindranagar, Kolkata-700066, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mostara Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/08/2024. Mostara Bibi (new name) and Mostara (old name) both are same identical person.

Name Change

I DWARIKA SHAW, S/O LATE HARISANKAR SHAW, R/O 21/4, RAJENDRA DEB ROAD, KOLKATA - 700007, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DWARIKA PRASHAD SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/08/2024, THAT DWARIKA SHAW AND DWARIKA PRASHAD SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NANDA LAL KAPRI(OLD NAME),S/O ROHITOSH KAPRI, R/O BARDAJPUR, SASATI, SHYAMPUR, DIST HOWRAH, PIN-711326, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NANDA KAPRI(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024, THAT NANDA LAL KAPRI AND NANDA KAPRI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JAYITA SENGUPTA,W/O UDAYAN SENGUPTA,R/O E1E MAINAAK GARDENS,53, LASHKARPUR ROAD, GARIA, KOLKATA-700084, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYEETA SENGUPTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/08/2024,THAT JAYITA SENGUPTA AND JAYEETA SENGUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, ANIL KUMAR MONKA,S/O GOKUL CHAND SHARMA, RESIDING AT 418/3,G. T. ROAD, P. S-GOLABARI,HOWRAH-711101,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIL KUMAR SHARMA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/08/2024.THAT ANIL KUMAR MONKA AND ANIL KUMAR SHARMA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, RABINDRANATH PALUI,SON OF S/O CHANDRAKANTA PALUI, RESIDING AT DIRGHAGRAM,ARAJIKRISHNABATI,PS-GHATAL,WEST MEDINIPUR-721212,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABINDRA PALUI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/08/2024.THAT RABINDRANATH PALUI AND RABINDRA PALUI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I WILLIAM SHIAO PING WONG SON OF WONG CHIN MEI RESIDENT OF 23 PARK STREET, 1ST FLOOR, KOLKATA-700016 WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS WILLIAM WONG VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/08/2024 , THAT WILLIAM SHIAO PING WONG AND WILLIAM WONG ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I YUNUS MOHAMMED,S/O LATE YUSUF MOHAMMED,R/O 28,AHIRI PUKUR ROAD,PO-BALLYGUNGE, KOLKATA-700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD YUNUS ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/08/2024,THAT YUNUS MOHAMMED AND MD YUNUS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KAZI ABUL FAZAL MAINUL HOQUE ON BEHALF MY MINOR SON SYED ABUL KARAM AZIZUL HOQUE(OLD NAME),RESIDING AT VILL & PO-MAHAMMADPUR,PS-NOWDA,DIST-MURSHIDABAD,PIN-742121,WEST BENGAL, HAVE CHANGE HIS NAME AND HE SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAZI ABUL KARAM AZIZUL HOQUE (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA VIDE AFFIDAVIT NO 75,DATED 13/08/204,SYED ABUL KARAM AZIZUL HOQUE (OLD NAME),AND KAZI ABUL KARAM AZIZUL HOQUE (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ATIAR RAHAMAN,S/O LATE HAJI ABDUL KARIM,R/O MAJHERPARA, ARKHALI,PS-AMDANGA,NORTH 24 PARGANAS,743221, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAJI ATIAR RAHAMAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARASAT ON 11/06/2024,THAT ATIAR RAHAMAN AND HAJI ATIAR RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KESHAV SOMANI,S/O LATE JUGAL KISHORE SOMANI,R/O AQUA BEAUMONT,119 MATHESH WARTALA ROAD, FLAT-4C,PS-PRAGATI MAIDAN, KOLKATA-700046, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KESHAV KUMAR SOMANI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/08/2024,THAT KESHAV SOMANI AND KESHAV KUMAR SOMANI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AMATUL FERDOUSI (OLD NAME), W/O KAZI ABUL FAZAL MAINUL HOQUE,R/O VILL & PO-MAHAMMADPUR,PS-NOWDA, DIST -MURSHIDABAD,PIN-742121 WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMATUL FERDOUSHI (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT NO 76 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON DATED 13/08/2024.THAT AMATUL FERDOUSI AND AMATUL FERDOUSHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KAZI ABUL FAZAL MAINUL HOQUE ON BEHALF MY MINOR SON SYED ABUL KARAM AZIZUL HOQUE(OLD NAME),RESIDING AT VILL & PO-MAHA MMADPUR,PS-NOWDA, DIST-MURSHIDABAD, PIN-742121, WEST BENGAL,HAVE CHANGE HIS NAME AND HE SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAZI ABUL KARAM AZIZUL HOQUE (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA VIDE AFFIDAVIT NO 75,DATED 13/08/204,SYED ABUL KARAM AZIZUL HOQUE (OLD NAME),AND KAZI ABUL KARAM AZIZUL HOQUE (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, CHIRANJIT MONDAL, RESIDING AT VILL-NARAYANPUR,PO-KABAMBAGACHI, PS-CHAKDAHA, NADIA-741222, WEST BENGAL. DO HEREBY INFORM THAT MY FATHER PURNA MONDAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PURNA CHANDRA MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/08/2024.THAT PURNA MONDAL AND PURNA CHANDRA MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I FAKIR MONDAL,S/O AKBAR MONDAL,R/O VILL & PO-SANEKPUR, PS-GOPAL NAGAR,NORTH 24 PARGANAS-743701,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FAKIR AHAMMED MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/08/2024,THAT FAKIR MONDAL AND FAKIR AHAMMED MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sumanta Sarathi Mahata S/o. Madan Mohan Mahata R/o. Anjali Niwas Chaibasa Road, Ward No.- 06, P.O.- Dlmi Nadiha, P.S.- Purulia (M), Dist.- Purulia, Pin-723102 shall henceforth be known as Sumantra Sarathi Mahata. I declare that Sumantra Sarathi Mahata and Sumanta Sarathi Mahata is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary public, Kolkata on 13-08-2024.

Name Change

I, Md Islam Dogra S/o. Sekh Abdul Jabbar R/o. Vill.- Cheragram, P.O.- Cheragram, P.S- Gurap, Dist.- Hooghly Rural, Pin-712303 shall henceforth be known as Sekh Mohammad Islam. I declare that Sekh Mohammad Islam and Md Islam Dogra is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-08-2024.

Name Change

I, Sujata Mahata D/o. Rabindra Nath Mahato R/o. Anjali Niwas Chaibasa Road, Ward No.- 06, P.O.- Dlmi Nadiha, P.S.- Purulia (M), Dist.- Purulia, Pin-723102 shall henceforth be known as Sujata Mahato. I declare that Sujata Mahato and Sujata Mahata is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary public, Kolkata on 13-08-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি Meheddin Mallick (পুরাতন নাম) পিতা Firoj Mallik ঠিকানা Vill.- Purba Amarshi, P.O.- Amarshi, P.S.- Patashpur, East Medinipur-721454, কলকাতয় নোটারি পাবলিক Dated 13-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Meheddin Mallik (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Meheddin Mallik (নতুন নাম) ও Meheddin Mallick (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Sk Mehadullah S/o. Sekh Mohammad Islam R/o. Vill.- Cheragram, P.O.- Cheragram, P.S- Gurap, Dist.- Hooghly Rural, Pin-712303 shall henceforth be known as Sekh Mehadullah. I declare that Sekh Mehadullah and Sk Mehadullah is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-08-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি Md Mahmood (পুরাতন নাম) পিতা Md Salim ঠিকানা 47P/1, Golam Jilani Khan Road,P.S.-Tiljala,Kolkata-700039, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 13-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mohammed Mahmood Mullick (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mohammed Mahmood Mullick (নতুন নাম) ও Md Mahmood (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

SARVOTTAM FINVEST LIMITED

CIN: L65993WB1978PLC031793
Regd. Off.: 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001,
Ph No:(033) 2210 0875
e-mail:sarvottamfinvest@gmail.com,Website:www.sarvottamfinvest.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended 30-June 2024 Reviewed	31-March 2024 Audited	30-June 2023 Reviewed	Year Ended 31-March 2024 Audited
1	Total Income from Operations	61.04	49.15	36.13	182.55
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	10.34	9.62	12.41	48.93
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	7.74	18.06	9.18	47.15
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	7.74	18.06	9.18	47.15
5	Equity Share Capital	750.00	750.00	750.00	750.00
6	Other Equity	-	-	-	1779.64
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations)				
	a.Basic(Rs.)	0.10	0.24	0.12	0.63
	b.Diluted(Rs.)	0.10	0.24	0.12	0.63

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bse-india.com and on the Company's website at www.sarvottamfinvest.in

For **Sarvottam Finvest Limited**
Dilip Kumar Gupta
Managing Director
(DIN:01168576)

Place : Kolkata
Date: August 13, 2024

TRIBUTE TRADING AND FINANCE LIMITED

CIN: L35991WB1986PLC139129
Regd. Office: : 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001,
Ph No:(033) 2210 0875
e-mail: ttfltd@gmail.com, Website: www.ttfltd.co.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended 30-June 2024 Reviewed	31-March 2024 Audited	30-June 2023 Reviewed	Year Ended 31-March 2024 Audited
1	Total Income from Operations	91.08	106.06	38.79	256.49
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	38.08	(2.52)	17.02	54.13
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	28.49	1.21	12.74	43.60
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	28.49	1.21	12.74	43.60
5	Equity Share Capital	1200.00	1200.00	600.00	1200.00
6	Other Equity	-	-	-	1716.85
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations)				
	a.Basic(Rs.)	0.24	0.01	0.21	0.36
	b.Diluted(Rs.)	0.24	0.01	0.21	0.36

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.cse-india.com and on the Company's website at www.ttfltd.co.in

For **Tribute Trading and Finance Limited**
Sangeeta Sethia
Managing Director
(DIN: 00585682)

Place : Kolkata
Date: August 13, 2024

VIRAT LEASING LIMITED

CIN:L65910WB1984PLC098684
Regd. Off.: 1, Crooked Lane, 3rd Floor, Room No. 324, Kolkata–700069
Corp. Off: Jajodia Tower, 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8,Kolkata-700001
E-Mail: info@vll.co.in **Website:** www.vll.co.in

EXTRACT OF OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

(₹. in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 30.06.2024 Unaudited	Year ended 31.03.2024 Unaudited	Quarter ended 30.06.2023 Unaudited	Year ended 30.06.2024 Audited
1	Total Revenue from Operations	27.29	22.79	24.85	87.52
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	15.32	7.10	10.66	-10.96
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	15.32	7.10	10.66	-10.96
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	12.55	3.52	7.86	-13.09
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	30.82	3.52	8.47	-12.48
6	Equity Share Capital	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05
7	*Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.10	0.03	0.06	-0.10

Note:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the 1st Quarter ended 30th June, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the websites of the company at www.vll.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th August 2024.

For Virat Leasing Limited
sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Date : 13.08.2024

TIRRIHANNAH COMPANY LIMITED

CIN : L6599WB1908PLC1838
Regd. Office : 5, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata-700 001
Tel: (+91-033) 22487093/23430875/40056005 **Email Id:** tirrihannah.co@gmail.com, **Website:** www.tirrihannah.co.in

Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Result for the Quarter and Three Month ended June 30, 2024

(in Repees)

SL No		Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations (net)	29,631,931.61	19,662,840.59	26,855,721.21	209,283,096.23
2	Net Profit/ (Loss) for the quarter/year"(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(11,496,036.11)	(15,412,670.23)	(11,770,236.89)	6,517,487.31
3	Net Profit/(Loss) for the quarter/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(11,496,036.11)	(15,412,670.23)	(11,770,236.89)	6,517,487.31
4	"Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(11,496,036.11)	(15,412,670.23)	(11,770,236.89)	6,517,487.31
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(11,496,036.11)	(15,412,670.23)	(11,770,236.89)	6,517,487.31
6	Equity Share Capital	31,868,750.00	31,868,750.00	31,868,750.00	31,868,750.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		(27,030,688.00)		(11,618,021.04)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	Basic :	(3.61)	(4.84)	(3.69)	2.05
	Diluted :	(3.61)	(4.84)	(3.69)	2.05

Note : a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites www.tirrihannah.co.in and https://www.cse-india.com

For and on behalf of the Board of Directors
UMESH KANKANI
(DIN - 00652561)
Whole Time Director

Place : Kolkata
Date : 13.08.2024

সময় মতো হয়নি কালভার্ট, গ্রামবাসীরা তৈরী করললেন বাঁশের সেতু

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ আগস্ট ঃ সময় মতো হয়নি কালভার্ট। যার ফলে খড়গ্রাম ব্লকের কাঁকুরনালা বিল এলাকার টিঠিভাঙাসহ কয়েকটি গ্রাম বন্যার জলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সমস্যায় গ্রামবাসী থেকে শুরু করে স্কুলের ছাত্রছাত্রী। অবশেষে যাতায়তের জন্য গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে তৈরী করললেন বাঁশের সেতু। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ব্লকের ঝিল্লি পঞ্চায়েত এলাকার উত্তরে রয়েছে কাঁকুরনালা বিল। ওই বিলের মাঝ বরাবর চলে গেছে কাঁকুর নালার মতো ছোট্ট নদী। এটি বীরভূমে ব্রাহ্মণী নদী থেকে উপন্ন হয়ে কেলাই গ্রামের কাছে দ্বারকা নদীতে মিশেছে। বছরের অন্য সময়ে নালায় জল না থাকলেও বর্ষায় দু'কুল ছাপিয়ে যায়। ব্রাহ্মণী নদীত জল বাড়লেই নালা দিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমিতে জল ঢুকে পড়ে। শনিবার থেকেই টিঠিডাঙা, কেলাই, বাবলাডাঙা, যোদপুর ইত্যাদি এলাকার কৃষিজমিতে জল ঢুকতে শুরু করেছে। অন্যদিকে কালভার্ট তৈরি না হওয়ায় কয়েকটি গ্রামও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বর্ষার ভরা নালায় গ্রামের ছাত্রছাত্রীরাও স্কুলে আসতে পারছিল না। অসুস্থদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। সমস্যায় পড়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। অবশেষে সমস্যা সমাধানে যাতায়তের জন্য গ্রামবাসীরা নিজেরাই নালার উপর একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু তৈরির করে। সোমবার থেকে এই সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। যদিও খড়গ্রাম ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বাঁশের সেতু তৈরির জন্য অতিরিক্ত ১২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে গ্রামের বাসিন্দারা বিভিন্ন এলাকা থেকে বাঁশ সংগ্রহ করে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে কাঁকুর নালার উপর এই বাঁশের সেতু তৈরী করেছেন। সেতু বাঁশের সেতু পরিদর্শনে করতে মঙ্গলবার আসেন খড়গ্রাম ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মিলনী দাস। তার সঙ্গে কালাভার্টিও পরিদর্শন করেন যাতে দ্রুত কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, যেখানে কালভার্ট হচ্ছে। সেখানে একটি পুরনো ভাঙা কালভার্ট আগে থেকেই ছিল। পুরনোটি ভেঙে ফেলার পর সেখানে কয়েকটি পিলার তোলা হয়েছে। এর থেকে বেশি কাজ হয়নি। তাই এই বন্যার সময়ে বাসিন্দাদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। নালা পারাপার করা যাচ্ছে না। ঠিকাদার সংস্থার মালিক মুর্শেদ রহমান বলেন, ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি প্ল্যান এস্টিমেটে ভুল থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পূর্ণ করা যায়নি। পরে রিভাইজড এস্টিমেট হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করা হবে।

বাগডোগরা দুর্ঘটনায় স্বজন হারাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন সভানেত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ আগস্ট ঃ গতকাল ছিল শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার। শিলিগুড়ির কাছে বাগডোগরায় একটি সড়ক দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছে ৬ জনের প্রাণ। একটি চার চাকার গাড়ি নিযন্ত্রণ হারিয়ে জংলি বাবার মন্দিরের পথে হেটে যাওয়া শিব ভক্তদের পিষে দেয়। গাড়িটিও নিযন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে সব মহলেই। গতকাল এই

দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ছুটে যান উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তিনি গতকালই জানিয়েছিলেন আমরা এই দুর্ঘটনায় হতাহত পরিবারের পাশে রয়েছি। আজ হেডমুড়ি সিঙ্গিঝোরায় প্রিয়জন হারানো ওই সমস্ত পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ , দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ওই প্রিয়জন হারানো পরিবারগুলোর পাশে সবরকম ভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

বিএসএফের গুলিতে মৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ আগস্ট ঃ বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু এক যুবকের। মৃতদেহ উদ্ধার হবিবপুর থানার, শ্রীরামপুর অঞ্চলের, ভারত বাংলা সীমান্তের অনুরাধাপুর ক্যাম্পের হিজল ফরেস্ট এলাকায়। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে ভোর রাতে ফেনসিডিল পাচারের উদ্দেশ্যে এসেছিল। সেই সময় ভারত বাংলা সীমান্তে অনুরাধাপুর ক্যাম্পের ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা ডিউটিতে থাকা সময়, রাতের অন্ধকারে বর্ডার এলাকায় ফেনসিডিল পাচারের উদ্দেশ্যে এসেছিল বলে সূত্রের খবর।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ (১) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-২৫, (২) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-২৮, তারিখঃ ১২.০৮.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/জি/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য আইটেমসমূহের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ১২টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং.-১। কাজের বিবরণঃ** অমৃত ভারত স্টেশনের অধীনে সিনি. ডিইই(জি)/খড়গপুর-এর অধীনে বাগনান, মেচেদা, পাঁশকুড়া, তমলুক-এ এবং সিনি. ডিইই(জি)/সাঁতরাগাছি-এর অধীনে আন্দুল ও উলুবেড়িয়া-তে ১২ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভারব্রিজের ব্যবস্থার জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯১,৬৩,৫৪৭.৬৯ টাকা। **বিড সিকিউরিটি/বায়না মূল্য জমাঃ** ১,৮৩,৩০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। কাজের বিবরণঃ** খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে ইএলকেপি বিল্ডিং ও অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিংগুলির রি-ওয়্যারিং-এর জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,০৭,৮৬,০৬৭.৬৮ টাকা। **বিড সিকিউরিটি/বায়না মূল্য জমাঃ** ৪,০৩,৯০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ০৪.০৯.২০২৪ (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **জমা দেওয়ার তারিখ ঃ** ০৪.০৯.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ অন্যান্য সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-480)**

আরজিকর কাণ্ডে কংগ্রেসের পথ অবরোধ রামপুরহাটে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ আগস্ট ঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক খুনের ঘটনার সিবিআই তদন্ত ও রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে জাতীয় সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালো কংগ্রেস। বীরভূমের রামপুরহাট বাস স্ট্যান্ড এলাকায় সোমবার রানীগঞ্জ-মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকেরা। এদিনের বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মিল্টন রশিদ সহ কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকেরা। তাদের দাবি মহিলা চিকিৎসক খুনের তদন্ত সিবিআইকে দিয়ে করাতে হবে। সেই সঙ্গে ঘটনার দায় নিয়ে অবিলম্বে রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে।

ফর্ম নং INC-২৬

[নিয়ম ৩০ অনুযায়ী কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) নিয়ম, ২০১৪] এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে

কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে

আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল, কলকাতা।

কোম্পানি আইন, ২০১৩, ধারার বিষয়ে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ১৩(৪) এবং বিধি ৩০(৬)(এ)

কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর এবং

মেসার্স বিষয়ে BRANDINGAREA OPC প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U92490WB2022OPC252870) সিও প্রবীর মন্ডলে এর নিবন্ধিত অফিস থাকা, পোঃ- পাঁচমুড়া, পাঁচমুড়া, শ্যামসুন্দরপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২২১৫৬ , ...

আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে যাতে অতিরিক্ত সময়ে পাস করা বিশেষ রেজোলিউশনের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনের নিশ্চয়তা চায়। ৩০ জুলাই, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত সাধারণ সাধারণ সভা কোম্পানিটিকে তার নিবন্ধিত অফিস 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'দিল্লি রাজ্য'-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য।

কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম ফাইল করে অথবা পাঠানোর কারণ হিসেবে MCA-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিতরণ করতে পারেন। আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল, নিজাম প্লেস, ।। MSO বিল্ডিং, ৩য় তলা, ২৩৪ / ৪, এ. জে .সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির একটি অনুলিপি সহ উপরে উল্লেখিত ঠিকানায় তার নিবন্ধিত অফিসে।

আবেদনকারীর পক্ষে এবং পক্ষে
BRANDINGAREA OPC
প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা /- রাহুল মন্ডল
পরিচালক
(DIN: 0956462)

তারিখঃ ১৪ আগস্ট, ২০২৪
স্থানঃ বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

OFFICE OF THE PRADHAN KESHARGARH GRAM PANCHAYAT
VILL.+ PO.: DAPANG, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER HURA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No: 233(16)/KGP/ 2024-25/ RE-TENDER, e-NIT NO:01/KGP/2024-25/RE-TENDER dt. 14/08/2024

Encrypted electronic bids are hereby invited by Pradhan, Keshargarh Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website https://wbtenders.gov.in/. (1). Date and Time of Download/Sale: from 14/08/2024 06:00 pm to 21/08/2024 01:00 pm. (2). Date and Time of Bid Submission: from 14/08/2024 06:00 pm to 21/08/2024 01:00 pm. (3). Date and time of Bid Opening: 23/08/2024 at 02:30 pm. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned web site. Source of Fund:- 15th FC (Tied & Un Tied).

Sd/- Pradhan
Keshargarh Gram Panchayat, Hura Dev. Block., Purulia.

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াকে কেন্দ্র করে হর্টিকালচার হাব তৈরির পরিকল্পনা

কলকাতা, ১৩ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার জঙ্গলমহলের দুই জেলা পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াকে কেন্দ্র করে হর্টিকালচার হাব বা উদ্যানপালন তালুক তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে। বিভিন্ন বাগিচা ফসল উপাদনের মধ্যে দিয়ে ওইসব জেলার প্রান্তিক মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষকদের মাথাপিছু আয় বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। সেজন্য দেশ-বিদেশের বাজারে চাহিদা রয়েছে এরকম ফসল উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন এই উদ্দেশ্যে। এই রাজ্যে ২০১৩ সাল থেকে ড্রাগন ফল চাষ শুরু হয়েছে। তাতে বিপুল সংখ্যক ক্রেতার চাহিদা পূরণ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়ায় চার রকমের আঙুর ফলছে। পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় হাব তৈরির যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেখানেও এই ধরনের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় ফসল উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

Office of the Kapasharia Gram Panchayat
Notice Inviting E-Tender

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following works: (1) NIT No. 1398/E-NIT/KGP/2024-25, (2) NIT No. 1399/E-NIT/KGP/2024-25. Last date of uploading of asking documents as per NIT(online) on or before 21/08/2024 up to 6 PM. Date of Opening of Tender (online)for Technical on 23/08/2024 at 11 A.M. & Financial at 1 P.M. For details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

নিকাশি নালা করা হচ্ছে চা বাগানের মালিকের সুবিধার্থে এমনই অভিযোগ করলেন গ্রামবাসী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ আগস্ট ঃ গ্রামের মানুষ এর জন্য নিকাশি নালা বরাদ্দ হলেও সেই নিকাশি নালা করা হচ্ছে এক ব্যক্তিগত চা বাগানের সুবিধার্থে। সেই কারনে ক্ষোভ গ্রামবাসীর। ক্ষোভে নিকাশি নালার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে। রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের ফরেয়াভিটা গ্রামে প্রতিবছর সমস্যায় পড়েন গ্রামবাসীরা জল নিকাশির ব্যবস্থা না থাকার কারণে , বিশেষ করে বর্ষার সময় চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় গ্রামের মানুষকে। সেই কারনে গ্রামের মানুষের কথা চিন্তা করে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নিকাশি নালা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ তহবিল থেকে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই নিকাশি নালার জন্য। কিন্তু সেই নিকাশি নালা গ্রামের মধ্যে না করে করা হচ্ছে এক ব্যক্তিগত চা বাগানের পাশে বাগান মালিকের সুবিধার্থে। তারপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামের মানুষ। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা নিয়ে সেই নিকাশি নালার কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান বেশ কয়েকজন স্থানীয়। এই বিষয়ে গ্রামের মানুষ তথা তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ চাকি জানায় গ্রামের মানুষের সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নিকাশি নালা করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেই নিকাশি নালা গ্রামের মানুষের জন্য না করে চা বাগানের মালিকের সুবিধার্থে তৈরি করা হচ্ছে। সরকারি টাকা ব্যয় করে কোন মালিককে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেস্টা করছে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য। সরকারি টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছে এলাকার কিছু বিজেপির নেতা। সেই কারনে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমরা। অন্যদিকে এই বিষয়ে বাগান মালিক কিছু বলতে না চাইলেও

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য নরেন্দ্রনাথ রায় জানায় নিকাশি নালা টি গ্রামে হবার কথা ছিল কিন্তু গ্রামের মানুষ সেখানে এই নিকাশি নালা করতে চাইছে না বলে এই স্থানে নিয়ে আসা হয়েছে সবাইকে জানিয়েই। এখানে একটি ICDS স্কুল রয়েছে সেখানে জল জমে, আর এখানের জন্য মাস্টার প্ল্যান দেওয়া ছিল আগে। যেখানে করার কথা ছিল এই ড্রেন সেখানে গ্রামবাসী আপত্তি করায় সম্ভব হয়নি বলে এইখানে নিয়ে আসা হয়েছে ড্রেনটি। ব্যক্তিগতভাবে কাউকেই সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য নয় এখানে ট্রেনটি হচ্ছে না। স্থানীয় পঞ্চায়েত আরও জানান আজকে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এরপর আমাদের প্রধান কে এই বিষয়টি জানানো হবে উনি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবেন।

হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের মৌন মিছিল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ আগস্ট ঃ ওপার বাংলায় সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের মৌন মিছিল জলপাইগুড়িতে। মঙ্গলবার হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর চলা নারকীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে এপার বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে জন জাগরণ যাত্রার মধ্যে দিয়ে পান্ডা পাড়া থেকে মৌন মিছিল করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এই প্রসঙ্গে হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের আহ্বায়ক পাঞ্চালি দেব সিকদার নাগ বলেন। আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম মারফত দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের উপর কি ধরনের নারকীয় নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে, বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে নিজেদের দাবিদাবা নিয়ে আন্দোলন করলেও পরবর্তীতে আমরা বুঝতে পেরেছি, এর মূল লক্ষ্য ওখানে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন করে তাদের উৎখাত করা, এরই বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করার লক্ষ্যেই আজকের এই কর্মসূচি।

MINOLTA FINANCE LIMITED
CIN: L65921WB1993PLC057502
Registered Office: Unique Pearl, BL-A, Hatiara, Roy Para, Kolkata-700157 West Bengal ;
Phone No.: 7439803027
E-mail Id: minoltafinance@gmail.com; **Website:** www.minolta.co.in

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	3 Months ended 30.06.2024 Unaudited	3 Months ended 31.03.2024 Audited	Corresponding 3 Months ended 30.06.2024 Unaudited	Year to date figure as on 31.03.2024
1	Total Income from Operations (Net)	22.56	85.32	18.83	138.264
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	1.31	3.51	1.21	6.97
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	1.31	3.51	1.21	6.97
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1.31	3.51	1.21	5.16
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1.31	3.51	1.21	5.16
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	999.96	999.96	999.96	999.96
7	Earning Per Share (of Rs. 10/-) (for continuing and discontinued operations) a) Basic	0.00131	0.00351	0.00121	0.00516
	b) Diluted	0.00131	0.00351	0.00121	0.00516

Note:
1. Segmental Report for the Quarter as per AS-17 is not applicable for the Quarter.
2. Above resultes were reviewed by Audit Committee and taken on record by Board of Directors in meeting held on 13th August, 2023.
3. Provision for Taxation will be made at the end of the Financial Year.
4. Figures of Previous Year/Quarter/Period has been recasted/regrouped wherever necessary.
5. Statutary Auditors of the Company have carried "Limited Review" for above Results

For **Minolta Finance Ltd**
Sd/-
Dinesh Kr. Patnia
DIN: 01709741

Place : Kolkata
Date : 13th August 2024

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন **[সিনিয়ার ডিইএন/২/হাওড়া]ঃ ক্রমিক নং-১। এনআইটি নং ঃ ১৩৪_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৯.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসন টিআরআর(পি)- ১৯.৮৬৯ টিকেএম। স্থান ঃ বালি-শক্তিগড় ডাউন-১ ২৭-৩৩.৭৮৬=৬.৭৮৬ কিমি, ডাউন-১ ৩৪.০৭২-৩৪.৬৩০=০.৫৫৮ কিমি, ডাউন-১ ৩৫.১৫০-৩৭=১.৮৫০ কিমি, ডাউন-২ ২৬.০৬৩-২৬.৩১৬=০.২৫৩ কিমি, থার্ড লাইন ৫২.৬২৬-৫৭.০১৪=৪.৩৮৮ কিমি, রীভ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড ৫৪.৬০৭-৫৬.৩৮৭=১.৭৮০ কিমি, আপ-১ ১৭.০৩৩- ১৮.৭৪১=১.৭০৮ কিমি, আপ-১ ২১.৪৮০-২৩.৬২৮=২.১৪৮ কিমি, আপ-১, ৩১.৮৫০-৩২.২৪৮=০.৩৯৮ কিমি, সিনি. ডিইএন/২/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রে। **আনুমানিকমূল্যঃ** ১,৪৪,৮৫,৬৪৬.১৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,২২,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নং-২। এনআইটি নং ঃ ১৩৫_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৯.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসন টিআরআর(পি)-১৩.৭২৬ টিকেএম। স্থান ঃ বালি-শক্তিগড় থার্ড লাইন ৪৬.৬৬৪-৪৭.০৩০=০.৩৬৬ কিমি, রীভ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড ৫৬.৬৬৯-৬৫.২০০ =৮.৫৩১ কিমি, আপ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড ৪৭.৮৮৬-৫২.৭১৫=৪.৮২৯ কিমি ও টিএফআর-৫.৩১৩ টিকেএম বালি-শক্তিগড়ঃ থার্ড লাইনে ৪১.০১১-৪৫.৭৩০=৪.৭১৯ কিমি, আপ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড ৬৪.০৫৬-৬৪.৬৫০=০.৫৯৪ কিমি. সিনি.ডিইএন/২/ হাওড়া-র অধিক্ষেত্রে। **আনুমানিক মূল্যঃ** ১,১১,১২,২৯৫.২৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,০৫,৬০০ টাকা। **ক্রমিক নং-৩। এনআইটি নং ঃ ১৩৬_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৯.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** কাজের নামঃ হাওড়া ডিভিসন সিটিআর(এস)-৫.৭১১ টিকেএম। স্থান ঃ বর্দ্ধমান-খানা-বর্দ্ধমান ডাউন এডিভি ল্যুপ-১ঃ ০-০.৯৬২=০.৯৬২ কিমি, বর্দ্ধমান ডাউন এডিভি ল্যুপ-২ ঃ ০-০.৯৬০ = ০.৯৬০ কিমি, বর্দ্ধমান স্টাবলিং লাইন ০-০.২৬৫=০.২৬৫ কিমি, তালিত ডিডি লাইন ০.০৮৫-০.৯৬১ = ০.৮৭৬ কিমি; বর্দ্ধমান এসটিএন লিমিট বর্দ্ধমান পিএফ লাইন নং ৭ ঃ ০.২১৪-০.৮৬২=০.৬৪৮ কিমি; শক্তিগড় বর্দ্ধমান বর্দ্ধমান ডিজেল শেড লাইন-০ ঃ০-০.৬৬৩ = ০.৬৬৩ কিমি, বর্দ্ধমান ডিজেল শেড লাইন-১ ঃ০-০.১৬৫ =০.১৬৫ কিমি, বর্দ্ধমান ডিজেল শেড লাইন-২ ঃ ০-০.৩৬১ =০.৩৬১ কিমি, বর্দ্ধমান ডিজেল শেড লাইন- ৩ ঃ ০-০.৪৮৫ =০.৪৮৫ কিমি, বর্দ্ধমান ডিজেল শেড লাইন-৪ ঃ ০-০.৩২৬ = ০.৩২৬ কিমি ও টিএফআর -২৭.২০১ টিকেএম, স্থান-বালি-শক্তিগড় থার্ড লাইন ৭৯.৫৬৩-৮১ = ১.৪৩৭, থার্ড লাইন ৯৩-৯৫.২০০ = ২.২০০ কিমি, রীভ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড ৬৬-৭৩.৪১৮ = ৭.৪১৮ কিমি, রীভ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড ৭৮.২০০-৭৯.১৭০=০.৯৭০ কিমি, আপ-বর্দ্ধমান কর্ড ৬৬-৭৩ =৭ কিমি, আপ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড ৭৭.৪০০-৭৮=০.৬০০ কিমি, আপ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড ৮০-৮১=১ কিমি, আপ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড ৯৩-৯৪.০৬৩ =১.০৬৩ কিমি। আপ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড৯৪.৬৯৩-৯৫.২০০=০.৫০৭ কিমি, শক্তিগড়-বর্দ্ধমান ডাউন ৯৯.০০৮- ১০০.৩০০=১.২৯২ কিমি, রীভ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড ৯৫.২০০-৯৫.৬৪৭=০.৪৪৭ কিমি, আপ ১০০.৭৮২-১০১.২৪৯=০.৪৬৭ কিমি, আপ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড৯৫.২০০-৯৮=২.৮০০ কিমি ও টিআরআর(পি)-৮.৮৫৩ টিকেএম, স্থান- বর্দ্ধমান-খানা ডাউন-১ ১১৪.৫৬০-১১৪.৬৫৪=০.০৯৪ কিমি, ডাউন-১ঃ ১১৭-১১৯.৮৮০=২.৮৮০ কিমি, ডাউন-২ ঃ ১১৪.৫০০-১১৪.৯৮৫=০.৪৮৫ কিমি, আপ-১ঃ ১১৪.৫১৮- ১১৪.৫৫৫=০.০৩৭ কিমি, আপ-১ঃ ১১৮.৭২০-১১৯.০৫৭ =০.৩৩৭ কিমি; খানা-অণ্ডাল ডাউন-১ঃ ১১৯.৮৮০-১২০=০.১২০ কিমি, ডাউন-২ঃ ১২০.০২৮-১২০.১৩০=০.১০২ কিমি, ডাউন-২ঃ ১২০.২২১-১২০.৩৩০=০.১০৯ কিমি, শক্তিগড়-বর্দ্ধমান আপ মেইন লাইন ১০০.০৩৮-১০২.৩০০= ২.২৬২ কিমি, বর্দ্ধমান-খানা পিএফ ৩ঃ ০.১০০-০.২৪৫= ০.১৪৫ কিমি, পিএফ-৪ আপ প্যাসেঞ্জার লাইন ০-২.১৯৭=২.১৯৭ কিমি, শক্তিগড়-বর্দ্ধমান ডাউন এইচবিসি ১০৬.২৮০-১০৬.৩৬৫=০.০৮৫ কিমি., সিনি.ডিইএন/২/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রে। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৬৪,৭২,৪০০.০৭ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৩২,৪০০ টাকা। **ক্রমিকনং-৪। এনআইটিনংঃ ১৩৭_২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৯.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** কাজের নামঃ টিটিআর(এফএস+সিএস+সিএমএসসি)-১ ইন১২-৩ সেট ও ১ ইন ৮.৫-৪৭ সেট, টি অ্যান্ড টিটিআর (ডিএস)-২৩ সেট, টিটিআর (ডায়মণ্ড ক্রসিং) ৬০ কেজি ১ ইন ৮.৫-৪ সেট ও এসইজে-৪৫ সেট, সিনি.ডিইএন/২/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রে। **আনুমানিক মূল্যঃ** ১,২৪,১৫,৭৮০.৩৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,১২,১০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** বারো (১২) মাস (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য (ক্র. নং ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৯.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-220/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

KAUSHAL INVESTMENTS LIMITED
Regd. Off: 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D8, Kolkata-700001
CIN : L65993WB1981PLC033363 ; EMAIL : info@kaushalinvest.com
WEBSITE : www.kaushalinvest.com

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	1.46	5.31	1.59	7.95
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	-2.09	3.78	-4.14	-5.63
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	-2.09	-3.96	-4.14	-13.37
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	-2.09	-3.96	-4.14	-13.37
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-2.09	-3.88	-4.14	-13.29
6	Equity Share Capital	314.00	314.00	314.00	314.00
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	-0.07	0.13	-0.13	-0.43

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.kaushalinvest.com.
2 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on August 13, 2024.

FOR KAUSHAL INVESTMENT LIMITED
Sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Date : 13.08.2024

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-37/2024-25 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-38/2024- 25. Bid Submission closing date (Online)-21/08/2024 instated of 12/08/2024 and Bid Submission opening date (Online) 23/08/2024 instated of 14/08/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

পূর্বাশা রিসোর্স লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ পূর্বাশা হাউস, ২৫, পার্ক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ভারত, ফোনঃ ২২২৯-২৮৮১, ২২৪৯-৫৫২৪,
ই- মেলঃ corporate@purbasharesources.in,
ওয়েব সাইট ঃ www.purbasharesources.in
CIN - L65993WB1980PLC032908

৩০ জুন ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস পূর্ব বর্ষ শেষে ৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৭,১৯৮,৫২৫	৭৬,০৭৩,০৬৩	১৬,৩৫২,৩৪১
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	৫,২২৮,৯৬৯	২০,৯২৩,১৫৬	৮,৫৬৪,৩৭৫
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৫,২২৮,৯৬৯	২০,৯২৩,১৫৬	৮,৫৬৪,৩৭৫
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর পরে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৩,৫৭০,৭৬০	১৪,৬২৮,৫৭৭	৬,১৬৪,৩৭৫
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় লাভ / (ক্ষতি) সমন্বিত সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	২৫,২১০,৯০৭	৫৪,৭৭২,৮৩০	২৪,৬১১,৮৭৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ /-)	৩০,০১০,০০০	৩০,০১০,০০০	৩০,০১০,০০০
৭.	পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত সংরক্ষিত সংরক্ষণ	২৮১৮০২৯৭০	২৫৬৫৯২০৬৩	২৮১২০৩৯৪০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয় অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য) (চলবে এবং কার্যক্রম বন্ধ করা হচ্ছে) (প্রতিটি ১০ /- টাকার F.V) মূল এবং মিশ্র	১.১৯	৪.৮৭	২.০৫

দ্রষ্টব্যঃ
১. ৩০.০৬.২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য উপরোক্ত অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৩.০৮.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা অনুমোদিত সুপারিশের ভিত্তিতে এর সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে কোম্পানি, SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী (সংশোধিত হিসাবে)।
২. উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। (সংশোধিত হিসাবে)।
৩ ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায়। www.purbasharesources.in.
৪. পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক / কাল / বছরের পরিসংখ্যানগুলিকে পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, পুনঃ শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং / অথবা বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিভাগপ্রকাশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য যেখানেই প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

নির্দেশক বোর্ডের আদেশ দ্বারা
বিকাশ আগরওয়াল বিঞ্জরাজকা
চেয়ারম্যান
DIN:00012978

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩.০৮.২০২৪

SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LIMITED
CIN : L65191WB1990PLC048276
Regd. Off: "Mercantile Building",Block-E,2nd Floor, 9/12, Lalbazar Street,Kolkata-700001
Corp. Off: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street, Room No. D-8, 4th Floor, Kolkata - 700001
E-MAIL: info@scintilla.co.in, WEBSITE:www.scintilla.co.in

EXTRACT OF OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024 (Rs. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 30.06.2024 Unaudited	31.03.2024 Unaudited	30.06.2023 Unaudited	Year Ended 31.03.2024 Audited
1	Total Income from Operations	15.34	18.33	15.67	59.6
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	-0.90	-32.36	-5.99	-18.00
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	-0.90	-32.36	-5.99	-18.00
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	1.38	-27.55	-4.48	-16.88
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1.38	-29.80	-4.48	-19.13
6	Equity Share Capital	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and dis continued operations)	10	10	10	10
	Basic & Diluted	0.01	-0.27	-0.04	-0.17

Notes :
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Un-audited Standalone Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.scintilla.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th August, 2024.

For and on behalf of the Board
For Scintilla Commercial & Credit Limited
Sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Managing Director
(DIN: 00468744)

Place : Kolkata
Date : 13.08.2024

J R D FINANCE LIMITED
Regd. Off.: 1/1A, BIPLABI ANUKUL CHANDRA STREET 5TH FLOOR, ROOM NO. 5G KOLKATA - 700072
Email : fin.jrd@gmail.com , **Website :** www.jrdfinance.com
CIN - L65999WB1993PLC058107

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024 (₹. in Lacs)

Sl. no.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from operations	78.25	79.51	74.73	306.23
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extraordinary items)	3.45	1.80	3.46	8.66
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	3.45	1.80	3.46	8.66
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	2.55	0.98	2.60	6.54
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	2.55	0.98	2.60	6.54
6	Equity Share Capital	272.03	272.03	272.03	272.03
7	Other Equity	-	-	-	171.6
8.	Earning Per Share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations) : Basic : (₹)	0.09	0.04	0.10	0.24
	Diluted (₹)	0.09	0.04	0.10	0.24

Notes:
1. The above financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on August, 13, 2024. It has been subjected to limilted review by the statutory auditors of the company.
2. The Company is primarily engaged in NBFC activities.In terms of Ind AS 108 - 'Operating Segments', the company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business..
3. The figures of the quarter ended March 31, 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of the financial year 2023-24 and the published
4.The full format of thess financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and the Company's website at www.jrdfinance.com
5. Previous periods' figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

For J R D Finance Limited
Sd/-
Himangshu Mondal
Director
(DIN - 06984911)

Place : Kolkata
Date : 13.08.2024

১৮ মাস নির্বাসনে ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন ভগত

লওসানে, ১৩ আগস্টঃ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক্স শেষ হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যেই প্যারিসেই শুরু হবে প্যারালিম্পিক। বিশেষভাবে সক্ষম অ্যাথলিটদের নিয়ে অলিম্পিক্সের আসর। এটাই নিয়ম যে কোনও মেগা আসরের ক্ষেত্রে। ওই মেগা আসর শুরুর আগেই ভারতীয় শিবিরে বজ্রপাত। সম্ভাব্য পদকজয়ীর মধ্যে ব্যাডমিন্টনের প্রমোদ ভগতকে ডোপ বিরোধী নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য ১৮ মাস নির্বাসিত করা হয়েছে। বিশ্ব কুস্তি সংস্থা এদিনই জানিয়েছে, 'আমরা বারবার জাতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থার কাছে ভগতের ডোপ বিরোধী নির্দেশিকার ব্যাপারে জানতে চেয়েছি, কিন্তু তিনি কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। যে কারণে তাঁকে প্যারালিম্পিকে নামতে দেওয়া হবে না।' প্রতি অ্যাথলিটকে অলিম্পিক্সের মতো সর্বোচ্চ আসরে নামার আগে কোর্ট অব আরব্রিটেশনকে নানা তথ্য দিতে হয়। কিন্তু এই অভিজ্ঞ তারকা সেই বিষয়ে কিছুই জানাননি। সেটাই ভগতের বিপক্ষে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, প্যারিসের বুকেই প্যারালিম্পিক হবে ২৮ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ''টোকিও ২০২০ প্যারালিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন প্রমোদ ভগতকে ১৮ মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং প্যারিস ২০২৪ প্যারালিম্পিক গেমসেও অংশগ্রহণ করবে না।'' কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস ভগতের কাছে অ্যান্টিং ডোপিং নিয়ম নিয়ে তিনবার ব্যাখ্যা চেয়েছিল। তিনি তা দেননি, এমনকি এই নিয়ে আবেদনও করেননি ১ মার্চের মধ্যে।

তুর্কমেনিস্তানের ক্লাবের বিরুদ্ধে নামার আগে সতর্ক কুয়াদ্রাত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ জয়ের রাস্তা ভুলে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কার্লেস কুয়াদ্রাতের হাত ধরে গতবার ঘুরে দাঁড়ায় লাল-হলুদ। কলিঙ্গ সুপার কাপে জিতে ট্রফি জয়ের খরা কাটায় ইস্টবেঙ্গল। আর সুপার কাপ জেতার ফলে এএফসি কাপে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যান নন্দকুমাররা। বুধবার এএফসি কাপে তুর্কমেনিস্তানের দল আলতাইন আসিরের বিরুদ্ধে নামবেন কুয়াদ্রাতের ছেলেরা। তার আগে স্প্যানিশ কোচ বলছেন, ''ক্লাবের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। দীর্ঘদিন হয়ে গিয়েছে আমরা এশীয় পর্যায়ে খেলিনি। আমরা তৈরি। কঠিন একটা পরীক্ষার সামনে আমরা। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়ে দেখাতে হবে যে আমরাও ওদের পর্যায়েই।'' তবে গত কয়েকবছরে ইস্টবেঙ্গল এশীয় পর্যায়ের কোনও টুর্নামেন্টেই

খেলেনি। সেই অভিজ্ঞতাও নেই তাদের। সেই প্রসঙ্গে কুয়াদ্রাত বলছেন, ''বাস্তবটা মেনে চলতে হবে আমাদের। আমাদের দলের অনেক প্লেয়ারেরই এটাই প্রথম এএফসি ম্যাচ। ওদের দলে এমন কিছু খেলোয়াড় রয়েছে যারা ২০ বা তার বেশি সংখ্যক ম্যাচ খেলেছে প্রতিযোগিতায়। আমরা লড়াই করব। সেই সঙ্গে সমর্থকদেরও সমর্থন দরকার।'' চোটের জন্য নিশু কুমার নামতে পারবেন না। গতবারের থেকে এবারের দল শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গলের। কুয়াদ্রাত মনে করেন তারা আন্ডারডগ হিসেবে নামছেন এই ম্যাচে। কুয়াদ্রাত বলছেন, ''আমরা ফেভারিট নই। ৯ বছর পরে আমরা এশীয় পর্যায়ে খেলছি। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার ইস্টবেঙ্গলের নেভার সে ডাই অ্যাটিটিউড রয়েছে। আমরা সেই চেষ্টাই করে যাব। হারার আগেই হার মানব না। পাঁচ বছর আগে আলতাইন আসির কিন্তু ভালো দল ছিল। আমাদের কাছে এটা নতুন একটা পরীক্ষা। ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার এটাই সেরা সুযোগ।'' কুয়াদ্রাতের সঙ্গে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে এসেছিলেন নন্দকুমার। তিনিও প্রথমবার এএফসি কাপ খেলতে নামছেন। সেই প্রসঙ্গে নন্দকুমার বলছেন, ''আমি এই ম্যাচ খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। এটাই আমার প্রথম এএফসি ম্যাচ। খেলোয়াড়রা মাঠে নামার অপেক্ষায়। আমরা তৈরি।''

ডুরান্ডে নিয়মরক্ষার ম্যাচে জয় মহামেডানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ ডুরান্ড কাপ থেকে মহামেডান স্পোর্টিং ছিটকে গিয়েছিল আগেই। প্রথম ম্যাচে ড্র করে সাদাকালো ব্রিগেড। দ্বিতীয় ম্যাচে বেঙ্গালুরুর কাছে হার মেনে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় রেড রোডের ধারের ক্লাব। ইন্ডিয়ান নেভির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচটি ছিল মহামেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে নিয়মরক্ষার। সেই ম্যাচে মহামেডান স্পোর্টিং ১-০ গোলে জিতল। ডুরান্ড কাপের শেষ ম্যাচটি জিততে চেয়েছিল সাদা-কালো ব্রিগেড। ইন্ডিয়ান নেভিকে শেষ ম্যাচে মহামেডান হারাল বটে। কিন্তু পরের পর্বে যাওয়ার আশা আগেই শেষ হয়ে যাওয়ায় এদিন জিতেও ছিটকেই যেতে হল ইসরাফিলদের। ২৪ মিনিটে সুজিত সিংয়ের দুরন্ত গোলে এগিয়ে যায় মহামেডান স্পোর্টিং। কর্নার পেয়েছিল মহামেডান স্পোর্টিং। কর্নার থেকে ফিরতি বল সুজিত সিংয়ের কাছে পৌঁছলে বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে তিনি ইন্ডিয়ান নেভির জালে বল জড়ান। ওরকম দুর্দান্ত মানের গোলের পরও মহামেডান স্পোর্টিং আর গোল সংখ্যা বাড়াতে পারল না। ডুরান্ড অভিযান শেষ হয়ে গেল সাদা-কালো ব্রিগেডের। কলকাতা লিগেও মহামেডানকে বেরঙিন দেখাচ্ছে। সামনে আইএসএল। তার জন্য এবার প্রস্তুতি শুরু করবে রেড রোডের ধারের ক্লাব। বুধবার সকালে শহরে পা রাখছেন আন্দ্রে চেরনিশভ। ১৬ আগস্ট থেকে শুরু হওয়ার কথা মহামেডানের অনুশীলন।

'দলের ক্ষতি চাইনি...' স্কোয়াডে থেকেও ভারতের বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার হতে পারেননি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

হতে পারতেন বিশ্বজয়ী দলের সদস্য। চোট লুকিয়ে রাখলেই হত। কিন্তু দলের ক্ষতি চাননি। বিশ্বকাপের দলে নাম ছিল। সেই ১৩ বছর আগের কথা। ২০১১ সালে ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। দীর্ঘ ২৮ বছরের অপেক্ষার ইতি হয়েছিল সে বার। ওয়াংখেড়ের সেই রাত এখনও ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের মনে ঝড় তোলে। গত বছর এমনই একটা মুহূর্ত আসতে পারত। ওয়ান ডে ফরম্যাট, ফের ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। টানা দশ ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। কিন্তু ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার। সদ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। তবে অস্ট্রেলিয়ার কাছে গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনাল হারের ক্ষত কিছুটা হলেও রয়ে গিয়েছে। আর ভারতের সেই পেসার? যিনি ২০১১ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা পেয়েও নাম তুলে নিয়েছিলেন! টিভিতে ম্যাচ দেখে কী অনুভূতি হয়েছিল? একটু বিস্তারিত আসা যাক। ভারতের দল ঘোষণা। ১৭ জানুয়ারি, ২০১১। চেন্নাইতে সাংবাদিক সম্মেলন করার কথা তৎকালীন দল নির্বাচক প্রধান কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্তের। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা হল। বোলারদের তালিকায় নাম প্রবীণ কুমারের। ভারতের অন্যতম সেরা সুইং বোলার। নির্বাচক প্রধানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রবীণ কুমারের তো চোট রয়েছে, তা হলে কেন বিশ্বকাপের টিমে? শ্রীকান্ত জবাব দিয়েছিলেন, 'প্রতিটা দলেই চোট সমস্যা থাকে। এটা নিয়ে ভাবার কী রয়েছে!' প্রবীণ কুমার সে সময় জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে! সেরে ওঠার চেষ্টা করছেন! প্রবীণ জানান, সে সময় তিনি আমেদাবাদে ছিলেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু বিশ্বকাপ। ৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে আসে, টিম থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন প্রবীণ কুমার। তাঁর পরিবর্তে দলে নেওয়া হয় শান্তাকুমারন শ্রীসন্থকে। কী হয়েছিল? একটি ইউটিউব শো-তে প্রবীণ কুমার বলেন, ''আসলে আমার কনুইতে চোট ছিল। হাড় বেড়ে গিয়েছিল। চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ঠিক হওয়া যায়। অনেকেই চোট লুকিয়ে খেলেন। চাইলে সেটাও করতে পারতাম।'' তা হলে? প্রবীণ বাড়ি ফিরে আসি। শুয়ে আছি। ডেঙ্গুও হয়েছিল। তারপর কনুইয়ে চোট। এটা পুরনো চোট। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, অস্ত্রোপচার ছাড়া এটা ঠিক হবে না। ডঃ অ্যান্ড্রু ওয়ালেসও দেখেছিলেন। ক্রীড়াবিদদের কাছে অতি পরিচিত নাম। সচিনেরও চোট সারিয়েছিলেন।'' কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ানো। কতটা হতাশার ছিল? প্রবীণ বলেন, ''চোট থাকাটা খেলারই অংশ। ভাবতে হয়, এটাকে ঠিক কী ভাবে করা যায়। অনেকেই চোট লুকোয়। আমার মাথায় সে সময় একটা বিষয়ই ঘুরছিল, চোট লুকবো না। কারণ, টিমের ক্ষতি হোক সেটা চাইনি। আমি না খেললে, অন্য কেউ

যোগ করেন, ''বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্ট খেলতে কে না চায়। আমিও দ্রুত জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে গিয়েছিলাম। যদি সুস্থ হয়ে উঠতে পারি। আশিস কৌশিক বলে একজন ফিজিও ছিলেন। সে সময় এনসিএ-র ডিরেক্টর ছিলেন সন্দীপ পাতিল। সন্দীপ স্যার বলেন- পিকে (প্রবীণ কুমারের ইনিশিয়াল) এটা হৃদয় দিয়ে ভাবার সময় নয়, মস্তিষ্ক দিয়ে ভাবতে হবে। আমি বল থ্রো-ই করতে পারছিলাম। কৌশিকও বলে, কী ভাবে হবে। বলই ছুড়তে পারছিলাম না, বোলিং কী করব! খেলবে। কিন্তু আমি খেললে, টিমের ক্ষতিও হতে পারত। সেটাই কোনওমতেই চাইছিলাম। নিজের যতই ক্ষতি হোক, টিমের ক্ষতি না হওয়াটা প্রায়োরিটি। সে কারণেই নিজে থেকে নির্বাচকদের জানিয়েছিলাম। আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে নেওয়া হোক।'' টিম বিশ্বকাপে খেলছে, বাড়িতে বসে টিভিতে ম্যাচ দেখেছেন প্রবীণ কুমার। হতাশা একটু হলেও ছিল। তাতে অবশ্য আক্ষেপ নেই প্রবীণের। তাঁর মুখে বারবার একটা কথাই উঠে আসছিল, টিমের যেন ক্ষতি না হয়।

অলিম্পিক পাননি, নেইমারকে পেলেন প্যারাগুয়ান সুন্দরী! তারকার নতুন ইনিংস শুরু?

আসুনসিয়ন, ১৩ আগস্টঃ বয়স তাঁর মাত্র কুড়ি। তাতেই সুযোগ পেয়েছিলেন গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থে নিজের প্রতিভা প্রদর্শনের। কথা হচ্ছে এক প্যারাগুয়ান সুন্দরীকে নিয়ে। নাম তাঁর লুয়ানা আলান্সো। সৌন্দর্যের ঝাঁপি যেন তাঁর উপচে পড়ছে। অনেক সংযমীর মনেও দোলা দিচ্ছেন তিনি। সতীর্থ হিসেবে এত সুন্দরী তিনি, যার ফলে টিমের বাকিদের মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটছে। উপায় কী তা হলে? টিমের বাকিদের সমস্যা হওয়ার জন্য তাঁকে প্যারিস অলিম্পিক থেকে ফেরত পাঠানো হয়। তিনি প্যারাগুয়ের সাঁতারু। রূপে সকলকে মুগ্ধ করতে পারলেও তিনি পারফরম্যান্স দিয়ে প্যারিসে দাগ কাটতে পারেননি। কিন্তু তিনি পেয়েছেন ব্রাজিলিয়ান

সুপারস্টার নেইমারকে। অবাক হচ্ছেন? ভাবতেই পারেন হঠাৎ করেই প্যারিস অলিম্পিক থেকে দেশে ফেরত পাঠানো প্যারাগুয়ের সাঁতারু কী ভাবে পেলেন নেইমারকে। এ বার বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক। আসলে নেইমারের মনেও হয়তো দোলা দিয়ে বসেছেন প্যারাগুয়ান সুন্দরী। তিনি দাবি করেছেন যে, ব্রাজিলিয়ান ফুটবল মহাতারকা নেইমার তাঁকে ব্যক্তিগত মেসেজ পাঠিয়েছেন। এই বিষয়ে অবশ্য নেইমার এখনও মুখ খোলেননি। প্যারিস গেমস ভিলেজ থেকে লুয়ানা আলান্সোকে তাড়িয়ে দেশে পাঠানোর খবর চারিদিকে ছড়িয়েছে। তিনি নাকি গেমস ভিলেজে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছিলেন। এমনটাও শোনা গিয়েছে। অবশ্য সেই দাবি ভুল বলে উল্লেখ করেছেন তিনি নিজে। লুয়ানা বলেছেন তিনি নিজের ইচ্ছেতে দেশে ফিরেছেন। প্যারাগুয়ের একটি রেডিয়ো অনুষ্ঠানে ২০ বছর বয়সি সাঁতারু লুয়ানা আলান্সো বলেন, ''নেইমার আমাকে ব্যক্তিগত মেসেজ পাঠিয়েছে। এইটুকুই আমি বলতে পারি। তবে তাতে কী লেখা রয়েছেস সেটা আমি এখানে বলতে পারব না।'' ব্রাজিলের তারকা নেইমারের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সুন্দরীদের নাম অতীতেও বহুবার জড়িয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বান্ধনী ব্রুনা বিয়ানকার্ডি ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ভালোই রয়েছেন তিনি। এ বার দেখার লুয়ানা আলান্সো যা দাবি করেছেন, তা নিয়ে নেইমার কিছু বলেন কিনা।

'ভরসা নিয়ে খেলা করেছে, চোখ খোলা রাখুন!' চাঞ্চল্যকর পোস্ট নাতাশার

মুম্বই, ১৩ আগস্টঃ বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে কয়েকদিন আগেই চোখের জলে ভাসতে দেখা গিয়েছিল ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়াকে। আর তার কয়েকদিন যেতে না যেতেই ঘর ভাঙে ক্রিকেটারের। হার্দিক পান্ডিয়া ও নাতাশা স্তানকোভিচের পথ চলা থামে ১৮ জুলাই রাতে। তবে তাঁদের বিচ্ছেদের পিছনে ঠিক কোন কার রয়েছে, তা নিয়ে কোনও মন্তব্যই করতে দেখা যায়নি জুটিকে। বরং সন্তানের মুখ চেয়ে তাঁরা যোগাযোগ রাখবেন বলেই জানিয়েছিলেন। তবে নেপথ্যের কারণ কী, তা কোনওদিন সামনে আসেনি। এবার কি ইঙ্গিতেই তা স্পষ্ট করে দিলেন হার্দিকের প্রাক্তন নাতাশা স্তানকোভিচ? হার্দিক কি তাঁকে ঠকিয়েছেন? নাতাশা প্রতারণার শিকার?

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি রিলস শেয়ার করেছেন তিনি। যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে 'সে সকল পুরুষ নিজের স্ত্রী বাদে বাকি মেয়েদের বিনোদনের কারণ হয়ে ওঠেন, স্ত্রীয়ের সঙ্গে প্রতারণা করতেও তাঁরা দু'বার ভাবেন না। তাঁদের স্ত্রীরা তাঁদের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই সব পুরুষদের সঙ্গে কোনও মহিলাই সারাজীবন থাকার কথা ভাবতে পারবেন না।' অপর একটি রিল তিনি শেয়ার করেছেন যার, ক্যাপশনে লেখা রয়েছে 'একজন প্রতারকের গুণাবলী' তালিকাভুক্ত করা হল, আপনি তাঁকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করেন কিন্তু সে আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনার ভরসা নিয়ে খেলা করেছে, যা সত্যি কষ্টের। তাঁদের থেকে সতর্ক থাকার জন্য তাঁদের কিছু গুণাবলী এবং আচরণ তালিকাভুক্ত করে দেওয়া হল। এগুলি সব প্রতারকদের লক্ষণ। চোখ খোলা রাখুন!' প্রসঙ্গত, ১৮ জুলাই একটি পোস্ট করে জুটি জানিয়ে দিয়েছিলেন, দীর্ঘ চার বছরের পথচলা ইতি। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁদের সম্পর্কের নানা মুহূর্ত বারবার উঠে আসছে বিভিন্ন পোস্টে। কখনও নাতাশার সঙ্গে মিষ্টি মুহূর্ত কখনও আবার সন্তানের সঙ্গে সময় কাটানো। বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে এবার সেই সন্তানই কাছ ছাড়া। মা নাতাশার সঙ্গে ইতিমধ্যে দেশ ছেড়েছে হার্দিক পুত্র, যদিও হার্দিকের সঙ্গে পুত্রের যোগাযোগ বর্তমান।

ঘরোয়া ক্রিকেট মরসুম শুরু দলীপ ট্রফি দিয়ে

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্টঃ ভারতীয় ক্রিকেট টিমের সাপ্লাই লাইন ঘরোয়া ক্রিকেট। বয়স ভিত্তিক স্তরে নানা টুর্নামেন্ট রয়েছে। তেমনই সিনিয়র দলের জন্যও। দলীপ ট্রফি, রঞ্জি ট্রফি, বিজয় হাজারে ওয়ান ডে ট্রফি, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি, ইরানি ট্রফি। সব ফরম্যাটের জন্যই ভিন্ন টুর্নামেন্ট। ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন প্রজন্ম উঠে আসে। তেমনই ফর্ম খুঁজে বেরানো ক্রিকেটাররাও ফেরেন ঘরোয়া ক্রিকেটেই। এ বার ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট মরসুম শুরু হতে চলেছে দলীপ ট্রফি দিয়ে। হঠাৎ কেন এত আলোচনায় দলীপ ট্রফি! বিরাট-রোহিতের মতো তারকা ক্রিকেটারদেরও নামতে দেখা যাবে। কবে থেকে ম্যাচ, ভেনু, বিস্তারিত রইল। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ রয়েছে ভারতের। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত এই সিরিজ। এরপর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট। বাংলাদেশ সিরিজের প্রস্তুতিও বলা যায় এ বারের দলীপ ট্রফিকে। সাধারণত ঘরের মাঠে সিরিজের আগে এই টুর্নামেন্টে অনেক ক্রিকেটারের পারফরম্যান্স দেখে

নেওয়া হয়। তাঁদের ম্যাচ প্র্যাক্টিসের সুযোগ করে দেওয়া হয়। জোন অনুযায়ী ছ'টি দল বেছে নেওয়া হয়। লাল বলের টুর্নামেন্ট। টেস্টের প্রস্তুতির জন্য আদর্শ। গত মরসুমে হনুমা বিহারির নেতৃত্বাধীন সাউথ জোন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ফাইনালে তারা হারিয়েছিল ওয়েস্ট জোনকে। এ বার অবশ্য ফরম্যাটে একটু বদল হয়েছে। জোনাল নয়, বরং চার দলের টুর্নামেন্ট হবে। ইন্ডিয়া এ, বি, সি, ডি। অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন বোর্ডের সিনিয়র দল নির্বাচন কমিটিই এই টুর্নামেন্টের স্কোয়াড বেছে নেবে। রাউন্ড রবিন ফরম্যাটে হবে টুর্নামেন্ট। শীর্ষে থাকা দুই দল ফাইনাল খেলবে। এ বারের দলীপ ট্রফি হবে দুটি ভেনুতে। অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। প্রথম রাউন্ডের একটি ম্যাচ হতে পারে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামেও। ৫-২২ সেপ্টেম্বর এই টুর্নামেন্টের রাউন্ড রবিন পর্ব হবে। ভারতের টেস্ট স্কোয়াডের সদস্য এবং যাঁদের সম্ভাবনা রয়েছে যেমন- শুভমন গিল, লোকেশ রাহুল, অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাডেজা, যশস্বী জয়সওয়াল, সূর্যকুমার যাদব, কুলদীপ যাদবদেরও এই টুর্নামেন্টে খেলার সম্ভাবনা প্রবল। এমনকি বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকেও নামতে দেখা যাবে।

লিয়েন্ডারকে সংবর্ধনার মঞ্চে আনোয়ারের হাতে জার্সি তুলে দিল ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ চমক দেখাল ইস্টবেঙ্গল। তারা আনোয়ার আলিকে নিয়ে নিয়েছে এত ডামাডোলের মধ্যেও। মঙ্গলবার ছিল ক্লাবের প্রয়াত সচিব দীপক (পল্টু) দাসের ৮৫তম জন্মদিবস। সেই উপলক্ষ্যে এদিন বিকেলের অনুষ্ঠানে কর্তারা আনোয়ারের হাতে লাল হলুদ জার্সি তুলে দিলেন। আনোয়ারকে মোহনবাগানের মুখ থেকে নিয়ে জবাব দিল লাল হলুদ দল। এই মুহূর্তে বাগানের রিলিজ অর্ডার আর দরকার হবে না। তবে মোহনবাগানের লোন চুক্তি ভেঙে ইস্টবেঙ্গলে সই করার জন্য তাঁকে জরিমানা দিতে হবে। এদিকে, দুপুর আড়াইটা থেকে ক্লাবের মাঠে ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলারদের মধ্যে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ

আনোয়ারকে নেওয়া ইস্টবেঙ্গলের নৈতিক জয়। এদিন লিয়েন্ডার পেজকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। তাঁর পুরস্কার নেওয়ার মঞ্চে সমর্থকদের কাছে প্রাপ্তি দেশের সেরা ডিফেন্ডার আনোয়ারের হাতে ক্লাবের পতাকা। আনোয়ারকে লাল হলুদ দল পাবে কীনা, সেই নিয়ে জল্পনা চলছিল। কিন্তু ২২ আগস্ট প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস

হয়। ম্যাচে পল্টু দাস একাদশ ১-০ গোলে হারায় জীবন চক্রবর্তী একাদশকে। গোল করেন আলভিটো ডি' কুনহা। দীপক (পল্টু) দাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন ক্লাব সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া, সচিব রূপক সাহা, দেবব্রত সরকারসহ প্রাক্তন ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ক্লাব

কমিটির সভার আগেই তারা আনোয়ারকে নিয়ে চমক দেখিয়েছে। এই মুহূর্তে আনোয়ারকে ডুরান্ড কাপের জন্য নাম নথিভুক্ত করা যাবে কীনা, সেটি নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। আনোয়ারকে ১৮ আগস্ট ডার্বি ম্যাচে খেলাতে হলে ইস্টবেঙ্গলকে ঝুঁকি নিতে হবে। কারণ ২২ আগস্ট আনোয়ারের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গেলে তাঁকে নির্বাসিত হতে হবে। তবে ফেডারেশন জরিমানা করলে সেই অর্থ ইস্টবেঙ্গল ও আনোয়ার দু'জনে মিলে দেবে। তাঁবুতে তিনটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভ্যানে রক্তদান শিবির হয়েছে। রক্তদান করেন ২০০ জন। রক্তদাতাদের হাতে কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাতের সই করা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। নামী চিকিৎসক মন্ডলীর দ্বারা পরিচালিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরে ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুবীর হালদার, ডাঃ শাম্ব সমাজদার, ডাঃ গৌতম কর, ডাঃ বিবর্তন সাহা, ডাঃ রক্তিম ঘোষ।

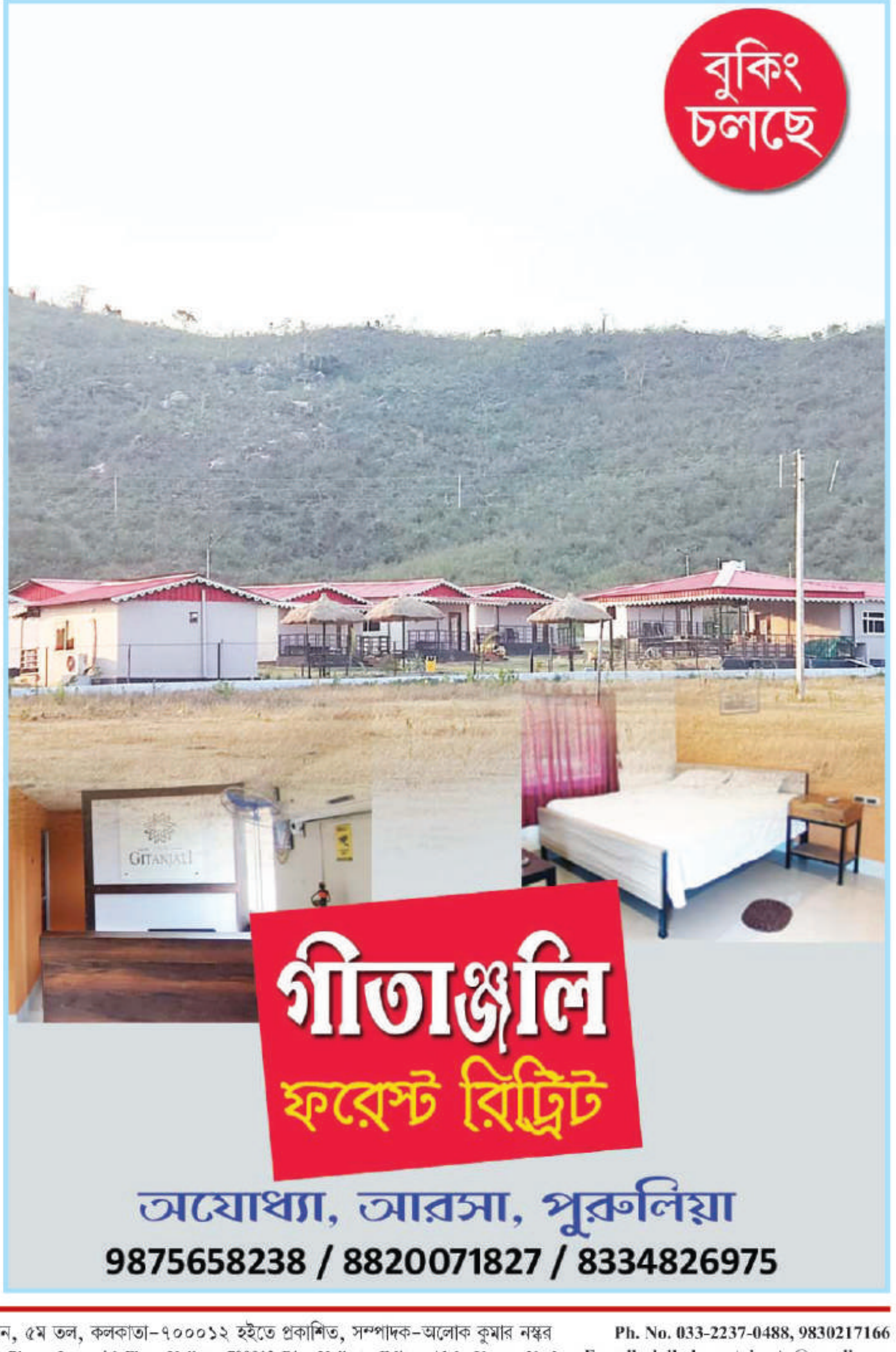

আলভারেজ ৬ মরসুমের জন্য আতলেতিকো মাদ্রিদে

মাদ্রিদ, ১৩ আগস্টঃ সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছিল আগেই। বাকি ছিল শুধু চুক্তি সই করা। গতকাল সেটাও হয়ে গেল। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ এখন আতলেতিকো মাদ্রিদের খেলোয়াড়। ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ৬ মরসুমের জন্য তাঁকে দলে টানতে ৮ কোটি ৫০ লাখ ইউরো খরচ করেছে আতলেতিকো। ভারতীয় মুদ্রায় অর্থের পরিমানটা প্রায় ৭৮০ কোটি টাকা। আলভারেজকে দলে নেওয়ার খবরটি এক বিবৃতিতে গতকাল দিয়েছে আতলেতিকো, 'আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের দলবদলের বিষয়ে ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছেছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। তিনি ছয় মরসুমের জন্য চুক্তি করেছেন।' স্পেনের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী আলভারেজের জন্য ট্রান্সফার ফি হিসেবে ৭ কোটি ৫০ লাখ ইউরো দেবে আতলেতিকো। এ ছাড়া বোনাস হিসেবে দেবে আরও ১ কোটি ইউরো। ২৪ বছর বয়সী আলভারেজকে ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপের আগে রিভার প্লেট থেকে দলে নিতে সিটি খরচ

করেছিল মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ ইউরো। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে সিটিতে নাম লেখানো আলভারেজ দুই মরসুমে ইতিহাদের ক্লাবটির হয়ে জিতেছেন দুটি প্রিমিয়ার লিগ ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ। আর্জেন্টিনার ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা রাখা আলভারেজ এ বছর জাতীয় দলের হয়ে জিতেছেন কোপা আমেরিকার শিরোপাও। আতলেতিকোর সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করার পর সিটির সমর্থকদের কাছ থেকে আলভারেজ বিদায় নিয়েছেন ইতিহাদের ক্লাবটির ওয়েবসাইটে এক বিবৃতি দিয়ে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আজ আমি অনেক আবেগ নিয়ে অসাধারণ এই ক্লাবটিকে বিদায় বলছি। এ দুই বছর খুব বিশেষ হয়ে থাকবে। এই সময়ে আমি একজন খেলোয়াড় ও মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠেছি এবং অনেক কিছু শিখেছি।' তা অসাধারণ এই ক্লাবটি মাত্র দুই মরসুম থাকার পরই কেন ছেড়ে যাচ্ছেন আলভারেজ। এর কারণ হিসেবে তিনি এর আগে বলেছিলেন যে সিটির একাদশে নিয়মিত জায়গা পাচ্ছেন না। নতুন কোনো ক্লাবে গিয়ে আরও বেশি সময় মাঠে থাকতে চান। সিটিতে মূলত তাঁকে খেলতে হয়েছে আর্লিং হলান্ডের বদলি হিসেবে, বিকল্প হিসেবে। আসন্ন মরসুমেও যে তিনি শুরুর একাদশে নিয়মিত খেলতে পারবেন, সেই নিশ্চয়তা হয়তো সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা আলভারেজকে দেননি। তবে আলভারেজকে নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য শুভকামনা ঠিকই জানিয়েছেন গার্দিওলা, ''তার আচরণের জন্য এখানে তাকে সবাই খুব ভালোবাসত। কিন্তু আমি আগেও অনেকবার অনেক খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে যেমনটা বলেছি, আবারও সেই কথাই বলছি সে যেতে চেয়েছে, চেয়েছে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com